

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় **७७**त्रभ भश्याप

কলকাতায় ম্যাঞ্চেস্টারের স্কুল

(+02.53)

মমতার লন্ডন সফরে 'ম্যাঞ্চেস্টার-যোগ'। কলকাতায় ফুটবল স্কুল খুলছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। মউ হল টেকনো ইন্ডিয়ার সঙ্গে।

১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে লোকসভায় সুর চড়াল তৃণমূল। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মোদি সরকারকে নিশানা করল ডিএমকে এবং কংগ্রেস।

৩৬° ২১° ৩৭° ১৯° ৩৭° ১৯° ৩৭° ২০° _{সর্বাচ্চ} | _{সর্বা} শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি

আলিপুরদুয়ার কোচবিহার

নাইটদের আজ জয়ে ফেরার যুদ্ধ

শিলিগুড়ি ১২ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 26 March 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 305

কমলিকে অপমান মালদা মেডিকেলে

কল্লোল মজুমদার ও সৌরভ ঘোষ

মালদা, ২৫ মার্চ : মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছানি অপারেশন করতে এসে চরম অপমানিত হলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়া সমাজসেবী কমলি সোরেন। অভিযোগ, পরিচয় দেওয়ার পরেও তাঁর ঠাঁই হয় এক বিছানায় তিন রোগীর সঙ্গে। আরও অভিযোগ, এই নিয়ে তাঁর অনুগামীরা প্রতিবাদ জানাতে গেলে কর্তব্যরত নার্স কমলি সোরেনের উদ্দেশে 'রাষ্ট্রপতি, ফাস্টোপতি...' মন্তব্য করে কটাক্ষ

মালদা মেডিকেলে চিকিৎসারত কমলির ছবি সহ নার্সের ওই একটি অডিও–ভিডিও মন্তব্যের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন জেলা পরিষদের বিজেপি সদস্য তারাশংকর রায়। যা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও ওই





মালদা মেডিকেলে অন্যদের সঙ্গে একই বেডে কমলি সোরেন।

অডিও-ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

অনুগামীদের কাছে কমলি সোরেন গুরুমা নামে পরিচিত। তারাশংকরের অভিযোগ, 'গুরুমার ছানি অপারেশন সম্পর্ণ হওয়ার পর একটি বেডে তিনজনকে রাখা হয়। এই নিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে হাসপাতালের ফিমেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের নার্সরা গুরুমাকে প্রচণ্ড অপমান করেন। উনি রাষ্ট্রপতি প্রস্কার পেয়েছেন, এটা জানানোর পরেও ওঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে কটাক্ষ করেন, রাষ্ট্রপতি, ফাস্টোপতি... তারা**শ**ংকর এদিন দাবি করেন, 'আমি কর্তব্যরত নার্সদের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাব।'

এরপর দশের পাতায় | নেতৃত্বের

প-এ পাহাড়, প-এ পর্যটন





পরীক্ষা শেষে স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজতেই একটু একটু করে ভিড় বাড়ছে পর্যটকের। দার্জিলিংয়ের ম্যালে তাই ঘোড়া নিয়ে পর্যটকের অপেক্ষা। লামাহাটা ইকো পার্কেও ঠাসা ভিড় ভ্রমণপিপাসুদের। মঙ্গলবার। ছবি : অ্যানি মিত্র

'২৬-এর জুনের মধ্যে ভোট, ইঙ্গিত

সক্রিয়তা বাড়ার পর নিব্চনের ধারণা দিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। নির্দিষ্টভাবে তিনি জানালেন, 'চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছর জুন মাসের মধ্যে সাধারণ নিবাচন হবে বাংলাদেশে। তাঁর দাবি, 'আমরা চাই, আগামী নিবাচন যেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবথেকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়। এজন্য নিবাচন কমিশন সমস্তরকম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

দেশের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে মুহাম্মদ ইউনসের ভাষণে মঙ্গলবার দর্নীতি থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছিল কড়া বার্তা। মুজিবুর রহমানের মুক্তিযোদ্ধার সম্মান কৈড়ে নিলেও স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে পিছিয়ে নেই অন্তর্বর্তী সরকার। অন্যদিকে, তাৎপর্যপর্ণভাবে একইদিনে জলাই অভ্যুত্থানের সমর্থনে বার্তা দেওয়া হয়েছে খোদ সেনাপ্রধানের তরফে।

সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুলাই যোদ্ধাদের স্বপ্নপূরণে সবসময় পাশে থেকেছে। জুলাই গণ অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।' গত কয়েকদিন ধরে জুলাই আন্দোলনের ছাত্র এরপর দশের পাতায়

ভিসা বাতিল বাংলাদেশির

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ মার্চ : পড়শি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এমনিতেই পরিস্থিতি বর্তমানে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে সেখানকার এক বাসিন্দা ভারতের নামে কুরুচিপুর্ণ করে সেই পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করলেন। মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ঘটনা। ওই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ চলে। পরে মহম্মদ আজাদুর রহমান নামে ওই বাসিন্দার ভিসা বাতিল করে তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা জানিয়েছেন।

আজাদুর বাংলাদেশের মাগুরার বাসিন্দা।এদিন দুপুরে তিনি চ্যাংরাবান্ধা আন্তজাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ঢোকেন। তাঁর ছেলে কার্সিয়াংয়ে পড়াশোনা করে। পরীক্ষা শেষে ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরবেন বলে আজাদুরের পরিকল্পনা ছিল। ইমিশ্রেশন চেকপোস্ট এলাকার ট্যাক্সিস্ট্যান্ড থেকে গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে গাড়িচালকের সঙ্গে বচসায় জড়ালে সমস্যার সূত্রপাত। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজাদুর বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের পাশাপাশি ভারত সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। মুহুর্তেই এলাকায় উত্তেজনা ছডায়। চালকদের কেউই ওই ব্যক্তিকে গাড়িতে নিতে নিজের ভুল স্বীকার করে নেন।

চাননি। এই সময় অনেকে ওই

করেন। আজাদুর হেঁটে চ্যাংরাবান্ধা ভিআইপি মোড়ে উপস্থিত হলে বাসিন্দারা তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁরা ততক্ষণে ঘটনার

চ্যাংরাবান্ধায় চাঞ্চল্য

- 💶 চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে এক বাংলাদেশি মঙ্গলবার ভারতে ঢোকেন
- 💶 তাঁর ছেলে কার্সিয়াংয়ে পড়াশোনা করে, গাড়ি ভাড়া নিতে গিয়ে ভারত সম্পর্কে কুমন্তব্য
- এরপরই তাঁকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু, পলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চেকপোস্টে নিয়ে যায়

বিষয়ে অবগত হয়ে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকলে মেখলিগঞ্জ থানার পলিশ সেই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁকে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। বাইরে তখনও উত্তেজিত বাসিন্দাদের বিক্ষোভ চলছিল। আজাদুর উত্তেজিত জনতার সামনে

এরপর দশের পাতায়

ताएन जल

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বন্ধ দরজার পিছনে আলো-আঁধারির খেলা। কানের পর্দা ফাটানো শব্দে বাজছে 'নশা ইয়ে প্যার কা নশা হ্যায়...।' টেবিলে বসে তিনটি মেয়ে. দুটি ছেলে। সামনে মদের গ্লাস। হুক্কার ধোঁয়ায় আবছায়া সেই গ্লাস। একটু ঠাহর করলেই তাদের কথাবাতয়ি বোঝা গেল, কেউই কৈশোরের গণ্ডি পেরোয়নি। ঘড়িতে মধ্যরাত জানান দিলেও বার কর্তৃপক্ষ তাদের বা কোনও টেবিলে বসা কাউকেই উঠতে বলছেন না। বরং বার কাউন্টার থেকে ট্রেতে গ্লাস আসছে ঘনঘন। কোনও টেবিল থেকে স্থালিত স্বরে অর্ডার আসে, লার্জ একটা...।

শিলিগুড়ির সেবক রোড বা মাটিগাড়ার শুপিং মল, সর্বত্রই বার কাম রেস্তোরাঁয় মধ্যরাতের ছবিটা এক। আবগারি বিভাগের নিয়ম, ২১ বছর বয়সের নীচে কাউকেই মুদ সার্ভ করা যাবে না। কিন্তু নিয়মের ফাঁক খুঁজতে প্রতিটি পাবই মদের লাইসেন্স নেওয়ার পাশাপাশি রেস্তোরাঁর লাইসেন্সও নিয়ে নিয়েছে। আর সেই সুবাদে আঠারো বছরের কমবয়সিদের কাছেও পাবের দরজা খুলে যাচ্ছে। পাব কর্তপক্ষ অবশা এব্যাপারে নাকি ভীষণ সজাগ। মাটিগাডার এক পাব কর্তপক্ষের ম্যানেজারকেই যেমন বলতে শোনা গেল, সারাদিনে কেউ এসে এখানে খাওয়াদাওয়া করতেই পারে। তাতে অসবিধা নেই। তবে ২১ বছরের নীচে আমরা কাউকে মদ সার্ভ করি



■ পাব ও বারে অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রবেশ নিষেধ

 তাই পাব ও বার কর্তৃপক্ষ রেস্তোরাঁর লাইসেন্স নিচ্ছে

 রেস্তোরাঁয় খাওয়ার নামে অবাধে পাব ও বারে মদের আসরে অপ্রাপ্তবয়স্করা

 মধ্যরাত পেরিয়ে সেখানে মদ সার্ভ করা হচ্ছে



হাতে ধৃত দুই কোকেন কারবারি জানিয়েছে, পাবগুলিতে মাদক

সরবরাহ করত তারা ওই ধরনের পাবগুলির তালিকা করেছে এসটিএফ

সেবক রোডের একাধিক পাব সেই তালিকায়



না। আর রাত আটটার পর থেকে অভিভাবক ছাড়া আমরা কোনও টানে ব্যস্ত। টেবিলে রাখা রয়েছে কিশোর-কিশোরীকে ভেতরে ঢুকতে মদের গ্লাস। তাদের সঙ্গে কথায়

প্রশ্ন উঠছে, বয়সের এই মাপকাঠি কে দেখবেন? রাত ন'টার ফাঁকি দিয়ে তারা ভেতরে ঢুকে দিকে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস সংলগ্ন একটি পাবে ঢুকতেই নজরে

পড়ল, কয়েকজন কিশোৱী হুক্কার কথায় জানা গেল, তিন বান্ধবীরই বয়স ১৬ বছর। তাহলে কি চোখে

পড়ছে? এমনটা অবশ্য একদমই নয়।

এলইউসিসি পেতে ভরসা দালাল

২৫ মার্চ উন্নয়নমূলক কাজ বলতে কিছুই নেই। একমাত্র কাজ এলইউসিসি (ল্যান্ড ইউজ কম্প্যাটিবিলিটি সার্টিফিকেট) দেওয়া। কিন্তু শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওই এলইউসিসি দেওয়ার দপ্তরে ঘুঘুর বাসা তৈরি হয়েছে বলে অভিযৌগ। ওই বিভাগে সাধারণ মানুষ নয়, দালালদের কাজই আগে করা হচ্ছে বলে অভিযোগ

এসজেডিএ-তে ঘুঘুর বাসা

এলইউসিসি পেতে সর্বোচ্চ দেড় মাস সময় লাগার কথা

প্ল্যানিং বিভাগে মাসের পর মাস আটকে থাকছে সার্টিফিকেট

এসজেডিএ'র গড়িমসির জন্য রাজগঞ্জ ব্লকের প্রায় ২৫০টি এলইউসিসি আটকে

নিধারিত ফি'র থেকে বেশি টাকা দালালকে দিলে সহজে হাতে সার্টিফিকেট

উঠছে। তার বিনিময়ে দপ্তরের কর্মীদের একাংশ বিভিন্ন সুযোগসুবিধা নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। এমনকি এলইউসিসি নিতে গেলেই ঘোরানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। তবে আধিকারিকদের একাংশকে 'খুশি করতে' পারলেই দ্রুত এলইউসিসি মিলে যাচ্চে।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির বাস্তুকার ও আর্কিটেক্টদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ জমেছে। দিনের পর দিন এই পরিস্থিতির বদল না হওয়ায় ক্ষর তাঁরা। অভিযোগ. এসজেডিএ-র গড়িমসির জন্য রাজগঞ্জ ব্লকের প্রায় ২৫০টি এলইউসিসি আটকে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত এরপর দশের পাতায়

বিডিও অফিসে ভাড়ায় খাটাচ্ছেন কর্মাধ্যক্ষ

চলছে গাা

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : টেন্ডার না করেই পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের ভাডায় দেওয়া গাড়িতে চড়ছেন বিডিও।এমনকি সেই গাড়িতে লাগানো হয়েছে বিডিও লেখা সাইনবোর্ড। শুধু তাই নয়, গাড়ির মাথায় বসানো হয়েছে নীল বাতি। যা নিয়েই বিতর্কে তৈরি হয়েছে ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে। কোনওরকম রেজোলিউশন না করে ঝাঁ চকচকে কালো রংয়ের গাড়িতে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন বিডিও বলে অভিযোগ।

প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি বছর ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই ঝাঁ চকচকে ওই গাড়িটি ব্যবহার করছেন ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস। গাড়িটি ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ নাজির আহমেদের নামে রয়েছে। অভিযোগ, বিডিও আগের পুরোনো গাডি এখন ব্যবহার করছেন না।



বিডিও'র নতুন গাড়ি (বাঁদিকে) ও পুরোনো গাড়ি। দুটোই চলছে টেন্ডার ছাড়া।

কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সূত্রের খবর, সবক'টি গাড়ি টেন্ডার ছাড়াই

কিন্তু এভাবে দীর্ঘদিন থেকে গাড়ি চলছে কেন তার কোনও সদুত্তর প্রশাসনের আধিকারিকের বিডিও অফিসে থাকা বাকি আরও কাছে মেলেনি। প্রশাসন সূত্রে জানা দুটি চারচাকার গাড়ি অফিসের বিভিন্ন গিয়েছে, গত মাস থেকে বিডিও

নিজের ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ গাডিটিতে আর চড়ছেন না বলে খবর। আগের গাড়িটি ভাড়ায় নেওয়া থাকলেও সেটা অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের দেওয়া নতুন গাড়িতে এখন চলাচল করছেন।

অভিযোগ, গাডিটি গত ১২

রেজোলিউশন করা হয় গত ৪ মার্চ। কেন এমন করতে হল সে প্রশ্নের উত্তরে বিডিও বলেন, 'অফিসের গাড়িটি আর চলছে না। সেজন্যই চার-পাঁচদিনের জন্য একটি অন্য গাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ নাজির আহমেদ স্বীকার করেন কোনও টেন্ডার ছাড়াই তাঁর গাড়িটি চলছে। নাজির বলেন, 'শুধু আমার গাড়ি নয়, অফিসে ব্যবহৃত সব গাড়িই টেন্ডার ছাড়াই চলছে। মাঝেমধ্যেই টেন্ডার ছাড়া ছোট গাড়িও আনা হয়। তবে, আমার গাড়ির জন্য টেন্ডার হয়ে যাবে।' তাঁর কথায়,

মাঝেমধ্যেই পাহাড়ে যান। পুরোনো গাড়ি হওয়ায় আগের গাড়িটিতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে। তাই নতুন গাড়ি দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে আর কিছ নয়।'

এরপর দশের পাতায়

আইনের চোখে পরকীয়া এখন আর অপরাধ নয়। কিন্তু সমাজের চোখে? না, ভারতের গ্রামীণ সমাজ পরকীয়াকে এখনও ঘৃণ্য অপরাধ বলেই গ্রাহ্য করে। একইভাবে, বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণও হয়ে উঠছে এই পরকীয়া। যার জেরে ভাঙছে সংসার, ভাঙছে মন। কোন পথে এগোচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম? প্রশ্ন তুলে দেয় উত্তরবঙ্গের জোড়া ঘটনা।

ঘরছাড়া স্ত্রী, মাথা ন্যাড়া করে শ্রাদ্ধ পিরিতি

কাঁঠালের আঠা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ মার্চ প্রবাদপ্রতিম অমর পাল গেয়েছিলেন, 'সাকিনা তোর বিয়ার খবর পাইছি বাড়ি গিয়া রে...।' তারপরেই তাঁর স্বগতোক্তি, 'তুই মরলি আমি নিজে শান্তি পাইতাম মইরা...।' শিল্পীর এই অনুভূতির ধারেকাছে হাঁটেননি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার পরাশটোলা গ্রামে অচিন্ত্য রায়। বরং, ১৯ বছরের দাম্পত্যে ইতি টেনে

প্রকীয়ার টানে ঘরছাড়া স্ত্রীকে মুড়িয়ে শ্রাদ্ধ করে গ্রামের মানুষকে 'পরিবারে কোনও অশান্তি ছিল না তিনি 'শাস্তি' দিয়েছেন নিজের মতো পাত পেড়ে খাইয়েছেন মঙ্গলবার। করে। রাগে, ক্ষোভে স্ত্রীর কৃশপুতুল দাহ করেছেন গ্রামের শ্মশানে। মাথা

সুখস্মৃতি হাতে পরাশটোলা গ্রামের অচিন্ত্য রায়।

প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন, ওই দম্পতি নিঃসন্তান। অচিন্ত্য বলেন,

তবে সন্তান না হওয়ার একটা দুঃখ ছিল। রাজমিস্ত্রির কাজে যা আয় করতাম সবটাই স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে জমা রাখতাম। ও অনেক রাত পর্যন্ত ফোনে কথা বলত। আমি শাসন করেছিলাম। শ্বশুরবাডিতেও জানিয়েছিলাম।

পরিবার সূত্রেই জানা গিয়েছে, অচিন্ত্য কাজ করতে বাইরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বাডি ফিরে দেখেন, স্ত্রী বাড়িতে নেই। সঙ্গে সমস্ত নতুন কাপড়চোপড়, বিয়ের অলংকার ও ব্যাংকের চল্লিশ হাজার টাকা সহ অচিন্ত্যর সমস্ত রোজগার উধাও। এরপর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।

স্বামীর 'দখল' নিয়ে ধস্তাধান্ত পতি পত্নী

প্রণব সূত্রধর

অউব্ৰ ওহ

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ:স্বামী তুমি কার? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রাতের শহরে রাজপথে রীতিমতো হাত ধরে টানাটানি। সোমবার রাতে এমন ঘটনাই ঘটেছে আলিপুরদুয়ার শহরের চৌপথি সংলগ্ন এলাকায়। পথচলতি অনেকেই দেখেছেন এক পুরুষের হাত ধরে টানাটানি করছেন এক মহিলা। তবে ওই দেখাটুকই। *এরপর দশের পাতায়* বিবাদের সমাধানে কেউ এগিয়ে

আসেননি। শেষে পুলিশ এসে দ্বিতীয় বিয়ে করে দিব্যি সংসার সত্ত্বেও অন্য স্ত্রীর সঙ্গে ছবি কেন? পরিস্থিতি সামলায়। তবে এব্যাপারে করছিলেন এক তরুণ। তবে 'ধরা' আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিবাণ

পড়ে গেলেন সোশ্যাল মিডিয়ার ভট্টাচার্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি। দৌলতে। স্বামী ফেসবুকে অন্য এক করে দিয়েছিলেন স্বামী। তবে ওই বিবাদটা কী নিয়ে? অভিযোগ, মহিলার সঙ্গে ছবি পোস্ট করতেই বধুও হাল ছাড়েননি। খুঁজতে খুঁজতে প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তানকে রেখেই স্রথম স্ত্রীর সন্দেহ হয়।স্ত্রী, সন্তান থাকা



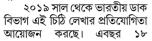
এই প্রশ্ন করতেই অশান্তির সূত্রপাত। তারপরেই মোবাইল ফোন নম্বর বন্ধ চলে এসেছেন আলিপুরদুয়ারে। সোমবার রাতে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন সেই তরুণকে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণের বাড়ি কোচবিহার এলাকায়। আর প্রথম স্ত্রীর বাপের বাড়ি পররপারে। প্রেম করে বিয়ে। তারপরেই দুজন শিলিগুড়ি এলাকায় থাকতে শুরু করেন। সন্তান গর্ভে আসতেই সমস্যার সূত্রপাত বলে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অভিযৌগ।

এরপর দশের পাতায়

চিঠি লেখায় তৃতীয় কোচবিহারের মঞ্জ্ঞ্রী

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : চিঠি লেখার অভ্যেস জিইয়ে রাখতে গত কয়েক বছর থেকে 'ঢাই অক্ষর' নামে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। সেই প্রতিযোগিতায় এবছর পশ্চিমবঙ্গে কোচবিহার হয়েছেন গান্ধিনগরের মঞ্জন্সী ভাদুড়ি। কোচবিহার বড় পোস্ট অফিসে মঙ্গলবার তাঁর হাতে প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট, নগদ পাঁচ হাজার টাকা তুলে কোচবিহারের পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অজয় শেরপা।





বছরের উধ্বের ইনল্যান্ড লেটার কার্ড বিভাগের থিম ছিল 'দ্য জয় অফ রাইটিং: ইম্পর্ট্যান্স অফ লেটার ইন আ ডিজিটাল এইজ'। কোচবিহার ডিভিশন থেকে মঞ্জন্সী সেই বিভাগে তৃতীয় পুরস্কার জিতেছেন। এই প্রতিযোগিতায় চারবার অংশ নিয়ে তিনবারই পুরস্কার জিতেছেন মঞ্জুশ্রী।

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

টি সিএমএম/ডি/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এখতিয়ারের অধীনে এপ্রিল/২০২৫ মাসের জন্য রেলওয়ের স্ক্রাপ সামগ্রী বিক্রিল জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্বারা নিম্নরূপে নির্ধারিত হয়েছে

	ক্র.নং,	মাস	তারিখ
ľ	>	এপ্রিল/২০২৫	১১-০৪-২০২৫ এবং ৩০-০৪-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in)-এর মাধ্যমে বিভ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ভেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডি/নিউ বঙাইগাঁও

পরিণীতা রাত ৮.০০

জি বাংলা

সিটিমার বিকেল ৫.২৬

জি সিনেমা

বব বিশ্বাস সন্ধে ৬.৩৯

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

কুক মাথুর কি ঝভ হো গয়ি,

লিটল ম্যানহাটন, বিকেল ৩.৫০

দ্য ইন্টার্নশিপ, সন্ধে ৭.২০ লভ

দুপুর ২.২০

১০.৪৫ লমহা

রমেডি নাউ :

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আজ টিভিতে



कालार्भ वाःला भिरनमा : भकाल অগ্নিপরীক্ষা, \$0.00 আদরের বোন, দুপুর ১.০০ ক্রিমিনাল, বিকেল ৪.০০ ক্রিমিনাল, অপরাধী, সন্ধে ৭.৩০ নাটের গুরু, রাত ১০.৩০ শিবাজি, ১.০০ বৌদি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.৪০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৪৫ রংবাজ, রাত ১০.৩০ ম্যাজিক

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অভাগিনী, দুপুর ২.৩০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.৩০ স্বপ্ন, রাত ১০.০০ মায়া মমতা, ১২.৪৫ রি ইউনিয়ন ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মানুষ

মানুষের জন্য कालार्भ वाश्ला : पूर्शूत २.०० আবিষ্কার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ছায়ামূর্তি

জি সিনেমা : দুপুর ১.৫৮ বিবাহ, বিকেল ৫.২৬ সিটিমার, রাত ৮.০০ সর্যা : দ্য সোলজার ১১.০৫ তিস মার খান

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২০ ক্রু, দুপুর ১.৪০ পরদেশ, বিকেল ৫.৩৬ শিবা : দ্য সুপার হিরো থ্রি, রাত ৮.০০ ধমাল, ১০.৪২

খিলাড়ি ৪২০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি: দুপুর সন্ধে ৬.৪৫ কাবিল, রাত ৯.০০ ২.০২ কেদারনাথ, বিকেল ৪.০০ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.৩৯ বব বিশ্বাস, রাত ৯.০০ বরেলি কি বরফি,

১১.০৩ বদলাপুর স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ২.৩০ ধনক, বিকেল ৪.৩০ আ ইজ ইন দ্য এয়ার, রাত ১০.৩৫



চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

পর্যটক টানতে ডুয়ার্স এবং পাহাড়ে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন রসিকবিলে নানা পরিবর্তন আনা হচ্ছে, অন্যদিকে হট এয়ার বেলুন রাইড চালু হতে চলেছে পাহাড়ে।

দেড় কোটিতে সাজবে রসিকবিল

কোচবিহার, ২৫ মার্চ পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে ঢেলে সাজানো হচ্ছে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র। মোট ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজ করা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

রসিকবিলে ময়ূরের খাঁচা, পাখিদের জন্য অ্যাভিয়ারি, অজগরের জন্য আলাদা কনস্ট্রিক্টর হাউস, একটি ছোট ব্রিজ তৈরি এবং পশু-পাখিদের পরোনো আবাসস্থলগুলি সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে বন দপ্তর। আগামী মাস থেকেই এই কাজ শুরু করা হবে। এতে রসিকবিল প্রকতি পর্যটনকেন্দ্রের প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিভাগীয় বনাধিকারিক অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'ভবিষ্যতের জন্য যে প্রকল্পগুলি আমরা নিয়েছি, তাতে রসিকবিলের আকর্ষণ আরও বাড়বে। অধিক সংখ্যক প্রজাতিব পশুপাখি দেখা এবং তাদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা।'

কোচবিহাব জেলায় তফানগঞ্জ-১ ব্লকের রসিকবিলের মিনি জু অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। বাম আমলে ২,১০০ হেক্টরেরও বেশি জমি নিয়ে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি তৈরি হয়। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, চিতাবাঘ, চিতল হরিণ, ঘড়িয়াল, ময়ূর রয়েছে। নিরিবিলি ও শান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই মিনি জু-তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বর্ষা

হোক বা শীত অথবা বসন্ত, পাহাড়

সারাবছরই ভ্রমণপ্রেমীদের হাতছানি

দিয়ে ডাকে। সেই অমোঘ টান

উপেক্ষা করা বড্ড মুশকিল। সেজন্য

বছরভর দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং,

কার্সিয়াংয়ে পর্যটকের আনাগোনা

লেগেই থাকে। তবে দিন বদলেছে,

বদলাচ্ছে ভ্রমণের সংজ্ঞা। অনেকেই

এখন বেড়াতে এসে চান কিছু

রোমাঞ্চকর মুহুর্তের সাক্ষী থাকতে।

যে কারণে পাহাড়ে সূচনা হয়েছে

অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের। আপাতত

রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং চালু থাকলেও

আগামীতে দার্জিলিং, কালিম্পং,

কার্সিয়াংয়ে হট এয়ার বেলুন রাইডের

পারে। ইতিমধ্যে এর সফল ট্রায়াল

সহ দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন

পর্যটনস্তলে হট এয়ার বেলুনের

বন্দোবস্ত রয়েছে। এবার ডেলো ও

দুধিয়াতেও এই রাইডের আনন্দ নিতে

পারবেন পর্যটকরা। নতুন প্রজন্মের

ছেলেমেয়েদের অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি

হয়েছে।

জয়পুর,

JCI

কার্সিয়াংয়ে এই রাইড চালু হয়ে যেতে আশা।

লোনাভালা.

গ্ৰীকৈ টোৱাকে 🗥



উপভোগ করতে জেলা তো বটেই আশপাশের জেলা এমনকি রাজ্য থেকেও পর্যটকরা আসেন। শীতের মরশুমে নানা পরিযায়ী পাখির দল রসিকবিলের ঝিলে অতিথি হয়ে

পর্যটক টানতে/১

পরিযায়ী পাখিদের জন্য সেখানে তৈরি করা হবে অ্যাভিয়ারি বা আবাসস্থল। এছাড়াও সেখানে ময়ুরের থাকার জন্য নতুন করে খাঁচা তৈরি করা হবে। সেখানে এখন ছয়টি ময়ুর রয়েছে। বর্তমানে যে খাঁচায় ময়ুরগুলি রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির লেজার ক্যাট রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে দপ্তর। ছোট, বড় মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের লেজার ক্যাট সেখানে রাখা হবে।

বর্তমানে সেখানে চারটি অজগর রয়েছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী,

পুজোর আগেই

পাহাড়ে বেলুন রাইড

দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং-এ

হট এয়ার বেলুন রাইড চালুর

কালিম্পং ও কার্সিয়াংয়ে ট্রায়াল

এসপি শর্মা জনসংযোগ

আধিকারিক, জিটিএ

আগ্রহ দেখে জিটিএ'র তরফে উদ্যোগ

নেওয়া হয়েছে। মাসখানেক আগে

মিরিকেও হট এয়ার বেলুন রাইডের

সফল ট্রায়াল হয়েছে।

জিটিএ'র

ভারতীয় পাঁট কপোঁ(রেশন লিমিটেড ভোরত সরকারের একটি উদ্যোগ) আঞ্চলিক কার্যালয়, শিলিগুড়ি, হিলকটি রোড, সঞ্চিতা বস্ত্রালয় বিল্ডিং-এর চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

(টেভারিং প্রকার)

ভারতীয় পাট কপোরেশন লিমিটেড (জেসিআই), ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ যেটি ভারত সরকারের সংযোগকারী সংস্থা। যার দ্বারা ক্রয়কেন্দ্র দপ্তরের (ডিপিসি) যৌথ সম্প্রচারের মাধ্যমে সমস্ত প্রধান পাট উপোদক রাজগুঞ্জীলর মধ্যে সর্বনিম্ন সহায়তাকারী অর্থমূল্য (এমএসপি) ক্রিম্মণীলতার পরিচালনা করা হেছে। এই ক্রিমণীলতার মাধ্যমে, পাট উৎপাদকদের সহায়তার জন্ম প্রতিবৃহত্ত ভারত সরকার কাঁচা পাটের উপর এমএসুসি

জেম্বানাতার মাধ্যমে, নাত ভংশাক্ষতকে বহারতার জন্ম এতিবহুৰ তারত পরকার ফাচা শাতের ভগর অন্তর্যার ঘোষণা করছে। এর ফলস্বরূপ জেলিআই কাণত মানে উন্নত উৎপাদিত এবং পিরিমাণত কি বংগের অগরিসীম কাঁচা পাট সংগ্রহ করতে পারছে। জেপিআই কাঁচা পাট উৎপাদক বিভাগগুলিতে একটি মূল্য স্থিতিলীলতাকারী সংস্থা রূপে পরিবেবা ফাদান করছে এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাবস্থা নিজে এই 'আইছে বফাশনা' দ্বারা জেপিআই-এর সৃষ্টে বিভিন্ন সুংস্থা তালিকাভুক্তিকরণের মাধ্যমে, শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত

ইসলামপুর ডিপিসি-তে ওয়েব্রিজ কার্যক্ষমতার মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করতে পারবে। ইচ্ছুক সংস্থাগুলি যারা এই কপোরেশনের সঙ্গে ব্যবসা করতে সন্মত তারা যথাবিহিত ইওআই-এ তাদের সম্পূর্ণ বিবরণের দ্বারা

আবেদন করতে পারবেন, আবেদনপত্রটি www.jutecorp.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

cbc 41122/12/0051/2425

টেন্ডার জমা দেওয়ার সেষ তারিখ:–২২.০৪.২০২৫–এ ১৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। আবেদনপত্রগুলি খোলার তারিখ ২২.০৪.২০২৫–এ ১৫.৩০ ঘটিকায়।

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জিটিএ'র সফল হয়েছে। রাইড চালু হলে

থাকলে পুজোর আগেই কালিম্পং ও এখানে আসবেন বলে আমাদের

তরফে। সূত্রের খবর, সব ঠিক অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী বহু পর্যটক

অজগরের খাঁচার জায়গায় প্যাঙ্গোলিন রাখার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর অজগরগুলি রাখার জন্য আলাদা করে কনস্ট্রিক্টর হাউস তৈরি হবে। সেখানে আরও দেশি এবং বিদেশি প্রজাতির পাইথন আনার পরিকল্পনাও রয়েছে দপ্তরের। বর্তমানে যে জায়গায় পাখির খাঁচাগুলি রয়েছে, সেগুলির রূপান্তর করে এই খাঁচা তৈরি করা হবে।

সেলফি জোন থেকে ঘডিয়ালের খাঁচার দিকে যাওয়ার পথে ব্রিজটি নীচু হওয়ার কারণে বর্ষাকালে জল ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এতে পর্যটকদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পর্যটনকেন্দ্রের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে সেখানে ছোট ব্রিজ পরিকল্পনাও নিয়েছে দপ্তর।

দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরের বাসিন্দা তন্ময় দত্ত। তিনি বলেন, 'নতুনভাবে রসিকবিলকে উপভোগ অপেক্ষায় রয়েছি।'

আধিকারিক এসপি শর্মা বলেছেন.

'দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে

হট এয়ার বেলুন রাইড চালুর

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কালিম্পং

ও কার্সিয়াংয়ে ট্রায়াল সফল হয়েছে।

রাইড চালু হলে অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী

বহু পর্যটক এখানে আসবেন বলে

ধরে অনেকটা চাঙ্গা হবে স্থানীয়

অর্থনীতি। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ

দেওয়া হবে স্থানীয় তরুণদের। এতে

অনেকের কর্মসংস্থান হবে। রোহিণী

প্যারাগ্লাইডিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য নীরজ

কুমার বলেছেন, 'অ্যাডভেঞ্চার

রীইডে অনেকের আগ্রহ রয়েছে।

বহু পর্যটক পাহাড়ে এসে সেসব

উপভোগ করেন। নানা ধরনের

রাইড বা স্পোর্টস পাহাড়ে চালু করা

হলে স্থানীয় তরুণদের কর্মসংস্থানের

সুযোগ তৈরি হবে।' পুজোয় যাতে

দেশ ও বিদেশের পর্যটকেরা বেড়াতে

এসে হট এয়ার বেলুন রাইডের আনন্দ

নিতে পারেন সেজন্য পুজোর আগে

তা চালর চেষ্টা চালাচ্ছে জিটিএ। তবে

টিকিটের দাম কত হবে, সে ব্যাপারে

ট্যুরিজমের সঙ্গে যুক্ত অর্ণব

মণ্ডল জিটিএ'র এই উদ্যোগকে

স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য,

'এতে পাহাড়ের পর্যটন আরও

সোনা ও রুপোর দর

স্পোর্টস

৮৭৭৫০

৮৮২০০

৮৩৮৫০

৯৭৮৫০

৯৭৯৫০

এখন কিছু ঠিক হয়নি।

অ্যাড়ভেঞ্চার

বিকশিত হবে।'

পাকা সোনার বাট

পাকা খচরো সোনা

হলমার্ক সোনার গয়না

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

(৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

রুপোর বাট (প্রতি কেজি)

খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)

আড়েজ্ঞার টারিজমের

জিটিএ কর্তারা মনে করছেন,

আমাদের আশা।

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি ও শহর সংলগ্ন একটি কাঠের মিলে একজন দক্ষ মিস্ত্রি ও সহকারী শ্রমিক প্রয়োজন। মিস্ত্রির বেতন: 24000টা., শ্রমিকের বেতন : 18000টা. IM: 8116172489. (C/114781)

আফিডেভিট

আমার কন্যা Niharika Sarkar-এর জন্ম শংসাপত্র নং 4595 আমার নাম এবং কন্যার নাম ভুল থাকায় গত 25-3-25, নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার- অ্যাফিডেভিট বলে আমি Pratima Roy Sarkar এবং Pratima Sarkar, কন্যা Niharika Sarkar এবং Nikita Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সুকান্ত সরণি, গান্ধিনগর, ওয়ার্ড নং 11, কোতোয়ালি, কোচবিহার. (C/114661)

গত 17-03-2025 পাবলিক, সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mazazad Hossain, পিতা - Soleman Ali থেকে Majejad Ali, পিতা - Choleman Miah হলাম। Majejad Ali, পিতা - Choleman Miah & Mazazad Hossain, পিতা - Soleman Ali একই ব্যক্তি। টাপুরহাট, কোচবিহার।

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD Haren Mukherjee Road,

Hakimpara, Siliguri-734001 Notice Inviting Quotation No. 27/DE/SMP of 2024-25 Sealed quotations are invited from

reputed and bonafied agencies for Annual Maintenance Contract (AMC) of the CCTV Cameras installed in the Siliguri Mahakuma Parishad office Start date of submission of bid-26.03.2025. Last date submission of bid-08.4.2025 All other details will be available in SMP Notice Board & in the website, namely-www.smp.org. in for further details

Sd/- DE, SMP

২০২৪-২৫ তারিখঃ ২১-০০-২০২৫। নিয়লিখিত

ডিএসটিই/রন্দিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ্থ্যা "প্রসম্মন্তিরে গ্রাহক পরিবেরায়"

ক্যাশলেস/অনলাইন পেমেন্ট

০৫ ২০২৫/কে/১৩৮৬, তারিখঃ ১৮-০৩ ২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাব্দরকারীর দারা ই-টেভার আহাম করা হচ্চেঃ **টেভার** নং:ঃ ৫ ২০২৫, কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশন (ফেল্ড IV)-এ ক্যাশলেস পেমেন্ট/অনলাইন পমেন্টের সুবিধা সহ স্মার্ট এনার্জি মিটারিংরের ব্যবস্থা। টেন্ডার মৃল্য: ৪,৩৩,০৫,০৭৪ টাকা; ায়নার ধনঃ ৩,৬৬,৬০০ টাকা। **ই-টেভার বন্ধ হরে** ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টার এবং **খূলবে** ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘউায় উপরের ই-টেভারের টেভার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে

সিনি, ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি,/কাটিহার ি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। প্রসামিকেঝাকেফের সেবায়

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, কাজের জন্য প্রোজেই ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রদান

টেভার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/মার্চ/ ০১ তারিখঃ ১৭-০০-২০২৫। নিয়লিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেভারিং পদ্ধতির মাধামে মুক্ত টেভার আহ্বান করা হচ্ছে। টেভার নহ, সিই/কন/বি-এই চ/পিএমএস/২০২৪/১৪/আরটি-১। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কারেন্দ্র নামার ওক্তর পূব সানার রোগবনে নির্মাপ)-এর বাপুরুষটি-হিলি নতুন বিজি রোগওয়ে লাই নের সঙ্গে যুক্ত বাপুরুষটি ও কামারগ্রা সেকশনের নতুন সিঞ্চল ব্রভ গেজ লাইন (কৈর্য্য হু ১৩.৭৮৭ কিমি)-এর সিভিল্ ইঞ্জিনিয়ারিং কাঞ্জ, ইলেকট্রিফিকেশন কাজ ও সিগন্যালিং কাজের জন্য গ্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রদান। আনুমানিক মৃল্যঃ ৩,৬৪,৩৮,৮২৩.৯২ টাকা।ই টেভার বন্ধ হবে ২২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টে্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনপ্রহ করে <u>www.ireps.gov.in</u> দেখুন। চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার ভিএল

কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর খারা ই-টেগুরে ঘাহান করা হয়েছে। ই-টেগুার সংখ্যা, আরএন এসটি-২৬-২০২৪-২৫ । কাজের নামঃ রঞ্জিয়া মগুলের নিউ বন্ধাইগাওঁ য়ার্ডের জল জমা হওয়া ট্যাক খণ্ডে এমএসভিএসির ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার** রাশিঃ ২.১৮.৭৮,৪০৯.৩৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২.৫৯.৪০০/- টাকা। টেগুার বন্ধ হওয়ার তারিশ এবং সময়ঃ ১৬-০৪-২০২৫ তারিগের ३৫,०० घणेश अवर त्यांना यात्वः ३७-०८-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় জেন্ঠ ডিএসটিই/রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেভারের টেভার প্র-পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in গুরোবসাইটে

সিস্টেমের ব্যবস্থা

ইলেকট্রিফিকেশন কাজ ও সিগন্যা

প্রজেষ্ট/মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে "প্ৰসন্ধিত্ত গ্ৰাহকদের সেৰায়"

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

\$8080\$90**\$**\$ মেষ : সন্তানের ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তায় জটিল কাজ সমাধান করতে পারবেন। বৃষ : অল্পেই সম্ভষ্ট থাকুন। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। মিথুন : সংগীত এবং সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক অভিনয়ের শিল্পীরা নতুন সুযোগ : অল্পেই সম্ভুষ্ট থাকুন।ছেলের সঙ্গে নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বিতর্ক।

ফলে আনন্দ পাবেন। দুরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। সিংহ: মামলা মোকদ্দমার ফল সঙ্গীকে সময় দিন। <mark>কন্যা</mark> : ব্যবসার কারণে ঋণ করতে হতে পারে। অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চলুন। **তুলা** : যেচে কাউকে উপকার করতে

পেতে পারে। চাকরিতে পদোন্নতির সামান্য ব্যাপারে তর্কাতর্কি। চোখের খবর। কর্কট: ছেলের পরীক্ষার সমস্যায় ভোগান্তি। **ধনু** : ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। **মকর** : নতুন কোনও আপনার পক্ষে যাবে। প্রেমের কাজে যোগ দিতে হতে পারে। পেটের রোগে ভোগান্তি। কুম্ভ : আপনার সরল স্বভাবের কেউ সুযোগ নিতে পারে। নতুন জমি, বাড়ি কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। মীন যাবেন না। কোনও সৎ মানুষের : বেড়াতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কোনও কাজ

দিনপঞ্জি

স্বাক্ষবিত

(এস কে বর্মন) আঞ্চলিক কার্যাবিক্ষ আই/সি

শিলিগুডি অঞ্চল

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ চৈত্র ১৪৩১, ৫ চৈত্র, ২৬ মার্চ, ২০২৫, ১২ চ'ত, সংবৎ ১২ চৈত্র বদি, ২৫ রমজান। সুঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৪৬। বুধবার, দ্বাদশী রাত্রি ১০।৩৩। ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪৭। সিদ্ধযোগ দিবা ৯।৩৬। কৌলবকরণ দিবা ১১।১০ গতে গরকরণ রাত্রি ১০।৩৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ

অস্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১২।৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ১১। ৪৭ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১০।৩৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে রাত্রি ১০।৩৩ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৮।৪২ গতে ১০।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪২ গতে ৪।১২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৪ ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৫।১ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স

অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১০।৩৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ১১। ৪৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১।১৪ গতে নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নিমাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ নিষেধ, রাত্রি ৬।৫৭ গতে নৈর্ঋতে মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৪০ মধ্যে।

আফিডেভিট

আমি Younush Mohammad পিতা মত Md. Kholilur Rahaman গিরান গছ,গাড়বা-রাজগঞ্জ- জলপাইগুড়ি। নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি-এর Affidavit দ্বারা (New name) Md. Younush নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. AK 589418 Dated 19.03 2025 Younush Mohammad (Old Name) Md. Younush (New Name) একই ব্যক্তি।

আমি Tenzing Chokyi (Old Name) D/O. Late Topla P.S. Bhaktinagar Dist. Jalpaiguri, Salugara, Sevoke Road, Pin-734008 (W.B) নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি কোর্টে দার্জিলিং Dist.-এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা Tenzin Chokyi (New Name) নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট No. 79AB 999279 Dated 25/03/2025 Tenzing Chokyi (Old Name) & Tenzin Chokyi (New Name) একই ব্যক্তি। (C/115695)

(C/115692)

VACANCY

IQRA English School (CBSE) Samsi, Malda, W.B. Requires-Mother Teacher (Pre-Primary), PRT English (Primary). Send C.V or call on 7797537041/ 8101281416. Quit : Graduate with Montessori/D.El.E (M-115321)

ডিস্টিবিউটার FMCG সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন এবং ব্যাক অফিস মহিলা কর্মী ও Tata Ace গাড়ি চালানোর ড্রাইভার প্রয়োজন। শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে। M: 9641075640, 8945874911. (C/115696)

শিলিগুড়ি খামারবাড়িতে ১টি দেশি গোরু দুধ ছ্যাঁকা ও মালির কাজ জানা ১ জন লোক চাই। M: 9002590042. (C/115275)

বিক্ৰয়

শিলিগুড়ি ভক্তিনগর পাইপলাইনের পাশে 1 1/ কাঠা জমির উপর বাড়ি বিক্রয়। M : 7679833688. (C/115691)

সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন উৎসব

সুধী, আপনি জেনে ভীষণ খুশি হবেন, আপনার প্রিয় বিদ্যালয় সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুলটি বর্তমান বৎসরে গৌরবময় উজ্জ্বল ইতিহাস বয়ে নিয়ে পঁচাত্তর বৎসর অতিক্রম করছে। এই ইতিহাসকে সম্মানিত করতে আমরা বর্তমান বছরটিকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল করে রাখতে চাইছি। বর্ষব্যাপী এই অনুষ্ঠানে আপনার সার্বিক পরামর্শ ও অংশগ্রহণে বর্ষটি আরও আনন্দমুখর ও সুন্দর হয়ে উঠুক। প্রয়োজনে যোগাযোগ : 9832487419, 9735026100,9474414784, 9733382795. (C/114415)

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

sভর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নীচে উল্লিখিত সেকশনে অবস্থিত রেলওয়ে লাইন এবং াঙ্গণের সকল ব্যবহারকারীদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ২৫০০০ ভোল্ট, ≀০ হার্জ, এসি ওভারহেড ট্র্যাকশন তারগুলি সেকশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে বা তারপরে বিদাতায়ন করা হবে। সেই তারিখে এবং তারপর থেকে, ওভারহেড ট্রাকশন লাইনটি সর্বদা সক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা হবে এবং কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ওভারহেড লাইনের কাছাকাছি আসতে বা কাজ করতে পারবেন না।

	েখকে		অবাধ		চাজ করার	
সেকশন	চেইনেজ	এলওসি. নং.	চেইনেজ	এলওসি. নং.	তারিখ	
সেকশন ঃ	কিমি ০১/	০১/২২	কিমি ০৫/	08/00	৩০-০৩-২০২৫	
বাধনাহা (ব্যতীত)-	905.50		\$20,50			
ভারতীয়						
কাস্টম ইয়ার্ড-						
ভারত - নেপাল						
সীমান্তের						
কাছে (সহ)						
দেপটি সিইট/সিওএন/আরট/এমএলভি						

ডেপুটে ।সহহ/।সওএন/আরহ/এমএলাও



রাস্তা ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা

এসি ২৫ কেভি ট্র্যাকশনের সূচনা

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সেকশনে : বাথনাহা (ব্যতীত)-ভারতীয় কাস্টম ইয়ার্ড - ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে (সহ) ২৫ কেভি এসি বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন চালু করার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত উচ্চতার লোভ যাতে সক্রিয় ট্র্যাকশন তারের (কন্টাক্টওয়্যার) সংস্পর্শে বা বিপজ্জনক সাহিধ্যে না আসে, তার জন্য রাস্তার স্তর থেকে **সর্বোচ্চ ৪.৭৮ মিটার উচ্চতা** সহ সমস্ত লেভেল ক্রসিংয়ে হাইট গেজ স্থাপন করা হয়েছে, যা লেভেল ক্রসিংগুলিতে রেল স্তর থেকে কমপক্ষে ৫.৫ মিটার উচ্চতায় থাকবে। জনসাধারণকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে যানবাহন লোড করার সময় উপরে উল্লিখিত উচ্চতা মনে রাখতে এবং রাস্তার যানবাহনে বহন করা মালগুলি যেন কোনও অবস্থাতেই হাইট গেজ লঙ্ঘন না করে তা নিশ্চিত করতে।

যাতারক্ত উচ্চতার মাল বহন করার বিপদগুলি নিম্নরূপ

(I) হাইট গেজের বিপদ এবং এর ফলে রাস্তার পাশাপাশি রেললাইনেও বাধা। (II) বহন করা উপকরণ বা সরঞ্জাম বা যানবাহনের জন্য বিপদ।

(III) কন্ডাক্টরের সংস্পর্শে বা বিপজ্জনক সান্নিধ্যের কারণে আগুনের এবং জীবনের

ডেপুটি সিইই/সিওএন/আরই/এমএলজি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিৰ্মাণ সংস্থা



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূনাপদের জনা প্রাথী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র

পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসআপে মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬ এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

ডওরবঙ্গ সংবাদ

লিশের জালে রেজাবুল

পুলিশের জালে এবার ধরা পড়ল মহম্মদ সইদলের ডান হাত তথা কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাঠানোর কারবারে জড়িত সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মহম্মদ রেজাবুল। সোমবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক এলাকা থেকে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে মঙ্গলবার ধৃতকে ১০ দিন নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তবে বিচারক ধৃতের ৮ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।

রেজাবুলকে জেরা করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকরা মনে করছেন, এই তরুণের থেকে অনেক তথ্য মিলতে পারে। সূত্রের খবর, রেজাবুল বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে ভাড়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ করার দায়িত্বে ছিল। সেই সঙ্গে বেশি পরিমাণ টাকা বিদেশে পাঠানোর জন্য বিভিন্ন



মহম্মদ রেজাবুলকে থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার।

ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। সেই

অভিযানে তপনের দাদা অনিল গোপ

এবং পরে সইদুলের ভাইপো মহম্মদ

আনোয়ার গ্রেপ্তার হয়। এখনও

পর্যন্ত এই মামলায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার

করেছে পুলিশ। সইদুলকে জেরা করে

ব্যবসায়িক নথি তৈরি করে, তা ঘোষপুকুর থেকে গ্রেপ্তার করে দিয়ে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলত। সে একবার গোয়ায় গিয়েছিল বলেও সঙ্গে ধরা পড়ে তার এক সহযোগী পুলিশ জানতে পেরেছে। গোয়ায় এই তপন গোপ। গত বছর ২৮ মে পুলিশি জালিয়াতিচক্রের কী যোগ রয়েছে, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। সইদুলের অবর্তমানে গোটা কারবার রেজাবুলই চালাত বলে পুলিশ দাবি

গত ৪ মার্চ মহম্মদ সইদুলকে রেজাবুলের কথা জানতে পারে পুলিশ।

বাড়ি থেকে একাধিক রাবার স্ট্যাম্পও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, সেগুলি দিয়েই রেজাবুল কারেন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনিল[্]ও তপ্তানর থেকে মহম্মদ সইদুলের কাছে অনেক বেশি 'কাজের লোক' ছিল রেজাবল। এই রেজাবুলের ওপরেই অনেক অপারেশনের দায়িত্ব ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

বিভিন্ন পার্সেল প্যাকেট করে, তাতে সিম ভরে বিদেশে পাঠানোর কাজ করত রেজাবুলই। তদন্তে নেমে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, একেবারে শুরু থেকেই সইদুল এবং রেজাবুল একসঙ্গে ছিল। এই রেজাবুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও অনেক তথ্য জানা যাবে বলে মনে করছে পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশ হেপাজত শেষে সইদুল ও তপনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতের বিচারক ধৃতদের ৮ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কমিটি গঠন

বাগডোগরা, ২৫ মার্চ : বাগডোগরার সিটু অফিসে মঙ্গলবার ই-রিকশাচালক বাগডোগরা কমিটি গঠন করা হয়। মোট ১৭ জন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সমন পাঠক, গৌতম ঘোষ প্রমুখ। কমিটি গঠনের পর একটি মিছিল করা হয়।

> वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

কাবাড়ির

গুদামে আগুন

বাগডোগরা, ২৫ মার্চ বাগডোগরার কাছে ভুট্টাবাড়িতে একটি কাবাড়ির গুদামে আগুন লাগে মঙ্গলবার। ঘটনার জেরে গুদামটি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ি থেকে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও ততক্ষণে অনেকটাই ক্ষতি হয়ে যায়। অল্পের জন্য রক্ষা পায় পাশে থাকা আরও একটি কাবাড়ির গুদাম।

ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া গুদামের মালিক প্রকাশ মাহাতো বলেন, 'পাশে গ্রিলের দোকানের পিছনে প্রথম আগুন লাগে। সেখান থেকেই গুদামে ছড়িয়ে পড়ে।' গুদামের কাছেই বায়ুসেনার একটি ইউনিট রয়েছে। বিপদের আঁচ পেয়ে বায়ুসেনার দমকলের একটি গাড়ি এসে আগুন নেভাতে শুরু করে। এরপর মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়ি থেকে দমকলের একটি করে ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ট্র্যাক্টর আটক

খড়িবাড়ি, ২৫ মার্চ : ভারত-নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কির মেচি নদীর অনুমতিপ্রাপ্ত ঘাট থেকে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই মঙ্গলবার ওই এলাকায় অভিযান চালায় খড়িবাড়ি ব্লক ভমি সংস্কার দপ্তর ও পলিশ। অভিযানে ৯টি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করা হয়। খড়িবাড়ি ব্লকের বিএলএলআরও প্রতিমা সুকা জানান, অনুমতি ছাড়া বালি তোলার অভিযোগে ট্র্যাক্টরগুলি আটক ও জরিমানা করা হয়েছে।

সরকারি ক্যালেন্ডারে ভুল তারিখ

১৮-র পর লেখা হয়েছে ২৯

— শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : নতুন ব নতন উদ্যোগে টেবিল বছরে নতুন উদ্যোগে ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে তাতে মিড-ডে মিলে পুষ্টির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিল মহকুমা শাসকের দপ্তর। স্কুল সহ শিক্ষা দপ্তরের সকল বিভাগে সেই ক্যালেন্ডার বিতরণও করা হয়েছিল বেশ উৎসাহের সঙ্গে। প্রথম দুটি মাস সব ঠিক থাকলেও, মস্ত বিড় ভুল ধরা পড়ল মার্চ মাসে এসে। জেলা শাসক, মহকমা শাসক সহ বিভিন্ন সরকারি আর্ধিকারিকদের ছবি সংবলিত সেই ক্যালেন্ডার মার্চ মাসের পাতায় এসে দেখা গেল, ১৮ তারিখের পর ছাপা হয়েছে ২৯। ফের ফিরে যাওয়া হয়েছে ২০ তারিখে। এদিকে, বিষয়টি সামনে আসতেই অনেকেই সরকারি দপ্তরের এমন হাস্যকর ভুল

নিয়ে কটাক্ষ করতে শুরু করেছেন। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে জানতেই উষ্মা প্রকাশ করেন মহকুমা শাসক অবোধ সিংহল। তাঁর কথায়, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সরকারি কাজে এমন ভূল কীভাবে হল? সরকারি কাজে যুক্ত আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন অনেকে।



ভুলে ভরা

 মার্চ মাসের পাতায় উধাও ১৯ তারিখ

■ ১৮-র পর লেখা হয়েছে ২৯ তারিখ

 ২৮-এর পর ফের লেখা ২৯ তারিখ

 সরকারি ক্যালেভারে এমন ভুল নিয়ে হাসির রোল শহরে

■ অনেকেই বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন

কেউ কেউ তো আবার প্রশ্ন তুলছেন, ক্যালেন্ডার ছাপার আগে কেন খসড়াটি ভালো করে খতিয়ে দেখা হল না? মহকুমা শাসকের দপ্তরের মিড- হয়, তাহলে তা দুঃখজনক। এখন তো ডে মিল সৈকশনে তৈরি ক্যালেন্ডারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোগো লাগানো রয়েছে। ক্যালেন্ডারের মধ্যে দিন ধরে ধরে পুষ্টিযুক্ত খাবারের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। কোন দিন কী খাওয়ার মাঝামাঝি সময় ক্যালেন্ডারগুলি রাখতে হবে, তা চার্টের আকারে আলাদা আলাদা করে লেখা হয়েছে।

উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের

সেখানে স্পেশাল ডায়েটের কথাও

ক্যালেন্ডারের মধ্যে ভুল তারিখ এযাবৎকালে চোখে পড়েন। সরকারি ক্যালেন্ডারের মধ্যে যদি এমন ভুল আর ক্যালেভারে তারিখ ঠিক করার পরিস্থিতি নেই। কিন্তু এমন ভুল হলে সরকারি কাজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়।'

জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসের স্কুলগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ শেষ হয়। পাশাপাশি জেলা শিক্ষা দপ্তরের অফিসগুলিতেও ক্যালেন্ডার পৌঁছে দেওয়া হয় সে সময়ই। শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, মাসের পাতায় চোখ বোলাতেই ভূলটি সামনে আসে। এমন ভুল কাম্য নয়।





মঙ্গলবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

আজ শুরু মহাবারুণীমেলা

বাগডোগরা, ২৫ মার্চ : মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা ঘোকলাজোতে গঙ্গাপুজো ও মহাবারুণীমেলা শুরু হবে ২৬ মার্চ থেকে। চলবে ২৯ মার্চ পর্যন্ত। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, দার্জিলিং জেলায় চামটা একমাত্র উত্তরবাহী নদী হওয়ায় ঘোকলাজোতের চামটা নদীর ঘাটে গঙ্গাপজো ও বারুণী স্নানের আয়োজন করা হয়। আশপাশের এলাকা থেকে বহু পুণ্যার্থী এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। পুজোকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভাওয়াইয়া

যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়েছে। মৃত এক

এবং রাজবংশী ভাষায়

ইসলামপর, ২৫ মার্চ ইসলামপুর थोना এলাকার বলঞ্চায় জাতীয় সভুকে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত এক। মঙ্গলবারের ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিবেক সরকারের (১৬)। বাইকের অপর আরোহী গৌরাঙ্গ সরকারকে ইস্লামপুর মহকুমা হাস্পাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুজনেরই বাড়ি ইসলামপুর ব্লকের পশুভিতপোঁতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুন্দরগাঁওয়ে। সম্পর্কে তারা খুড়তুতো ভাই। পুলিশ এবং পরিবার সূত্রে জানা গেল, এদিন ওরা বাইক চালিয়ে শ্রীকৃষ্ণপুরের রাজুভিটায় এসেছিলে। সেখানে তাদের দিদির শ্বশুরবাড়ি।

বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরির পেছনে ধাকা মারে। ঘটনার পর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতের দেহ মর্গে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটকের

পরিচালনায় অসাধারণ এক ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। ছবিটা মূলত এক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ৮

বছরের ছেলেকে নিয়ে। সিনেমায় যার নাম কাঞ্চন। সে মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে চায়। মঙ্গলবার সুকালে এক জোড়া 'কাঞ্চন'কে নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় নিশিগঞ্জ

সিটকিবাড়ি গ্রামে। মা তাঁর দুই খুদে

শিশুকে বকাঝকা করে টিউশনে যেতে বলেছেন। এতেই অভিমানে

দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়া দুই

ভাই বাড়ি ছেড়ে পায়ে হাঁটা দেয়

কোচবিহার শহরের দিকে।

সাইকেল দিতে খরচ আদায়

চোপড়া, ২৫ মার্চ : সবুজ সাথী প্রকল্পে সাইকেল দেওয়ার আগে পড়য়াদের থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল চোপড়া ব্লকের বেশ কয়েকটি স্কুলে। চোপড়া গার্লস টিআইসি নির্মল বিশ্বাস বলেন, হাইস্কলে ইতিমধ্যে ছাত্রীদের কাছে সাইকেলপিছু ২০-২৫ টাকা করে সাইকেল নিয়ে আসে।কোনওভাবে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি কেউ আনতে না পারলে পরবর্তীতে টাকা নেওয়ার পর চিরকুট দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর ওই চিরকুট দেখালে তবেই মিলছে সাইকেল। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

চোপড়া গার্লস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মিলি সান্যাল ছাত্রীদের কাছে টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁর সাফাই. '২০-২৫ টাকা নয়। তালিকাভুক্ত ছাত্রীদের থেকে ১০ টাকা করে চাওয়া হয়েছে। অস্থায়ী কর্মীরা গোডাউন থেকে সাইকেল বের করে দেওয়ার জন্য পারিশ্রমিক বাবদ টাকা চাওয়ায় এই নিয়ম তৈরি করা হয়েছে।' এদিকে স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি লতিকা সিংহ রায়চৌধুরী জানান, সাইকেলের নাম করে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে কিছই

জানানো হয়নি। নিয়ে বিষয়টি এদিকে মহম্মদবক্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার সরকারের বক্তব্য, 'সাইকেল বিলির ক্ষেত্রে কোনওরকম টাকা নেওয়া যায় বেশি কিছু না।'

গাইডলাইন রয়েছে। সেজন্য যখনই সাইকেল বিলির ব্যাপার আসে, পড়য়াদের চোপড়ায় পাঠিয়ে

এদিকে কোটগছ হাইস্কলের 'অধিকাংশ পডয়া চোপডা থেকে সেই সাইকেল স্কুলে এনে বিলি

কোথায় কত?

- 🛮 চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে টাকা নেওয়ার অভিযোগ
- সাইকেল নেওয়ার আগে পড়য়া পিছু ২০-২৫ টাকা নিচ্ছে একটি স্কুল
- 🔳 অন্য স্কুলেও ৪০-৫০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ

করা হয়। এক্ষেত্রে পড়য়াদের কাছে পরিবহণ বাবদ খরচ ৪০-৫০ টাকা চাওয়া হয়। যদিও অনেকেই টাকা না দিয়েই সাইকেল নিয়ে যায়।'

দাসপাডা

অন্যদিকে, হাইস্কুলের টিআইসি জাকির হুসেনের বক্তব্য, 'পড়য়ারা সরাসরি চোপড়ায় গিয়ে নিজেরাই সাইকেল নেয়। অনেকে না গেলে পরে সেটা নিয়ে আসতে হয়। পরিবহণ খরচ পড়য়াদের থেকে নেওয়া হয়। তার



সূচনা করা হচ্ছে সিজিএসটি অ্যাক্টের সেকশন ১২৮এ অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে

সিজিএসটি অ্যাক্টের অধীন সেকশন ১২৮ এ-এর সল্লিবেশনের মাধ্যমে সৃদ অথবা জরিমানা অথবা ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের হিসেবে সেকশন - ৭৩ এর অন্তর্ভুক্ত ডিমান্ড এর সঙ্গে সম্পর্কিত উভয় বিষয়ের জন্য শর্তবিশেষ স্বত্বত্যাগ প্রদান করা হচ্ছে।





করদাতাদের জিএসটি বাস্তবায়নের প্রাথমিক বছরগুলির সময়কালে করপ্রদানে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার মাধ্যমে সিজিএসটি আক্টে সংশোধন করা হচ্ছে যে –

💿 আর্থিক বৎসর ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ এর জন্য সিজিএসটি আক্টের সেকশন ৭৩এর অন্তর্ভুক্ত প্রকাশিত ডিমান্ড নোটিশগুলির উপর সুদের স্বত্বতাগ এবং জরিমানার শর্ত আরোপ করা হচ্ছে।

এইক্ষেত্রে করদাতাগণকে 31.03.2025 পর্যন্ত নোটিশে উল্লেখিত কর চাহিদার সম্পূর্ণ অর্থমূল্য প্রদান করতে হবে।

অনুরূপ ফমটিগুলি ২০২৫ সালের ৩০ শে জুনের মধ্যে অবশ্যই জমা করতে হবে।

সময়রেখাটি ব্যবসার ক্ষেত্রে কার্যকর সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়েছে যেটি পরিকল্পনাটির সঙ্গে অনুবর্তীতা বজায় রাখছে তার সাথে জিএসটি অনুবর্তিতা বিধিসম্মতভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্দীপকের কাজ করছে প্রচুর পরিমাণে সুদ এবং জরিমানা বাদে।

আপনার এই অনুবর্তিতার মাত্রাটি সুগম করে তুলুন সুদ স্বত্বত্যাগ এবং জরিমানা পরিকল্পনার সঙ্গে!

আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনগ্রহ করে. ২০১৭ সালের সিজিএসটি আর্ক্টের সেকশন ১২৮এ, কেন্দ্রীয় কর ০৮.১০.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত নোটিফিকেশন নং ২০/২০২৪ এবং ১৫.১০.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত সার্কুলার নং ২৩৮/৩২/২০২৪ অনুসরণ করুন।



কেন্দ্রীয় অপ্রত্যক্ষ কর এবং নীতিবোর্ড।



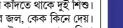


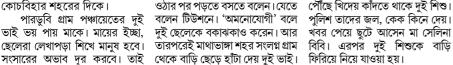












এদিনও তিনি দুই ছেলেকে ঘুম থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দুরে নিশিগঞ্জে পুলিশ তাদের জল, কেক কিনে দেয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মা সেলিনা

দুই সন্তানকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মা। মঙ্গলবার নিশিগঞ্জে।











মাটির রাস্তা, বেহাল নিকাশিব্যবস্থা থেকে জমে থাকা জঞ্জাল সব ইস্যুতে হাতিয়ার অজুহাত। রামগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনগণের স্বার্থে আদৌ কাজ করছেন? খোঁজ নিলেন অরুণ ঝা।



প্রধান : বেশিরভাগ মানুষ

জনতা : বাড়ি বাড়ি পরিষ্ণত

প্রধান : জলপ্রকল্পের কিছ

জনতা : তিস্তা প্রকল্পের

প্রধান : এমন কিছু হয়ে

যাতায়াতে টোটো ব্যবহার করেন।

বাজারের মূল রাস্তা বেশি চওড়া

নয়। সম্প্রসারণ না হওয়া পর্যন্ত

পানীয় জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতির

কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমরা

সরকারি জমিতে নির্মাণ গজিয়ে

উঠছে. দেখেও চোখ বন্ধ কেন

থাকলে, তা অবশ্যই অবৈধ। তবে

একনজরে

রুক: ইসলামপুর

মোট সংসদ : ১৮

জনসংখ্যা: ৩১,৫০০

(২০১১ সালের আদমশুমারি

অনুযায়ী)

আয়তন : ৩৫ বর্গকিলোমিটার

আমার কাছে লিখিত অভিযোগ

আসেনি। অভিযোগ পেলে উপযুক্ত

পরিকল্পনার অভাব কেন?

তালিকাভুক্তরা পাট্টা পাবেন।

জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

রাস্তায় চলতে হয় কেন?

সেতু নিৰ্মাণ হবে কবে?

নিমণি সত্যিই জরুরি।

জনতা : জমির পাট্টা দিতে সুষ্ঠ

প্রধান : তালিকা ওপরমহলে

জনতা : ঝলঝিল, ইলুয়াবাড়ি

প্রধান : ফান্ডের অভাবে পাকা

জনতা : ট্যাংরাবাড়ি আয়রন

প্রধান : বিডিও সহ প্রশাসনের

করা যাচ্ছে না। পথশ্রী প্রকল্পের

ব্রিজের বিপজ্জনক অবস্থা। স্থায়ী

অনেকে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে

দেখে গিয়েছেন। স্থায়ী সেত্র

পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যেদিন

ঘোষণা করে পাট্টা দেবেন, সেদিন

সমস্যা মিটবে না।

নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই।

প্রশাসনের?

জনতা : প্রধান আপনি, অথচ আপনার স্বামী অফিস সামলাচ্ছেন কোন অধিকারে?

প্রধান : দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই অভিযোগ সঠিক নয়।

আমি নিজে সমস্ত কাজ সামলাই। জনতা : রামগঞ্জ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্ত্যকেন্দ্রে ঢোকার রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন?

প্রধান : কাজটি দ্রুত করার

জনতা : রামগঞ্জ বাজার সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবর্জনা সাফাইয়েও তো ব্যর্থ আপনারা। কারণ কী?

প্রধান : স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো সক্রিয়। তবে সমস্যা অস্বীকার করা যাবে না। আগামী ছয় মাসের মধ্যে এলাকা আবর্জনামুক্ত করে ফেলব।

জনতা : মাছ বাজারে নিকাশিনালা না থাকার কারণে মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে। হুঁশ ফিরবে কবে?

প্রধান : এটাও অস্বীকার করছি না। বিশেষ করে রামগঞ্জ বাজার এবং সংলগ্ন এলাকার দশা করুণ। ভৌগোলিক কারণে নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা বড় চ্যালেঞ্জ।

জনতা : ভৌগোলিক কারণ

প্রধান: আউটলেট বের করা এবং ট্যাংরাবাড়িতে আজও মাটির নিয়ে ঝামেলা। কাছাকাছি নদী নেই। তাছাড়া দীর্ঘ রাস্তা খুঁড়তে হবে, সেই

ফান্ড আমাদের কাছে নেই। জনতা : আবাস যোজনা নিয়ে স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠছে

প্রধান : ভিত্তিহীন অভিযোগ।

বিরোধীদের অপপ্রচার।

জনতা : রামগঞ্জ বাজারে টোটোর দাপটে যানজট হচ্ছে। কী পদক্ষেপ করেছেন?

গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ফারাক করা মুশকিল হয়ে যাবে। সেই কারণে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে নতুন পুরসভা গঠন করা হোক, এমনটা চাইছেন অনেকে।

আলাদা পুরসভা দাবি

শালুগাড়া, আশিঘর মোড়, ফুলবাড়ি বাজার কিংবা অম্বিকানগরের মতো এলাকাগুলো ঘুরে দেখলে শহর আর

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু এলাকায় ঘুরলে চোখে পড়বে আবর্জনার স্তপ। নালাগুলো সাফাইয়ের উদ্যোগ নেই। নাগরিক পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সর্বত্র। অথচ দিন-দিন বাড়ছে জনসংখ্যা। পঞ্চায়েতের পরিকাঠামোয় কোনওমতেই এত বড় এলাকায় সুষ্ঠ পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করা হচ্ছে। জনপ্রতিনিধিরাও সেই কথা মানছেন। বিরোধীরা তো বটেই, শাসকদল তৃণমূলও অস্বীকার করছে না। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের অন্দরে একপ্রস্থ

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভার আওতায় আনার ক্ষেত্রে মূলত দুটি সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে। রাজ্য প্রশাসনের কেউ কেউ চাইছেন, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির কিছ অংশ শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে। আর একটা অংশ চাইছেন নতুন পুরসভা গঠন করতে। স্থানীয় প্রশাসনের বেশিরভাগের মত, প্রথম প্রস্তাবটি এলাকার জন্য খুব একটা লাভজনক নয়। কেন? তার সপক্ষে যুক্তিও উঠে আসছে।

ডাবগ্রাম-ফলবাডির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায় প্রথম প্রস্তাব মানতে নারাজ। তাঁর প্রশ্ন. 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির কিছু অংশ শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কেন? বাকি অংশ কী দোষ করেছে?' তিনি মনে করেন,

স্মারকলিপি

নকশালবাড়ি, ২৫ মার্চ

নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের

পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ

করে মঙ্গলবার সরব হল বিজেপি।

এদিন হাসপাতালের বিএমওএইচ

কুন্তল ঘোষকে ঘিরে বিক্ষোভ

দেখান পদ্ম কর্মীরা। পাশাপাশি ১২

দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেয়

দলের নকশালবাড়ি মণ্ডল কমিটি।

হাসপাতালে সিনিয়ার চিকিৎসকদের

ফাঁকিবাজি বন্ধ করতে তাঁদের

উপস্থিতি খতিয়ে দেখার দাবি জানায়

বিজেপি। পাশাপাশি হাসপাতালে

অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা পুনরায় চালু

করা, রাতে অ্যাম্বল্যান্স পরিষেবা চালু

করা, ডিজিটাল এক্স-রে সবসময় চালু

থানায় বেঠক

নিয়ে মঙ্গলবার চোপড়া থানায়

প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চোপড়া

শাখার সভাপতি কৌশিক পাল

ডেকেছিল। পরে সমস্তপক্ষকে নিয়ে

পুলিশ-প্রশাসন

নিয়ে বৈঠক

চোপড়া, ২৫ মার্চ : রামনবনী

রাখার দাবি জানানো হয়।

আয়োজকদের

শান্তি বৈঠক করা হবে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি নিয়ে নানা মত

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির কিছ অংশ শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কেন? বাকি অংশ কী দোষ করেছে?

-শিখা চট্টোপাধ্যায় *বিধায়ক* ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা

শিলিগুড়ি পুরনিগমের সংযোজিত ১৪টি ওয়ার্ড অনেক পিছিয়ে। অথচ এই ওয়ার্ডগুলো আয়তনে বড় জনসংখ্যাও বেশি। আলাদা পুরসভা হওয়াই উচিত।

-দিলীপ সিং সিপিএম নেতা

'এতে শাসকদলের কোনও নেতার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ হতে পারে। জনগণের কোনও লাভ হবে না।'

শিখা নাম না করে শাসকদলকে নিশানা করলেও তৃণমূলের অনেকেই বিধায়কের মতো দ্বিতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ নতুন পুরসভা গঠনের পক্ষেই সওয়াল করেছেন। যুব তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কিশোর মণ্ডল যুক্ত করা হলে সৈই সমস্ত এলাকার মতে. 'দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

নতুন পুরসভা হলে শিক্ষা. স্বাস্থ্য, নিকাশি ব্যবস্থা, আবর্জনা সাফাই সহ নানা কাজের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে। পুরকর থাকবে নাগালের মধ্যে।

–শাহেনশা ফিরদৌস আলম আইনজীবী, ফুলবাড়ির বাসিন্দা

আলাদা পুরসভা হলে দুই-তিন হাজার ভোটার অনুযায়ী কাউন্সিলার নির্বাচনের সুযোগ থাকবে।

-কিশোর মণ্ডল, *তৃণমূল নেতা*

জনবিন্যাস অনুযায়ী কাউন্সিলার সংখ্যা অনেক কম হবে। অন্তত ১২-১৫ হাজার ভোটার অনুযায়ী ভাগ করতে হবে আসন। কিন্তু আলাদা পরসভা হলে দই-তিন হাজার ভোটার অনুযায়ী কাউন্সিলার নির্বাচন হওয়ার সুযোগ থাকবে।'

শাসকদলের মতো সিপিএমও এই প্রস্তাবে সায় দিচ্ছে। সিপিএম নেতা তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের বলেছেন, 'কিছ অংশ পুরনিগমে প্রাক্তন চেয়ারম্যান দিলীপ সিংয়ের

অনেক। পুরনিগমের শিলিগুডি বিধানসভা এলাকার ৩৩টি ওয়ার্ডের তুলনায় সংযোজিত ১৪টি ওয়ার্ড এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অথচ এই ওয়ার্ডগুলো আয়তনে বড়। জনসংখ্যাও বেশি। তাই আলাদা পুরসভা হওয়াই উচিত।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির এলাকার সিংহভাগ অংশকে এখন আর গ্রাম বলা চলে না। ফলে নতুন করে কিছ এলাকা শিলিগুড়ি পুর্নিগমের সঙ্গে সংযোজিত হলে তার অবস্থা একইরকম থাকবে বলে মনে করেন ফুলবাড়ির বাসিন্দা আইনজীবী শাহেনশা ফিরদৌস আলম। তাঁর বক্তব্য, 'শুনেছি ফুলবাড়ি-১ ও ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত দুটিকে পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। ফুলবাড়ি-২ আর ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ কী দোষ করলেন?' তাঁর মতে, 'নতুন পুরসভা হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিকাশি ব্যবস্থা, আবর্জনা সাফাই সহ নানা কাজের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে। পর কর থাকবে নাগালের মধ্যে।

বিধায়ক শিখা আলাদা পুরসভা গড়ার বিষয়টি রাজ্যের পুর ও নগরোল্লয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছে তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। বাকিরাও চাইছেন নতুন পুরসভা গঠন হোক। কিন্তু আদৌ এই দাবি মান্যতা পাবে? ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বাসিন্দারা কি পুর পরিষেবা পাবেন? এই প্রশ্নগুলির জবাব পেতে মুখিয়ে আছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মানুষ।

তরুণীর ঝুলন্ত

দেহ উদ্ধার

তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল

মঙ্গলবার। মৃতার নাম নীহার বেগম

(২১), তিনি মিয়াঁটোলা গ্রামের

মেয়ের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ

তুললেও এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায়

কোনও লিখিত অভিযোগ জমা

পড়েনি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য

ইস্লামপুর মহকুমা হাসপাতালে

পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুর

লেপার্ড আতঙ্ক

ফের চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল

মঙ্গলবার শ্মশানকালী মন্দির সংলগ্ন

এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা দুটি

চিতাবাঘ দেখেছেন বলে দাবি

করেন। এরপর ঘোষপকর রেঞ্জের

বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছান। কিন্তু

তাঁরা চিতাবাঘের দেখা পাননি।

বন দপ্তর জানায়, এলাকায় কর্মীরা

নজর রাখবেন। স্থানীয় বাসিন্দা

কার্তিক রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস জানান,

অনেকেই দটি চিতাবাঘ দেখেছেন।

সে কারণে তাঁরা এখন আতঙ্কিত।

২৫ মার্চ

জ্যোতিনগরে।

করেছে পুলিশ।

ফাঁসিদেওয়ার

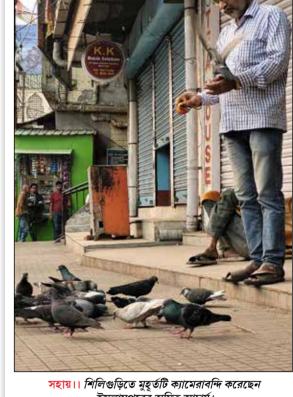
ফাঁসিদেওয়া,

চোপড়া, ২৫ মার্চ : লক্ষ্মীপুর

পঞ্চায়েত এলাকায় এক

ছিলেন। মৃতার বাপের

লোকজন শ্বশুরবাড়িতে



ইসলামপুরের অমিত আচার্য।



8597258697 picforubs@gmail.com

স্ট্রিপ ছিঁড়লেই ট্যাবলেটের গুঁড়ো

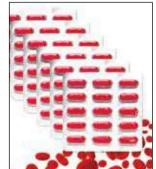
পড়ুয়াদের ওষুধ খাওয়াতে সমস্যা

ছিঁড়লেই বের হচ্ছে ট্যাবলেটের। গুঁড়ো। স্কুলে স্কুলে আয়রন ও ফলিক আসিড ট্যাবলেট নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। ইতিমধ্যেই গুঁড়ো ওষুধের বিষয়টি জেলা চাইল্ড হেলথ অফিসারকে জানানো হয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রর (আরবিএসকে) তরফে জানানো হয়েছে। স্কুল পড়য়ারা যাতে রক্তাল্পতায় না ভোগে সেই জন্য সরকারি উদ্যোগে ওই ট্যাবলেট দেওয়া হয়ে থাকে। তবে এই ট্যাবলেট খাওয়াতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্কুলগুলোতে।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের তরফে বিভিন্ন স্কুলে রক্তাল্পতা পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। কোনও পড়য়ার মধ্যে যদি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম থাকে, তাকে নিকটবর্তী পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। আরবিএসকে-র চিকিৎসক ডাঃ শুভ্রপ্রকাশ দে বলেন, 'স্কুলগুলো থেকে ট্যাবলেট নিয়ে এই সমস্যার ব্যাপারে আমাদের জানিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এর হেলথ অফিসারের কাছে জানানো সমাধানের চেষ্টা করছি।'

স্কুল সত্ৰে জানা জানা গিয়েছে. গুঁড়ো ট্যাবলেটের অনেকগুলো পাতা থাকায় অনেক পড়য়া এই ট্যাবলেট খেতে পারেনি। রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করার জন্য সরকারি তরফে প্রতিটি

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : স্ট্রিপ স্কুলে পড়য়া অনুযায়ী ওই ট্যাবলেট দেওয়া হয়ৈ থাকে। সপ্তাহে একদিন করে ছাত্রছাত্রীদের এই ট্যালবেট খাওয়ানো হয়। প্রথম থেকে অস্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়য়াদের সপ্তাহে একদিন করে মিড-ডে মিল খাওয়ার পর এই



ট্যাবলেট দেওয়া হয়ে থাকে। তবে প্রায় এক মাস ধরে এই ট্যাবলেট নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'স্ট্রিপ ছিড়লেই গুঁড়ো ট্যাবলেট দেখে আমরা আর পড়য়াদের তা খাওয়াইনি। বিষয়টি হয়েছে।' আরেক স্কুলের শিক্ষিকার কথায়, 'ট্যাবলেটের এই সমস্যার জন্য এক মাস ধরে পড়য়াদের আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলৈট খাওয়াতে

পারছি না। এমনকি অনেক স্কুলে এখন ট্যাবলেটের স্টকও নেই।'

রাজস্ব দ্বিগুণ বৃদ্ধিতে আপত্তি

বাগডোগরা, ২৫ মার্চ : এক ধাক্কায় দ্বিগুণ রাজস্ব বাড়ানোয় ক্ষৰ মাটিগাড়া ট্ৰাক ওনাৰ্স অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার সংগঠনটি বৈঠক করে রাজস্ব বাড়ানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার বার্তা দিয়েছে। সংগঠনের কর্মকর্তা সুপ্রিয় দাস বলেন, 'আমরা এদিন বৈঠক করেছি। সবাই এ ব্যাপারে সহমত যে দ্বিগুণ রাজস্ব বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কোনওমতেই মেনে নেওয়া হবে না।'

স্প্রিয় জানান, রাজস্ব দিগুণ বাড়ানোয় সাধারণ মানুষকে বাড়তি টাকা দিয়ে বালি-পাথর কিনতে হবে। তাঁর কথায়, 'লিজ হোল্ডার প্রতিনিধিদের বলেছি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে। ঠিক হয়েছে, বুধবার দুপুরে আলোচনা হবে। তারপরেই সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে তাঁরা আশাবাদী।

১৫০ লিটার চোলাই নম্ভ

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ মার্চ : যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫০ লিটার চোলাই নম্ভ করল পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। মঙ্গলবার জয়ন্তিকা চা বাগানের কেউটা এবং পোস্ট অফিস লাইনে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র, নকশালবাডি আবগারি দপ্তর যৌথভাবে অভিযান চালিয়েছে।

অভিযোগ, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চোলাই তৈরি এবং বিক্রির কারবার চলছিল। এদিন গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। চোলাই ছাড়াও নম্ভ করা হয়েছে তৈরির সামগ্রীও। যদিও, কারবারিদের ধরতে ব্যর্থ পুলিশ। অভিযানের খবর জানতে পেরে গিয়েছিল তারা। আগেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশ জানাল, আগামীদিনেও বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।

যাতায়াত তো নয়, যেন নরকযন্ত্রণা



সাধন মোড় থেকে তারাবাড়ি যাওয়ার বেহাল রাস্তা।

বাগডোগরা, ২৫ মার্চ : যাঁরা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের জন্য এই রাস্তা সারাবছর নরকের সমান। তবে বর্ষাকালে কচিকাঁচাদের জন্য এই রাস্তার জুরি মেলা ভার। এই ধুলোময় রাস্তাই তখন ছোটখাটো ডোবার আকার নেয়। সেখানে দাপাদাপি চলতেই পারে। এমনকি নৌকা চেপে বেরিয়ে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কথা হচ্ছে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধন মোড় থেকে তারাবাড়ি পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা নিয়ে। রাস্তাটি সংস্কারের কোনও বালাই নেই। পথচারীদের ভোগান্তি চরমে। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করেন, এই রাস্তা মেরামত করা হলে তিন মাসও টিকবে না। কেন? তাঁদের মতে, ছোট গাড়ি চলাচলের মতো মেরামত হবে। অথচ বালাসন নদী থেকে বালি-পাথর তুলে দিনরাত এই রাস্তা দিয়ে ওভারলোডেড টাক. ট্যাক্টর, ডাম্পার চলাচল করে। তাহলে কি রাস্তা টিকবে!

যদিও এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি মুহকুমা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক প্রিয়াংকা বিশ্বাস আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'এই রাস্তা মেরামতের প্রস্তাব রয়েছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সডক যোজনার আওতায় ছিল রাস্তাটি। এবারে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট

ডেভেলপমেন্টের আওতায় রাস্তাটি মেরামত করা হবে।' তিনি ভালো মানের রাস্তার কাজ হবে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে কবে, কীভাবে হবে তা স্পষ্টই করেননি।

এদিকে. সাধন মোড থেকে তারাবাড়ির প্রধান রাস্তার উত্তরে সংযোগ করা সমস্ত পথের বেহাল দশা। যেমন শিসাবাড়ি, মাউরিয়াবস্তি, আলসিয়া বাজারের রাস্তা। অন্যদিকে, সাধন মোড়ের ডানদিকের রাস্তার অবস্থাও শোচনীয়। রাস্তার পাশে থাকা দোকান, বাড়িতে প্রতিদিন ধুলো ঢোকে। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুদ্ধ

স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের মধ্যে কৃষ্ণ বর্মন বলছিলেন, 'রাস্তায় জল ছেটালেও লাভ হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। আমরা ধুলোর জেরে থাকতে পারছি না। একইরকম বক্তব্য রাধা সিংহ রায়ের। তাঁর কথা, এই রাস্তায় দীর্ঘদিন ধরে ডাম্পার. ট্যাক্টর চলাচল করে। সেজন্য ভেঙে গিয়েছে। মেরামত করার কোনও উদ্যোগ নেই। তিনি জানালেন, শিবমন্দির থেকে শিসাবাড়িতে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যা হয়। টোটোচালকরা রাস্তা খারাপ বলে এদিকে আসতে চান না। সবমিলিয়ে রাস্তা নিয়ে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন

বধূকে খুনে ১০ বছরের সাজা

কারাদত্ত্বের নির্দেশ দিল আদালত। ১৮ বছর আগের মামলায় এদিন এই সাজা ঘোষণা করেন শিলিগুডি মহকুমা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক মৈনাক দাশগুপ্ত। সোমবারই অভিযুক্ত বিপ্লব

সাহাকে দোষী সাব্যস্ত করে মঙ্গলবার সাজা শুনিয়েছেন বিচারক। এতদিন জামিনে মুক্ত ছিলেন বিপ্লব। ইতিমধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুডির বিশেষ সংশোধনাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। সরকারি আইনজীবী সমীরণ সূত্রধরের বক্তব্য, 'ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধৈ ওঠা সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আজ তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

উল্লেখ্য, ২০০৫ ফালাকাটার যাদবপল্লির বাসিন্দা জমি বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে সাজা ঘোষণা করেছেন।

সবজির বস্তার

আড়ালে মদ

পাচারের চেষ্টা

বাঁধাকপির বস্তার আড়ালে দুটি

গাড়িতে করে পাচার হচ্ছিল লক্ষ

লক্ষ টাকার মদ। তবে আবগারি

দপ্তরের তৎপরতায় সেই চেষ্টা

ভেন্তে যায়। মঙ্গলবার ভোরে

চম্পাসারি এলাকায় গাড়ি দুটি আটক

করে ৭২ কার্টন সিকিমের মদ উদ্ধার

করে আবগারি বিভাগ। এই ঘটনায়

অঙ্কিতকুমার মহারাজ, অনিলকুমার

পাসোয়ান, রামবাবু পাসোয়ান ও

অরবিন্দকুমার সিং নামে চারজনকে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের

কমিশনার (নর্থ) সুজিত দাসের

কথায়, 'সিকিম থেকে বিহারে মদ

পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া

হচ্ছিল। জলপাইগুডি এক্সাইজ

ডিভিশনের ওসি দীপক টিগ্গার কাছে

আগে থেকেই সেই খবর ছিল।

গোপন সূত্রে পাওয়া সেই খবরের

ভিত্তিতে শালুগাড়ার আশপাশের

এলাকায় নজরদারি শুরু করা হয়।

তারপর সন্দেহজনক দুটি গাড়ি

দেখতে পেয়ে তাদের পিছু নেওয়া

হয়। চম্পাসারি এলাকায় গাড়ি

দুটিকে আটকে তল্লাশি চালানো

হয়। সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া

৭২টি কার্টনে মোট ৬৪৮ লিটার

সিকিমের মদ পাওয়া গিয়েছে।

তবে সিকিম থেকে আসার পথে

এই অঞ্চলেও কোথাও কোথাও মদ

পাচার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া

মদের বাজারমূল্য ১৬ লক্ষ ২০

হাজার টাকা।' সাম্প্রতিককালে মদ

পাচারের বিরুদ্ধে হওয়া অভিযানের

মধ্যে এটি বড় সাফল্য বলে দাবি

সুজিতবাবুর। ধৃতদের শিলিগুড়ি

্ আদালতে

হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

আবগারি বিভাগ।

পাঠানো

বেঙ্গল এক্সাইজের স্পেশাল

প্রত্যেকেই বিহারের বাসিন্দা।

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : ফলকপি.

বধুকে খুনে স্বামীকে ১০ বছরের বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই ওই বধুর ওপর অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। পণের দাবিতে শ্বশুরবাডির লোকজন মার্ধর করত বলেও অভিযোগ ওঠে। এমনকি আত্মহত্যা করার জন্য প্ররোচনাও দেওয়া হত। ২০০৭

> মামলার রায় ঘোষণা সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঘরের ভেতর থেকে ওই গৃহবধুর দেহ উদ্ধার করে শিলিগুড়ি থানার

১৮ বছর আগের

পুলিশ। তারপরেই মৃতের ভাই নিত্যগোপাল সাহা শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের সেই অভিযোগের করেন। ভিত্তিতে তদন্তে নেমে তদন্তকারী আধিকারিক চার্জাশট জমা করেন। এক তরুণীর সঙ্গে শিলিগুড়ি তার ভিত্তিতে ২৫ জন সাক্ষীর থানার জ্যোতিনগর কলোনির বক্তব্য শোনার পর বিচারক বাসিন্দা বিপ্লব সাহার বিয়ে হয়। অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে

হিল্লে হল ১১৫টি পরিবারের

অবশেষে পুনর্বাসন চমকডাঙ্গি, লালটংবস্তির

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : তিস্তার করাল গ্রাসে বিপন্ন রাজগঞ্জের চমকডাঙ্গি ও লালটংবস্তির ১১৫টি পরিবারকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাল জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা প্রশাসন। দুই গ্রামের প্রায় ৪০০ জন মানুষকে রাজগঞ্জ ব্লকের সৎপাল আশ্রমের কাছে ফাঁকা জমিতে পুনৰ্বাসন দেওয়া হচ্ছে। আগে ফাঁকা খাসজমিতে বসানো হবে। তারপর জমির পাট্টা দেওয়া হবে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী সদর মহকুমার জমি সংক্রান্ত রিভিউ বৈঠক শেষে এই খবর দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিস্তার গ্রাস থেকে চমকডাঙ্গিকে বাঁচাতে টোপোগ্রাফিক এবং তিস্তার হাইড্রোগ্রাফিক সমীক্ষা করেছে সেচ দপ্তর।

রাজগঞ্জ ব্লকের লালটংবস্তির চমকডাঙ্গিবস্তির অবস্থা বিপজ্জনক। তিস্তা লালটংবস্তিতে যত না নদীভাঙন ও ভূমিক্ষয়ে ক্ষতি করেছে। তার চেয়েও বেশি চমকডাঙ্গি গ্রামের অবস্থা খারাপ। চমকডাঙ্গিতে তিস্তা ক্রমশ আবাদি, বসতি জমি ছাডাও বনভমিও গ্রাস করেছে। বহু জায়গায় বিদ্যুৎ দপ্তরের খুঁটিও উপড়ে ফেলেছে তিস্তা। নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা অস্থায়ীভাবে বাড়িঘর সরিয়ে নিয়েছেন।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা প্রশাসন ও রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, চমকডাঙ্গি ও লালটংবস্তির তিস্তার গ্রাস থেকে ভিটেমাটি বা আবাদি জমি রক্ষা কষ্টকর। তাই সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফে বছর খানেক আগে গ্রামবাসীকে অন্যত্র পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

চমকডাঙ্গি ও লালটংবস্তিতে তিস্তার করাল গ্রাস ও বালিস্তুপ জমা বড় আকার নিতে শুরু করেছিল সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর থেকে। তিস্তা লালটং ও চমকডাঙ্গিতে ঢোকার আগে গতিপথ বদলে ডানদিকে সরে আসাতেই এই বিপত্তির শুরু। প্রশাসন ও সেচ দপ্তর এই দুই গ্রামের বর্তমান অবস্থা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। তাই আসন্ন বর্ষার আগে তৎপরতা শুরু করেছে।



চমকডাঙ্গিতে তিস্তায় ভাঙন। -ফাইল চিত্র

সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কুফেন্দু ভৌমিক বলেন, 'লালটংবস্তিতে তিস্তার বন্যা নিয়ন্ত্রলে ডিপিআর ৩ কোটি টাকায় বানানো হয়েছে। চমকডাঙ্গির ওপর টোপোগ্রাফিক ও হাইড্রোগ্রাফিক সমীক্ষা করা হয়েছে। তারপর বন্যা নিয়ন্ত্রণে ডিপিআর তৈরি করা হবে।'

এদিকে, সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী জানান, আসন্ন বর্ষার আগে চমকডাঙ্গির ৮৫টি ঘর এবং লালটংবস্তির ৩০ ঘরকে সৎপাল আশ্রমের কাছে সরকারি ফাঁকা জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। ঘরবাড়ি স্থানান্তরের পর পাট্টা দেওয়া হবে।

এদিনের বৈঠকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজে জমি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। বৈঠকে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক সহ ময়নাগুড়ি, সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকের বিএলএলআরও উপস্থিত ছিলেন।

পরপর চুরিতে উদ্বেগ

খড়িবাড়ি, ২৫ মার্চ: খড়িবাড়িতে একের পর এক চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। অভিযোগ, সাইকেল কিংবা মোটর সাইকেল রেখে কোথাও গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে উধাও হচ্ছে বাহনটি। বাডিতে তালা মেরে সপরিবারে কোথাও নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছেন না স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ে তিতিবিরক্ত মান্য। ক্ষোভ পুলিশের বিরুদ্ধে।

অধিকারী ডেমরাভিটার বাসিন্দা চন্দন রায় নামে এক তরুণ সোমবার বিকেলে বাড়ির সামনে মোটর সাইকেল রেখে বাড়িতে ঢোকেন। অভিযোগ, কিছক্ষণ পর বেরিয়ে এসে দেখেন সেটা ওই জায়গায় নেই। সেদিন রাতে খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। বলেন, 'এমন ঘটনা ঘটে যাবে, ভাবতে পারিনি।

উপেন্দ্র শা-র মতো আরও বহু এলাকাবাসীর দাবি. 'রাতের কথা তো ছেড়েই দিলাম। দিনেরবেলাতেও চোরের দাপট ক্রমশ বাড়ছে। পুলিশের নজরদারি আরও জোরদার করতে হবে।' এপ্রসঙ্গে খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানালেন, চুরির ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। খুব দ্রুত চোর ধরা সম্ভব হবে। তবে চুরির বিষয়ে সাধারণ মানুষকেও সচেতন থাকতে হবে।

শাড়ি বিলি

ইসলামপুর, ২৫ মার্চ : ইদ উপলক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করল কংগ্রেস। মঙ্গলবার ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেসের তরফে ধানতলায় ৫০ জন মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দেয় হাত শিবির। কর্মসূচিতে ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি হারুন রাশিদ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন কাউকে সভাপতি করতে দ্বিধা পদ্মে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ মার্চ : বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি নিবর্চনে দিলীপ ঘোষের পাল্লা ভারী হচ্ছে। নতুন কাউকে ওই পদে নিয়ে আসার ঝঁকি নিতে চাইছেন না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রভাবশালী অংশ। এব্যাপারে আরএসএস ও সংঘ পরিবারের লাগাতার পরোক্ষ একটি চাপ রয়েছে। বিরোধী দলনেতা হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীকে সরিয়ে তাঁকে রাজ্য সভাপতি করতে চান না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রায় সবাই। বিরোধী দলনেতা হিসাবে প্রায় সফল তাঁর ভূমিকা নজরে রয়েছে তাঁদের।

বর্তমান রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে আবার ওই পদে রাখতে হলে দলের কিছু সাংবিধানিক বাধা রয়েছে। আবার নতুন কাউকে দলের রাজ্য সভাপতি করতে হলে দলে তিনি কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন বা দলের নেতৃস্থানীয়রা তাঁকে কতটা মানিয়ে নেবৈন, এই প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ করে বিধানসভা ভোটের মুখোমুখি হওয়ার আগে শাসকদল তৃণমূলের মোকাবিলায় নতুন কেউ দলকে নেতৃত্ব দিতে কতটা সফল হবেন, সেই ঝুঁকি থেকেই যায়। এই অবস্থায় রাজ্যের পরিস্থিতির ওপর দাঁডিয়ে 'পরীক্ষিত সফল' প্রবীণ দিলীপকে



এসব কথা উঠছে কেন? আগে রাজ্য দলের নেতা (রাজ্য সভাপতি) ঠিক হোক। তারপর এসব প্রসঙ্গ।

দিলীপ ঘোষ

আবার ওই পদে ফিরিয়ে আনা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কেউ কেউ জোর সওয়াল শুরু করেছেন বলে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় পদ্ম শিবিরের খবর।

এক শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতা এদিন টেলিফোনে জানান, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি, দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও ভবিষ্যতের ওপর দাঁড়িয়ে দিলীপের কথা বিশেষভাবে ভাবতে হচ্ছে তাঁদের। প্রবীণ সংগঠক দিলীপের পার্টিতে বাড়ানো দরকার এটা ব্ঝেছেন সকলেই। তবে তাঁর পদ কী হবে সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যে দলের তিন শীর্ষনেতা সুকান্ত, শুভেন্দু ও দিলীপের সাংগঠনিক শক্তির ওপরই

দাঁড়িয়ে রয়েছে বঙ্গ বিজেপি। গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগৈ এই 'ত্রিশক্তি'র মধ্যে কোনও শক্তিকেই ছোট করে দেখা দলের পক্ষে ভালো হবে না। আর 'ত্রিশক্তি'র ঐক্য ছাডা দলের ভালো ফলের আশা করাও উচিত নয়। নতুন কেউ সভাপতি হলে বিধানসভা ভৌটের আগে দলের শক্তিশালী নিবৰ্চন কমিটিও হবে। সেখানে ওই তিন শীর্ষ নেতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কমিটিতে রাখার কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে তাতে শীর্ষ নেতাদের মধ্যে সমঝোতা শেষপর্যন্ত টিকবে কি. এই প্রশ্ন ডঠেছে।



প্রশিক্ষণ নেওয়া সত্ত্বেও চাকরি মেলেনি ২০ হাজার নার্সের। তাই চাকরির দাবিতে মঙ্গলবার রানি রাসমণি আভিনিউয়ে বিক্ষোভ কয়েকশো নার্সের। ছবি : রাজীব মণ্ডল

উদ্যোগী রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি দপ্তর

তালিকায় বিভ্ৰান্তি নিয়ে সর্বদল বৈঠক

তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি দুর করতে রাজ্য স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কমিশন। ২৮ মার্চ কলকাতায় মুখ্য নিবাচনি আধিকারিকের দপ্তরে বিকাল ৩টেয় ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। মুখ্য নিবাচন কমিশনার হিসেবে জ্ঞানেশ কমার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২২ মার্চ কেন্দ্রীয় নিবার্চন কমিশনের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দেশের প্রতিটি রাজ্যে কমিশনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ভোটার তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে ত্রিস্তরীয় বৈঠক করতে হবে। সেই লক্ষ্যে প্রথমে ব্লক ও পরে জেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইআরও এবং ডিইও-রা। সেই সূত্রেই এবার রাজ্য পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্যের মুখ্য

নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর।

ভোটারের অভিযোগ তলে সরব হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি। মার্চের গোড়ায় নৈতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে ভোটার তালিকা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সেই অভিযোগের কয়েকদিনের মধ্যেই ডুপ্লিকেট এপিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ কার্যত মেনে নিয়ে সংশোধনের কথা জানিয়ে দেয় কমিশন। এরপরই ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে সরব হয় বিজেপি। শাসক ও বিরোধী এই চাপানউতোরে রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত। এর সঙ্গে প্রতিদিনই প্রায় নিয়ম করে ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া সংখ্যালঘুদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সরব হয়েছে বিজেপি। সোমবারও ভোটার তালিকা থেকে হিন্দু ভোটারদের নাম কাটার চক্রান্ত চলছে বলে কৃষ্ণনগর-২ ব্লকের বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন

বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ করেছে বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশের যশোরের বাসিন্দার রয়েছে বাগদার ভোটার তালিকায়। বিষয়টি নিয়ে কমিশনের কাছে দরবার করার পাশাপাশি খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও অভিযোগ হুঁশিয়ারি সুকান্ত। এই আবহে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল স্তরে কমিশনের কর্মীরা। কেন্দ্রীয় নিবার্চন কমিশনের নির্দেশ মতো ৩১ মার্চের মধ্যে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত রাজনৈতিক দলগুলির বকেয়া দাবির সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করে তা জানাতে হবে দিল্লিকে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যস্তরে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসে তাদের আস্থা অর্জন করাই

আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় বিরুদ্ধেই জানালেন তাঁর মামা কফচন্দ্ৰ

নামে দেখিয়ে নিজেই দিয়েছিলেন কল্যাণময়। তাছাড়া সমস্ত সংস্থার অ্যাকাউন্ট পার্থর জামাই নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে জানিয়েছেন তাঁর মামা। এদিন আদালতে কল্যাণময়ের অধিকারী। একটি সংস্থার প্রাথমিক মামার দাবি, ভাগ্নে তাঁকে কথায় বলেছিলেন, পার্থর স্ত্রীর

কল্যাণময়কে পার্থই টাকা দেন বলে তিনি জানান। পার্থর আইনজীবীর অভিযোগ, ইডির শিখিয়ে দেওয়া বক্তব্য বলছেন কল্যাণময়ের মামা। কিন্তু সেই অভিযোগ অস্বীকার করে

মমতা ফিরলেই রদবদল

বক্সীকে নিজের সুপারিশ জানালেন অভিযেক

কলকাতা, ২৫ মার্চ : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশে আংশিক মান্যতা দিয়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক পর্যায়ে রদবদল ইচ্ছেই। ঢালাও রদবদলে সায় নেই মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে দলের অন্দরমহলে অস্থিরতা মোটেই চান না তিনি। রদবদল নিয়ে রফাসূত্র চূড়ান্ত করতে আগেই দলে তাঁর চরম আস্থাভাজন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। লন্ডন থেকে

ফিরে সবটা খতিয়ে দেখে আংশিক এই কাজও দ্রুত সেরে ফেলতে জানাচ্ছে, সর্বভারতীয় সাধারণ রদবদলে চূড়ান্ত সিলমোহর দেবেন চান তিনি। নেত্রীর ঘনিষ্ঠ এক দলনেত্রীই। মঙ্গলবার তণ্মল সত্তে খবর, বিধানসভা ভোটের আগে মন্ত্ৰীসভাতেও ছোটখাটো রদবদল করতে সচেষ্ট নেত্রী। এমনিতেই মন্ত্রীসভায় দু-তিনটি দপ্তরে মন্ত্রী বলতে কেউ নেই। পূর্ণ মন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে মন্ত্রীশূন্য দপ্তরকে জুড়ে দিয়ে কাজ চলছে। চাপ কমাতে এবার ওইসব দপ্তরে এককভাবে কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে নেত্রীর। বিধানসভা ভোটের মুখে নতুন মন্ত্রী করা বা মন্ত্রী বদলানো সম্ভব নয়। তাই

প্রবীণ মন্ত্রী মঙ্গলবার জানান। তাঁর ধারণা, বিদেশ থেকে ফিরেই দল ও মন্ত্রীসভায় রদবদল নিয়ে মখ্যমন্ত্রী কিছ সিদ্ধান্ত নেবেন।

[`]প্রবীণ ওই মন্ত্রীব ধাবণা মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গের কোটা বাড়তে পারে। এবারও উত্তরবঙ্গে গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই উত্তরবঙ্গে আরও কাউকে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। সবটাই পরিষ্কার হবে মখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফর থেকে ফেরার পর।

নির্ভরযোগ্য

সঙ্গে নেত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সব্রত বক্সীর কথা হয়েছে। দু'জনেই একান্তে আলোচনায় বসে রফাসূত্র প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

দলের সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে অভিষেকের সুপারিশ কী এবং কেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় দলের সাংগঠনিক রদবদল না করা হলে আগামী বিধানসভার ভোটে দল ভালো ফল করবে না বলেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।

*ভ্*মায়ুনের মুখে দিলীপের প্রশংসা

কলকাতা, ২৫ মার্চ : বিরোধী অধিকারীকে শুভেন্দু 'ষড়যন্ত্রী' আখ্যা আর বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের প্রশংসা। এখানেই শেষ নয়, শুভেন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাঁকে যাত্রাপালার শান্তিগোপালের সঙ্গে তুলনা করা। ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের এইসব মন্তব্যই মঙ্গলবার ছিল রাজ্য রাজনীতির তর্জার বিষয়। এদিন বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু অধিকারীর সম্পর্কে হুমায়ুন বলেন, 'উনি একজন চক্রান্তকারী। একইসঙ্গে সম্প্রতি খড়াপুরে দিলীপ ঘোষের ভূমিকাকে সমর্থন করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন হুমায়ুন। তবে হুমায়ুনের মন্তব্যে তৃণমূলের চক্রান্তই দেখছে বিজেপি।

সম্প্রতি বিরোধী দলনেতার সঙ্গে বিতর্কে পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তাঁকে শোকজ করেছিল। শেষপর্যন্ত কার্যত মুচলেকা দিয়ে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন তিনি। কিন্তু বিতর্কিত মন্তব্য করা ছাড়তে পারছেন না হুমায়ুন। মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, 'উনি বরাবরই চক্রান্তকারী। যে দিলীপ ঘোষ একজন বিধায়ক থেকে এত অল্প সময়ে সাংসদ হলেন, যিনি রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন এরাজ্যে বিজেপি সবচেয়ে বেশি আসন জিতল, তাঁকেই তিনি ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁর নিজের কেন্দ্র থেকে চক্রান্ত করে দাঁডাতেই দিলেন না।'

সম্প্রতি খড়াপুরে তাঁরই দলের মহিলাকর্মীদের উদ্দেশে দিলীপের কু-কথা বলার মধ্যে তেমন ভুল কিছু দেখছেন না হুমায়ুন। কাৰ্যত দিলীপকে সমর্থন করেই হুমায়ুন বলেন, 'এটা তো খুবই স্বাভাবিক। আমাকে উত্ত্যক্ত করলে আমিও এমনটাই করতাম। তবে হুমায়ুনের এই মন্তব্য থেকে এদিন সচেতনভাবেই দূরত্ব বজায় রাখলেন দিলীপ। তিনি বলেন, 'ওঁর



পলিশি ঘেরাটোপে রবীক্রভারতীর অস্তায়ী উপাচার্য। মঙ্গলবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। ছবি : আবির চৌধুরী

৪ শতাংশ ডিএ'র বিজ্ঞপ্তি নবান্নের

এপ্রিল থেকে ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল নবান্ন। বাজেট বক্ততার সময় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সরকারি কর্মীদের আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন। এদিন সেই বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল নবান্ন। এর ফলে রাজ্যের মহার্ঘভাতার পরিমাণ দাঁড়াল ১৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য মহার্ঘভাতা দেয় ৫৩ শতাংশ। ফলে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের বর্তমান ফারাক দাঁডাল ৩৫ শতাংশে। নবাল্লের তরফে জানানো হয়েছে, ভাতা বৃদ্ধির ফলে কয়েক লক্ষ রাজ্য সরকারি

কলকাতা, ২৫ মার্চ : পয়লা হবেন। এদিনই সপ্রিম কোর্টে 'ডিএ মামলা'র শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিনও শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। এপ্রিল মাসে শুনানি হতে

রাজ্য সরকারের ৪ শতাংশ

মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী সংগঠনগুলি। তাকে স্বাগত জানিয়েছে সরকারপন্থী পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী ফেডারেশন। মহার্ঘভাতা বন্ধির আন্দোলনরত যৌথ সংগ্রামী মঞ্চও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সংগঠনের আহায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'কেন্দ্রের সঙ্গে এখনও পার্থক্য প্রচুর। সামান্য এই ভাতা বদ্ধিতে কোনও

এবার তালা উপাচার্যের ঘরে

কলকাতা, ২৫ মার্চ সোমবারের মতো মঙ্গলবারও ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জোড়াসাঁকো ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখান পড়য়ারা। অস্থায়ী উপাচার্যের ঘরের দরজায় তালাও ঝুলিয়ে দেন বিক্ষুদ্ধ পড়য়ারা। সোমবারই বিক্ষোভের জেরে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেননি অস্থায়ী উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। এজন্য হাইকোর্টের দারস্থ হন তিনি।

স্থায়ী উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার নিয়োগের দাবিতে সোমবার থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিক্ষোভের জেরে অস্থায়ী উঁপাচার্য ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য উপাচার্যের ঘরে তালাও লাগিয়ে দেন। এরপর ঘরের বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পড়য়াদের বক্তব্য, এক্তিয়ারের বাহ্নীরে গিয়ে নিজের মতো কাজ করছেন অস্থায়ী উপাচার্য। সকলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। এদিকে, ক্যাম্পাসে ঢুকতে না পেরে কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হন শুভ্রকমল। এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু গিরিশ পার্ক থানার ওসিকে নির্দেশ দেন, উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে হ'বে।এজন্য যাবতীয় পদক্ষেপ করতে হবে। যদিও পড়য়ারা তাঁদের অপসারণের দাবিতে অন্ড।

বান্ধবীকে ধর্ষণ

কলকাতা, ২৫ মার্চ : দিঘায় নিয়ে গিয়ে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বান্ধবীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। অথচ এফআইআর দায়ের হওয়ার দু'মাস পরও তাঁকে খুঁজে পায়নি পুঁলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকরা বিহারের বেগুসরাইয়ে তল্লাশিতে গিয়ে জানতে পেরেছেন, অভিযুক্ত দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। এই মামলায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ পূর্ব মেদিনীপুরের ডেপুটি সুপারের (শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ)

মেধার সন্ধান, মেধার সম্মান

সেরা উত্তরকে উত্তরের সের

উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে সাহিত্যমেধার অন্নেষণ। খুঁজে আনা সাহিত্যের সেইসব অত্যুজ্জ্বল মণিকণা, যাঁদের মধ্যে রয়েছে আগামী দিনে হীরকখণ্ড হয়ে ওঠার দ্যুতি। সেরা সাহিত্যিকদের বিচারে, উত্তরের কৃতীদের সেরার স্বীকৃতি। আত্মার আত্মীয়কে, প্রতিভার কুর্নিশ জানাতে সাহিত্যপ্রেমী হিসাবে আপনাকে স্বাগত।

সেরা গল্পকার

প্রথম হিমাংশু রায় মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার

পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০

দ্বিতীয় শুভঙ্কর দাস (সূভান) শিলিগুডি

পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০

তৃতীয় পিনাকী সেনগুপ্ত

দলসিংপাড়া টি গার্ডেন, আলিপুরদুয়ার পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা প্রাবন্ধিক

প্রথম মৌমিতা আলম মুন্সিপাড়া, জলপাইগুড়ি

পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০

দ্বিতীয় সব্যসাচী ঘোষ মালবাজার, জলপাইগুড়ি

তৃতীয় লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার

পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০

রত্য়া, মালদা পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সেরা কবি

প্রথম অনিন্দ্য সরকার বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর

পুরস্কার মূল্য ₹ ৫০,০০০

দ্বিতীয় সোমা দে দমনপুর, আলিপুরদুয়ার

পুরস্কার মূল্য ₹ ৩০,০০০

তৃতীয় বিটু দাস মালতীপুর, মালদা পুরস্কার মূল্য ₹ ২০,০০০

সন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ २०२8-२৫ মোট পুরস্কারমূল্য ₹৩ লক্ষ

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান ২৮ মার্চ (দুপুর ১টা থেকে), রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষ (দীনবন্ধু মঞ্চ), শিলিগুড়ি

স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সম্মাননা। এই উজ্জ্বল মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের আত্মার আত্মীয়দের প্রাণের আমন্ত্রণ।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৫ সংখ্যা, বুধবার, ১২ চৈত্র ১৪৩১

কাঠগড়ায় অধিকার

চারপতিই যদি অভিযুক্ত হন...। আগে কখনও হয়নি, এমন নয়। আইনে কিছু বিধান আছে বটে। কিন্তু এরকম হলে গোটা বিচার ব্যবস্থাটা সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যায়। আদালতের কাঠগড়ায় দোষীর বিচারের বদলে সমাজের কাঠগড়ায় বিচার ব্যবস্থাকে কাটাছেঁড়া করা চলে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, তামাশা ইত্যাদি চলে আসে। যাতে ব্যবস্থাটা সম্পর্কে জনমানসের আস্থা নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

এতে কোনও সন্দেহ নেই, যেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর এখনও মানুষের বিশ্বাস অটুট, সেগুলির অন্যতম বিচার ব্যবস্থা। রায় পছন্দ না হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করার বিধান এই ব্যবস্থাতে আছে। ব্যবস্থাটা সম্পর্কে পক্ষপাতের অভিযোগ একেবারে কখনও ওঠে না, তা নয়। গত কয়েক বছরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচার নিয়ে ঠারেঠোরে সেরকম অভিযোগে কয়েকবার সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। নিজেদের শাসনকালে বিচারপতি লালা, বাংলা থেকে পালা স্লোগান তুলেছিল বাম দলগুলিও।

তা সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে মানুষের শেষ আশ্রয় এখনও বিচার ব্যবস্থা। কারও সঙ্গে অবিচার, দুর্নীতি-জালিয়াতি, বৈষম্য ইত্যাদি নানা কিছুতে বিচারের আশা থাকে এই ব্যবস্থার ওপর। বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বাসভবনের আউটহাউসে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের পর সেই প্রত্যাশাতে ধাক্কা লাগা অমূলক নয়। প্রশ্ন জাগতে পারে, বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব যাঁদের ঘাড়ে, তাঁদের ভেতরে ঘুণ ধরলে মানুষ কোথায় যাবে, কোথায় ন্যায় প্রার্থনা করবে?

এই প্রশ্নের লেজ ধরেই চলে আসে পরবর্তী প্রসঙ্গ- বিচারপতি বাছাইয়ে, নিয়োগেও কি গোলমাল থেকে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তাহলে তো গোড়ায় গলদ। সেই গলদ শুরুতে নির্মূল না করলে অনৈতিকতার আগাছায় ভরে যেতে পারে বিচার ব্যবস্থাটাই। তা দেশ ও সমাজ, কারও জন্য অভিপ্রেত নয়। তাতে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলতা, নৈরাজ্যের আশক্ষা থেকে যায়। ভারতে বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিতর্ক চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়োগের ভার নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য মরিয়া। সংসদে এজন্য আইন পাশ করানোও হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সেই আইন বাতিল করে দিয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন শাসক শিবিরকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে। যদিও ওই চেষ্টা যে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ভার্মার ঘটনাটি সামনে আসার পর তা বোঝা যাচ্ছে।

সর্বভারতীয় স্তরে এ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। যে আলোচনার প্রধান সূত্রধর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। যিনি আগেও কেন্দ্রের হাতে বিচারপতি নিয়োগের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন বারবার। এবার সেই আইন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিরোধীদের সম্মতি নেওয়ার মরিয়া প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডার পাশাপাশি উপরাষ্ট্রপতি আলোচনা করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ইতিমধ্যে এই চেম্টার দিকে আঙুল তুলেছেন লোকসভায় তাঁর ভাষণে।

বিতর্কটা বিচারপতি নিয়োগের ভার বিচারপতিদের হাতে থাকা নিয়ে। প্রচলিত ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত কলেজিয়াম এই দায়িত্বের অধিকারী। শুধু হাইকোর্ট নয়, সুপ্রিম কোর্টেও বিচারপতি নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি ঠিক করার একমাত্র দায়িত্ব ওই কলেজিয়ামের ঘাড়ে। নিজেদের সম্পর্কে বিচারপতিদেরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই ব্যবস্থাটা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

সেই প্রশ্নের মূল কারণ ছিল, এতে অস্বচ্ছতা, অসংগতি থেকে যেতে পারে। যদিও কলেজিয়াম বাছাই করলেও শেষপর্যন্ত নিয়োগপত্র দেওয়ার অধিকারী কেন্দ্রই। সেই নিয়োগপত্র দিতে দেরি করলে আবার রুষ্ট হয় কলেজিয়াম। কিন্তু কেন্দ্রের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করলে আবার বিচারপতি বাছাইয়ে পক্ষপাত, প্রতিহিংসার প্রতিফলন পড়তে পারে বলে শুধু বিরোধী নয়, আইনজ্ঞ মহলেও আশঙ্কা ছিল। বিচারপতি ভামার ঘটনা বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবার পরিসর তৈরি করে দিল।

অমৃতধারা

তোমরা জান, অন্ধকারের পর আলো আসে। রাত্রির অন্ধকার যতই ভয়াবহ হোক, ভয় করার কোনও কারণ নেই। অনেকক্ষণ একই অবস্থা মানুষের ভালো লাগে না। রোজ রোজ রসগোল্লা কি কারো ভালো লাগে? গতানুগতিকতা রোধ করার জন্যে তাই শুক্রপক্ষের জ্যোৎস্নার পর অমাবস্যার অন্ধকার আসে। উষার মাধুর্যকে অন্ধকার আরও মহিমান্বিত করে। বাধা বিপত্তিতে ঘাবড়াবার কোনও সংগত কারণ নেই। বুঝতে হবে, এর পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে সুন্দর! সবাইকার মূল উৎস যখন প্রমপুরুষ, শেষ পর্যন্ত যখন সকলকে সেখানে যেতেই হবে, তখন জীবের ভয় করার কিছ নেই। মনে রেখো জীবনে Optimism is natural, pessimism is unnatural. মানুষ প্রমপুরুষের সন্তান। সে চেষ্টার দ্বারা তার শক্তিকে বাড়াতে পারে। এর উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

– শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি



আলোচিত

একাত্তরে পাকিস্তানের সহযোগীরা আজকাল গলা ফুলিয়ে কথা বলার চেষ্টায়। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকে ভূলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইতিহাসকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না। আর যারা ১০০ গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পেনে যায়, তারা কী করবে আমরা বুঝি।

· মির্জা ফর্খরুল ইসলাম *(বিএনপির মহাসচিব)*



ভাইরাল

দুই কলেজ ছাত্রীর মারামারি। ক্লাসরুমে বসা এক ছাত্রীর কাছে আসেন অন্যজন। তকাতর্কির মধ্যে সিটে বসা পড়য়া আরেক তরুণীর গালে চড় মারেন। চড খাওয়া পড়য়া পালটা চুলের মুঠি ধরে অন্যকে দুমদাম কিল, ঘুসি মারতে থাকেন। রণক্ষেত্র ক্লাসরুম।



२०२८ রামকৃষ্ণ মঠের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ প্রয়াত হন আজকেব দিনে।



১৮৯৩ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা ধীরেন্দ্রনাথ

মোজা–মাদটা

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে প্রথম বাঙালি মনীষী ভাষা সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। একজন তীক্ষ্ণপী ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি ভাষারহস্যের সত্য সন্ধানে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান।



রবীন্দ্রনাথের অভিধানচর্চায় অনুরাগ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

জীবনের পঞ্চাশ বছরে পৌঁছেও কবি ভোলেননি সতেরো বছর বয়সে বিলেতে তাঁর নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দু'খানি বাংলা অভিধানের কথা। সেইসঙ্গে বাংলা ভাষা পরিচয়ে আগ্রহী সেই ইংরেজ বালিকাটির কথা।

'পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদের বাংলা অক্ষর উচ্চারণে কোনও গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স. দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পর্বে পণ্ডিতমহাশয় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, 'দেখো বাপু, সুশীতল সমীরণ লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তে। লিখে দিও ঠান্ডা হাওয়া।' এছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনও কাজে লাগে না। ঋ ৯ ঙ ঞ-গুলো কেবল সং সাজিয়ে আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কন্ট দেয় দীর্ঘ-হ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনও অনিয়ম নাই, এইরূপ

ইংল্যান্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল. এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাংলা দেশের নানাস্থানে নানা প্রকার উচ্চারণের ভঙ্গী আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির

হরি শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি. হর শব্দে হ সেরূপ উচ্চারণ করি না। দেখা শব্দের এ-কার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর-একরূপ। পবন শব্দের প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-র উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ-এর মতো, কিন্তু বিশ্বাস শব্দে শ্ব-এর উচ্চারণ শ-এর ন্যায়। 'ব্যয়' লিখি কিন্তু পড়ি— ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি—গর্দোব। লিখি 'সহ্য', পড়ি সোজঝো। এমন কত লিখিব..

বাংলাভাষার এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতুহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কিনা! আমার কাছে তখন খান দুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা

রবীন্দ্রনাথের অভিধানচর্চার শুরু এই সময় থেকেই—ইংল্যান্ড। ধন্যবাদ সেই ইংরেজকন্যাটিকে, যার জন্য এই কাজে মন দিতে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়েছিলেন। হতে পারে আমরা এখন ব্যাকরণ অভিধান

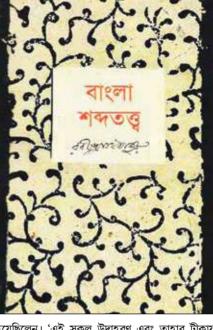
আমাদের জানতে কৌতৃহল হবে না কে সেই তরুণী বঙ্গভাষানুরাগিণী বিদেশিনী বন্ধু যিনি কবির কাছে বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করেছিলেন। কবি এই তরুণীটির পরিচয় 'বালক' পত্রিকায় দেননি, 'শব্দতত্ত্ব' বই হয়ে বেরোল যখন তখনও জানাননি। পাঠকদের শুধু, তাঁর 'একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার' কথাটুকু উল্লেখ করেছিলেন। এই 'বন্ধু' যে একজন ইংরেজ ললনা তা রবীন্দ্রনাথ জানালেন আরও পরে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে 'লোকেন পালিত' অধ্যায়ে।

'আমাদের (লোকেন-রবি) অন্যান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্ত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে, পদে পদে নিয়ম লংঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানানরীতির অসংযম নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না, তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইউনিভার্সিটির কলেজের লাইরেরিতে বসিয়া এই কাজ করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে সাহায্য করিত তাহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইত।

ডাক্তার স্কটের তিন কন্যার মধ্যে ছোট দুজনই ভারতবর্ষীয় এই তরুণ অতিথির প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। এই দুয়েরই একজন বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করে কবির কাছে সেই বিদেশি ভাষা শিখতে যথেষ্ট মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রীকে ভাষা শিক্ষাদানে কবি যে কিছুমাত্র ফাঁকি দেননি তা তাঁর সেই সময়কার পরিশ্রমসাধ্য হোমওয়ার্ক থেকেই সুস্পষ্ট ঠাহর হয়। বিলেতে যদি রবীন্দ্রনাথ আর কিছুদিন থাকতেন তো লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরি কক্ষে বসে ওই তরুণ বয়সেই তিনি একখানা বড়সড়ো বাংলা উচ্চারণকোষ প্রস্তুত করে ফেলতে পারতেন। তাহলে বাংলা অভিধান সংকলনের ইতিহাসেও তাঁর নামটি চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকত।

পরবর্তীকালে এক আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন, 'আমি বিলেতে প্রথমে যে ডাক্তার পরিবারে অতিথি হয়ে ছিলাম, তাঁর দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালোবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই—কিন্তু তখন যদি ছাই সেকথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত।

যাইহোক, পিতার নির্দেশে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে পাঠ অসম্পূর্ণ রেখেই রবীন্দ্রনাথকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। অসমাপ্ত থেকে যায় তাঁর বাংলা উচ্চারণ সংক্রান্ত অনুসন্ধানী গবেষণাও। অজস্র উদাহরণ সংগ্রহ করে খাতার পাতা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বাংলা নিয়ে গুরুগম্ভীর ভাবনাচিন্তা করছি, কিন্তু তা বলে কি উচ্চারণের অনিয়মের মধ্যে নিয়ম আবিষ্কারে ব্রতী



হয়েছিলেন। 'এই সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল।'

কিন্তু কাজ শেষ করার অবসর না পেয়েই ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আসতে হল। সঙ্গে নিয়ে এলেন 'ভগ্নহৃদয়' পাণ্ডুলিপি।

বিলেতে যে কাজ অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে হয়েছিল, দেশে ফিরে সেই কাজে ক্রমে ক্রমে আবার হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বালক'-এ যার সূচনা, বার্ধক্যেও তা থেকে তিনি সরে আসেননি।

বাংলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথকে স্নীতিকমার 'একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ' বলে উল্লেখ করে গিয়েছেন। এবং শব্দতত্ত্বচর্চায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার অসামান্যতা সুনীতিকমার তাঁর ওডিবিএল গ্রন্থের ভূমিকায় পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন।

'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে প্রথম বাঙালি মনীষী ভাষা সমস্যার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ। ভাষাতত্ত্বের অনুরাগীদের কাছে শ্লাঘার বিষয় এই যে, ইনি একদিকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও দ্রষ্টা। অন্যদিকে. একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিক, যিনি ভাষারহস্যের সত্য সন্ধানে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদগণের বিচারপদ্ধতি ও আবিষ্কারসমূহের গুণগ্রাহী। বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলা বিশেষ্য পদ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথের গবেষণা কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে বাহির হয়।'

সুনীতিবাবুর এই বই প্রস্তুত করতে সময় লেগেছিল মূলে কিন্তু বসে আছেন সেই ইংরেজকন্যা।

বারো বছর। অর্থাৎ ১৯১৪ সাল নাগাদ কাজ শুরু করেন এরই পাঁচ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বই প্রকাশিত হয়েছে, যার রচনাগুলি তার পূর্বেই 'বালক' 'সাধনা' 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। শুধু সুনীতিবাবুই নন, রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাদি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন তিন বাংলা অভিধান প্রস্তুতকারক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু। বাংলা অভিধান শাখাটি আজ যে সমৃদ্ধ স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে প্রচ্ছন্নভাবে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

কেবল শব্দাবলির সংকলন ও তার অর্থনিরূপণ অভিধানকতার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। সুতরাং বাংলা ব্যাকরণে অপণ্ডিত কোনও ব্যক্তির পক্ষে বাংলা অভিধান প্রস্তুত করা অসম্ভব। ১৮৮৫ সালেই বাঙালি বিদ্বৎসমাজকে সতর্ক ও সচেতন করে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, 'প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়। বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেস্টা করা উচিত। আর এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ হিসাবে যে শ্রম স্বীকার করেছেন তার কোনও তুলনা হয় না। কোনও একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য 'দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ সাহেবের হিন্দি ব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ' তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে লেখা প্রবন্ধটির নাম 'বাংলা বহুবচন'।

সংস্কৃত ব্যাকরণবিধির শাসন থেকে বাংলা ব্যাকরণকৈ রবীন্দ্রনাথ মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সন্ধানে কবির তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুধু বাংলা বহুবচন নয়, সম্বন্ধ পদ, উপসর্গ, শব্দদৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, কৃৎ এবং তদ্ধিত ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর অনুসন্ধানী গবেষণা ও তার তাৎপর্যপর্ণ আলোচনা এই বিষয়ে আমাদের চিন্তার সরণিতে মৌলিক আলোকসম্পাত করেছে।

প্রতিশব্দ নির্মাণ ও সংকলনের কাজটিও রবীন্দ্রনাথের আরেক মস্ত আভিধানিক কীর্তি। ইদানীং সব বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দাবলি সংযোজিত হতে দেখি। ইংরেজি শব্দের বঙ্গানবাদের এই কাজে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাই ছিল সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তিনি ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার বাইরেও সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যজুড়ে বহু সংখ্যক ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহাত হয়েছে। এইসব প্রতিশব্দের অনেকগুলিই কবির निरक्षत मृष्टि। वानान निरय़ त्रवीसनाथ मीर्घकान निरक ভেবেছেন, অন্যকেও ভাবিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রিকায় কবি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ করেছেন।

সে যাইহোক, কবির বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক প্রীতির

চৈত্ৰ সেল যেন আবেগের নাম

'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'- কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় এই [^]কথাগুলো বলেছিলেন বসন্তকে নিয়ে। সত্যিই বসন্ত শুধু প্রকৃতির শেষ ঋতু নয়, এই বসন্তেই একদিকে দোল উৎসব, অন্যদিকে চৈত্র সংক্রান্তি যেন এক অন্য মাত্রা বহন করে।

চৈত্র মাস এলেই দোকানে দোকানে শুরু হয় চৈত্র সেলের হিড়িক। কোনও দোকানে শতকরা পনেরো বা কোনও দোকানে দশ শতাংশ ছাড দেয়। ফলে দোকানে সেল কথাটি বড় বেশি মনে পড়ে। দোকানে শুরু হয় সেলের জিনিস সময় যতই বদলাক, শপিং মল ও কেনার ভিড়। কত মানুষের কয়েক মাসের রুটিরুজির সংস্থান হয়ে যায় এই চৈত্র সেলের বাজারে। চৈত্র সেলের দিনগুলোতে দোকানে কিনতে। বেচাকেনাতে যেন জনজোয়ার দেখা যায়। চৈত্র মাস এলেই চৈত্র পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।



অনলাইন শপিংয়ের ভিডে আজও অনেক মানুষকে দেখা যায় রাস্তার পাশে চৈত্র সেল থেকে জিনিস

শংকর সাহা

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জ্বী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সর্রণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপ্রদয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন: ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-

৭৩২১০১, ফোন: ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন: ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti

Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabvasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail. com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

সাহিত্যচর্চায় অশনিসংকেত

অতি সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেলু শিবমন্দিরের অতি পরিচিত স্টল থেকে ম্যাগাজিন (পত্রিকা) বিক্রয়। সাহিত্য পত্রিকার প্রতি আগ্রহ ও পাঠকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমছিল। পত্রিকা ব্যবসা কোনওমতেই লাভজনক ছিল না। সুতরাং ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে পত্রিকা বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

অথচ শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে আঠারোখাই অঞ্চলের আনুমানিক জনসংখ্যা ৫০ হাজারেরও বেশি।উত্তরবঙ্গৈর প্রাচীনতম, সর্ববৃহৎও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উত্তরবঙ্গ ্ বিশ্ববিদ্যালয<u>়</u> এখানেই অবস্থিত। অনতিদুরে রয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। রয়েছে একটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। একটি আঞ্চলিক ভাষা আকাদেমিও স্থাপিত হয়েছে। রয়েছে দুটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার যা দীর্ঘদিন বন্ধ। অতএব বহুসংখ্যক শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যানুরাগীদের বাসস্থান শিবমন্দির। সঙ্গে অগণিত সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে নিয়মিত বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। অনুতাপের বিষয়, বিদ্যাচচরি এই গৌরবময় কেন্দ্রে এখন অগ্রিম অর্ডার ব্যতীত 'দেশ' পত্রিকা পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেধন নীলমণির



কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। অত্যন্ত দুঃখজনক বিস্ময়কর হতে পারে না। পরিসংখ্যান সন্দেহ নেই।

বলা হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি জাতির মেরুদণ্ড। আশ্চর্যজনকভাবে সাহিত্য পত্রিকার পাঠক কমে যাওয়া একটি বিতর্কিত প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়-সাহিত্যর গুণগত মানের অবনতি নাকি শিক্ষক ও বিদ্যানুরাগীদের সাহিত্যচর্চার প্রতি উদাসীনতা ও অনীহা- কোনটি? উত্তর খোঁজার দায়িত্ব মতো মাত্র দুজন নিয়মিত এটি কেনেন এবং শিক্ষক সহ সকল শিক্ষিত দায়িত্বশীল মানুষের। শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

আরও একটি 'দেশ' রাখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহেলিত সাহিত্য কোনও সুস্থ সমাজের মানদণ্ড

অত্যন্ত গৌরবের ও আনন্দের বিষয়, সাহিত্যের এমন সংকটকালে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে সাহিত্য মেধার অন্বেষণে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। নিশীথের অন্ধকার সরিয়ে সাহিত্য আবার স্বমহিমায় আবির্ভূত হবে এই আশা রাখি।

স্মরজিৎ ঘোষ

হিন্দু হস্টেল : সম্প্রীতির আলোকবর্তিকা

হিন্দু হস্টেল শুধু একটি আবাসন নয়, এটি একটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, যেখানে সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আদর্শ যুগ যুগ ধরে লালিত হয়ে আসছে। এখানে ধর্ম কখনও বিভেদের কারণ হয়নি, বরং ভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে গড়ে তুলেছে এক অনন্য বন্ধন।

হিন্দু হস্টেলের এই মেলবন্ধন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে উৎসবের সময়। যেমন সরস্বতীপুজোর সময় রাজিবুল, সহিদুল, সুফি, ইলিয়াসরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিমা আনা থেকে শুরু করে প্যান্ডেল সাজানো, প্রসাদ বিতরণ এবং আরতিতে অংশগ্রহণ পর্যন্ত সবকিছুই করে। একইভাবে ইফতারের সময় অভিজিৎ, সুমন, চয়ন, রাহুলরা সমান উৎসাহে পদরি পেছনে কাজ করে, ইফতার সামগ্রী প্রস্তুত করে এবং সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে ইফতার করে। এরই নিদর্শন হিসেবে



১৯ মার্চ ইফতারের আয়োজন করা হয়েছিল হিন্দু হস্টেলে। এখানে ধর্মীয় উৎসব শুধু একটি

নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়- এটি সবার, যারা একসঙ্গে বাস করে, একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে হাসে এবং একসঙ্গে পথ চলা শিখেছে।

কেউ কেউ ধর্মকে ব্যবহার করে বিভেদের দেওয়াল তুলতে চায়, সমাজে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়াতে চাঁয়। কিন্তু হিন্দু হস্টেল তাদের সেই সুযোগ কখনোই দেয়নি, আর ভবিষ্যতেও দেবে না। কারণ এখানে সম্প্রীতি শুধুমাত্র একটি আদর্শ নয়, এটি বাস্তব জীবনের প্রতিচিত্র।

হিন্দু হস্টেল শুধুই একটি আবাসন নয়, এটি এক ঐতিহ্য, যেখানে ধর্ম নয়, মানুষের বন্ধনই প্রধান। এটি একতার প্রতীক, সহাবস্থানের নিদর্শন, আর সৌহার্দ্যের এক উজ্জুল দৃষ্টান্ত, যা ভবিষ্যতেও একইভাবে আলো ছডিয়ে যাবে।

মহঃ আহাসান হাবিব নজরপুর, চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর।



পাশাপাশি : ২। ধোঁকাবাজি, ধোঁকাবাজির সমার্থক ৫। যা গতিশীল, ৬। বাহিরসমুদ্র ৮। তিন ফোঁটাযুক্ত তাস ৯। তান্ত্রিক, মারণমন্ত্রবিশেষ, শর, তির ১১। কচি ডালিম, ডালিমের কুঁড়ি ১৩। শিশু, ছানা, বাচ্চা ১৪। ঝকমকে অবস্থা, দীপ্তি।

উপর-নীচ : ১। বিষধর সাপ, শঙ্খচুড় ২। তীর্থস্থান, গৃহ, আধার ৩। মন ভোলানো সৌন্দর্য, সংগীতের রাগিণীবিশেষ ৪। নির্লজ্জ ৬। জল, হাতি বাঁধবার দড়ি কিংবা জায়গা ৭। চারটি দিকের অন্যতম ৮। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ ৯।বালুকার-এর ভিন্নরূপ ১০।সবুজ রঙের মণি ১১।আদিপুরুষ ১২। পুরাণ-পাঠক, বক্তাও ১৩। ক্ষত্রিয় বংশবিশেষ।

সমাধান ■ ৪০৯৭

পাশাপাশি : ১। হাতটান ৩। রবাব ৫। পালটাপালটি ৬।বাইতি ৭।দান্তিক ৯। সংবৎসর ১২।ঘণ্টিকা ১৩।নিপাতন। উপর-নীচ: ১। হাবাগোবা ২। নওল ৩। রণপা ৪। বধৃটি ৫। পাতি ৭। দার ৮। কবিগান ৯। সংঘ ১০। বর্তিকা ১১।সজনি।

বিন্দুবিসর্গ





রাষ্ট্রসংঘে ফের পাকিস্তানকে কড়া বার্তা

नशामिल्ला, २० भार्छ : ताङ्घ्रभः एघत পরিষদের বৈঠকে আবারও কাশ্মীর ইস্যু তুলেছিল পাকিস্তান। এর জবাবে ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তানকে অবশ্যই তার দখল

করা অংশ ছেড়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি পার্বতনেনি হরিশ বলেন, পাকিস্তানের এই বারবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ তোলার কোনও ভিত্তি নেই এর মাধ্যমে তাদের অবৈধ দাবি বা সীমান্ত পার থেকে চালানো সন্ত্রাসবাদের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতেরই ছিল, আছে এবং থাকবে। পাকিস্তান যে অবৈধভাবে কাশ্মীরের একটি অংশ দখল করে রেখেছে, তা ছেড়ে দিতে হবে। তারা যেন রাষ্ট্রসংঘের এই মঞ্চকে নিজেদের সংকীর্ণ ও বিভেদমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে।'

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের বিশেষ সহকারী সৈয়দ তারিক ফাতেমি রাষ্ট্রসংঘের আলোচনায় কাশ্মীর ইস্যু তোলেন।

ভারত-চিনের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা কানাডার

অটোয়া ও নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : কানাডার আসন্ন সাধারণ নিবাচিনে ভারত এবং চিন নাক গলাতে পারে বলে সোমবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা সিএসআইএস। ২৮ এপ্রিল কানাডায় সাধারণ নির্বাচন। তা নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠকে সিএসআইএসের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ অপারেশন ভ্যানেসা লয়েড জানান, কিছু শক্রমনোভাবাপন্ন স্টেট অ্যাক্টর নিবার্চনি প্রক্রিয়ার ঘোলা জলে মাছ ধরতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করছে। তাঁর সাফ কথা, নিজেদের ভূরাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বাঁড়ানোর জন্য কানাডার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার মতো ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্য দুটোই রয়েছে ভারত সরকারের। অপরদিকে নির্বাচনের সময় কানাডার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাক গলানোর জন্য চিন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন লয়েড। ভারত অবশ্য কানাডার আশঙ্কা পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের দাবির কোনও ভিত্তি নেই। কানাডা বরং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো থেকে বিরত থাকুক।

টেক্সাসে মৃত অক্ষের তরুণ

ওয়াশিংটন, ২৫ মার্চ : টানা একটা দিন নিখোঁজ থাকার পর কোল্লি অভিযেকের দেহ মিলল টেক্সাসে। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলার বাসিন্দা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী। রবিবার তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের সন্দেহ, অভিষেক আত্মহত্যা করেছেন। অভিষেককে শনিবার প্রিন্সটনে শেষ দেখা গিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযেক বিবাহিত। গত ছ'মাস তার চাকরি নেই। তাঁর ভাই অরবিন্দ জানিয়েছেন, দাদা আর্থিক কস্টে ছিলেন। তাঁর দেহ ভারতে নিয়ে এসে শেষকৃত্যের জন্য তহবিল গড়তে লেগে পড়েছেন ভাই অরবিন্দ। ১৮ হাজার মার্কিন ডলার উঠেছে। আমেরিকার তেলুগু সম্প্রদায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।



তৃণমূলের সুরে সুর কংগ্রেস, ডিএমকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে মঙ্গলবার লোকসভায় সুর চড়াল তৃণমূল। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে তামিলনাডু ও কেরলের সঙ্গে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মোদি সরকারকে নিশানা করল ডিএমকে এবং কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জবাবের প্রতিবাদে লোকসভার ওয়েলে নেমে বিরোধী সাংসদরাও বিক্ষোভ দেখিয়ে ওয়াকআউটও করেন। তার জেরে মুলতুবিও হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন। শুধু লোকসভার অন্দরেই নয়, সংসদের বাইরেও একসুরে কেন্দ্রবিরোধী স্লোগান দিয়েছে ইন্ডিয়া জোটের তিন প্রধান শরিক। ফলে যে বিরোধী ঐক্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বারবার প্রশ্ন উঠছিল, মনরেগায় বঞ্চনার প্রতিবাদে সেই ঐক্য ফের চলে আসে সামনের সারিতে। বিরোধীদের অভিযোগ, কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে মনরেগার অর্থ থেকে বঞ্চিত করছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল সহ একাধিক রাজ্যের প্রাপ্য টাকা

আটকে রাখা হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার মনরেগা খাতে রাজ্যভিত্তিক বকেয়ার তালিকা এবং গত তিন বছরে কোন রাজ্যকে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান জানতে চান। জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গ



এড়িয়ে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। এই মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল। তারা অভিযোগ তোলে, কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলা সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ৫.৩৭ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির মধ্যে ২.৩৯ কোটি টাকার হদিস মিলেছে। বাপি হালদার বলেন, 'যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। কিন্তু শ্রমিকদের প্রাপ্য মজরি কেন আটকে রাখা হবে?'

কেরলের কংগ্রেস সাংসদ আদর প্রকাশ বলেন, 'কেরলের মনরেগা শ্রমিকরা গত তিন মাস ধরে টাকা পাচ্ছেন না। মনরেগায় কেরলের ৮১১ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।'

ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি তামিলনাড়ুর মনরেগা বঞ্চনায় সরব হন। তিনি জানান, গত পাঁচ মাস ধরে তামিলনাডুর ৪০৩৪ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দাবি করেন, তামিলনাড় থেকে পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যকে বঞ্চিত হচ্ছে না। শর্ত পূরণ করলেই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। পরে মকরদারের বাইরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে থার্ডক্লাস লোক বলে নিশানা করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন 'তামিলনাডু বা পশ্চিমবঙ্গ যেখানেই বিজেপি বিরোধী সরকার রয়েছে সেখানে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে।



অন্য গাজা...ইজরায়েলি হামলায় গাজায় মতের সংখ্যা লাফিয়ে বাডছে। এদিকে. সেখানকার পোলিও সেন্টারে চলছে অন্য এক লড়াই। পোলিও আক্রান্ত ইয়ামেন আসফাউর পেয়েছে কৃত্রিম পা। সেই পায়ে ভর করে হাঁটার চেস্টা ১৩ বছরের কিশোরের। মঙ্গলবার।

প্রয়াত সনজাগা

হলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ তথা ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সনজীদা খাতন। এদিন বেলা ৩টে১০ মিনিটে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

তাঁর প্রয়াণে বাংলাদেশের শিল্পী, সংস্কৃতিমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশিষ্ট শিল্পী রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, 'শিরদাঁড়া উঁচু করে চলা তাঁর কাছেই শিখেছি। সনজীদা আপার কাছে আমার প্রথম গানে হাতে খরি। আমাদের প্রজন্মের কমবেশি সবাই তাঁর কাছে শিখেছি। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সর্বজনীন একটা স্বীকতি ছিল।'

দীর্ঘদিন ধরেই সনজীদা ডায়াবিটিস, নিউমোনিয়া এবং কিডনির রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর প্রয়াণের খবর সংবাদমাধ্যমের কাছে নিশ্চিত করেছেন পুত্রবধূ গায়িকা লাইসা আহমদ লিসা।



১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল সনজীদার জন্ম হয়। তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক। মা সাজেদা খাতুন গৃহবধু। ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক হন সনজীদা। ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৭৮ সালে পিএইচডি পান তিনি। শিক্ষকতা দিয়েই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। সনজীদা ব্রতচারী আন্দোলনে

দিয়েছিলেন।

সোহরাব

হোসেনের কাছে তিনি শিখেছিলেন নজরুলগীতি, আধুনিক বাংলা গান এবং পল্লিগীতি।

হুসনে বানু খানমের কাছে

রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। পরে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, আবদুল আহাদ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন সহ আরও অনেকের কাছে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। সাহিত্য ও সংগীতশিল্পে সনজীদা খাতনের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পথ চলার সঙ্গীও ছিলেন। কবিগুরুর জন্মের সার্ধশতবর্ষে দেশিকোত্তম পুরস্কার পেয়েছিলেন সনজীদা। রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য সনজীদার প্রেরণার সার্থক প্রকাশ ছিল ছায়ানট-মহীরুহ। গত শতকের যাটের দশকে ছায়ানট হয়ে উঠেছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক যাত্রার দিশারি সংগঠন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যাঘাতের সময় ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রেও ছায়ানট ছিল অবিচল।

সুপ্রিম ক্ষোভ নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : উত্তরপ্রদেশে আইনজীবী, অধ্যাপক

উত্তরপ্রদেশে

বুলডোজারে

সহ অন্তত পাঁচজনের বাড়ি নোটিশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। আদালত বলেছে, 'এই ধরনের কার্যকলাপ ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে শুধু তা-ই নয়, চরম আহত করে আদালতের বিবেককেও।'

২০২১ সালে প্রয়াগরাজে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'যদি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া না মানা হয়, তাহলে আমরা তা মেনে নেব না।' শীর্ষ আদালতের ইঙ্গিত, মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি পুনর্নিমাণের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।

শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যদি আবেদনকারীরা হলফনামা দিয়ে নিশ্চিত করেন, তাঁরা নিধারিত সম্য়ের মধ্যে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আপিল করবেন এবং মালিকানা অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করবেন না, তাহলে তাঁদের বাড়ি পুনর্নিমাণের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে যদি তাঁদের আপিল খারিজ হয়, তাহলে বাড়িগুলি ফের তাঁদেরই খরচে ভেঙে ফেলা হবে।

আগের শুনানিতেও আদালত বলেছিল, 'এই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ আইনের শাসনের পরিপন্থী এবং ভুল বার্তা দেয়।' সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে, যা এই ধরনের নির্বিচার উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়েছে।

বিজাপুরে সংঘর্ষে মৃত্যু তিন মাওবাদীর

রায়পুর, ২৫ মার্চ : ছত্তিশগড়ে মাওবাদী দমন অভিযানে ফের সাফল্য মিলল নিরাপত্তাবাহিনীর। মঙ্গলবার সকালে দান্তেওয়াড়া এবং বিজাপুর জেলার সীমানায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে তিন মাওবাদী নিহত হয়। গত পাঁচদিনে এই নিয়ে তৃতীয় অভিযানে সাফল্য পেল নিরাপত্তাবাহিনী। ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছে

গোপন সূত্রে আগে থেকেই খবর ছিল, দান্তৈওয়াড়া এবং বিজাপুর সীমানার জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে মাওবাদীরা। খবরের ভিত্তিতে এলাকায় চিরুনিতল্লাশি শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। সকাল ৮টা নাগাদ শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে মাওবাদীরা গুলি চালাতে শুরু করলে পালটা গুলি চালায় তারাও। গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় অন্তত তিন মাওবাদীর। এখনও পর্যন্ত নিহত তিন মাওবাদীর দেহ করা হয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকটি বন্দুক এবং বিস্ফোরকও বাজেয়াপ্ত করা

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে দ্বিতীয় দেহ উদ্ধার

হায়দরাবাদ, ২৫ মার্চ : দু'সপ্তাহ আগে আটকে থাকা এক শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দেহ মিলল তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গ থেকে। খননকারী যন্ত্র দিয়ে ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে খোঁড়ার সময় কনভেয়র বেল্ট থেকে ৫০ মিটার দুরে একটি দেহ দেখতে পান উদ্ধারকারীরা স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে খোঁড়াখুঁড়ির সময় এক শ্রমিকের দেহ দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাঁর পরিচয় এখনও নিশ্চিত নয়। দুই শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হলেও এখনও ছ'জন নিখোঁজ।

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বলেও 'সংযত' শিডে

মম্বই, ২৫ মার্চ : আরও ঘোঁট পাকাল 'গদ্ধার' বিতর্ক। একদিকে ক্ষমা না চাওয়ার তত্ত্বে অনড স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান কুণাল কামরা, অন্যদিকে শিবসেনা প্রধান একনাথ শিল্ডেকে নিয়ে মন্তব্যের জন্য তাঁকে একযোগে নিশানা করেছে গেরুয়া শিবির। শিবসেনার সঙ্গে তাল রেখে কুণালের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপি নেতারা। বর্তমানে তামিলনাড়ুবাসী কুণালকে হাজিরার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে মুম্বই পুলিশ। সব মিলিয়ে কৌতুক বনাম রাজনীতির সংঘাত বেনজির

দু'দিন চুপ থাকার পর কুণাল কামরার 'গদ্দার' মন্তব্য নিয়ে মুখ খলেছেন খোদ একনাথ শিভে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিবসেনা ও বিজেপির অন্য নেতাদের চেয়ে 'সংযত' প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মতে, কৌতৃক নিয়ে তাঁর আপত্তি নেই। তবে সবের একটা সীমা থাকে। সেই সীমা লঙ্ঘন করেছেন কণাল কামরা। তাঁর কথায়, 'সবকিছুর একটা মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। নয়তো ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হবেই। বাকস্বাধীনতা রয়েছে। আমরা ব্যঙ্গ বুঝি। কিন্তু তারও একটা সীমা থাকে।

পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এটা যেন কারও বিরুদ্ধে বলার জন্য সুপারি নেওয়ার মতো ব্যাপার।'

শিন্ডের প্রতিক্রিয়া কিছুটা নীচু তারে বাঁধা হলেও তাঁর দ*লে*র নেতাদের সুর ক্রমশ চড়ছে। শিবসেনা নেতা তথা মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী রঘুনাথ পাতিল বলেন, '(কুণাল কামরা) ক্ষমা না চাইলে আমরা আমাদের মতো করে ওঁকে বোঝাব। শিবসেনা ওঁকে ছাড়বে না। আমরা এই অপমান ভুলব না। যখনই গোপন

কণাল কাণ্ড

আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবেন, বঝতে পারবেন শিবসেনার ক্ষমতা কতটা।'

কুণালকে নিশানা করেছেন বিজেপির অভিনেত্ৰী কঙ্গনা বানাওয়াতও। তাঁর কথায়, 'কণাল কামরার মতো লোকের কী যোগ্যতা রয়েছে? তিনি কীভাবে একনাথ শিন্ডের মতো একজন নেতার সমালোচনা করতে পারেন? কৌতকের আডালে একজনকে হেয় করেছেন। অটোচালক থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শিল্ডে। তাঁর কৃতিত্বকে অবজ্ঞা করা যায় না।'

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'এটা কিছু মানুষ দুর্ভাগ্যজনক যে বাকস্বাধীনতাকে জন্মগত অধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যাতে দেশকে আরও বিভক্ত করা যায়। কুণালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। শাসক শিবির আক্রমণ শানালেও নিজের অবস্থানে অনড় কুণাল। বারবার বিতর্কে জড়ানো কৌতুক অভিনেতা জানিয়েছেন, তাঁর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন

কারণ, শিন্ডে সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, সেইসব কথা একসময় এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারও বলেছিলেন। বিজেপি ও শিবসেনার সঙ্গে জোট বেঁধে এখন মহাবাঙ্কে সরকারে রয়েছে অজিত পাওয়ারের দল। সামাজিক মাধ্যমে করা এক পোস্টে কুণাল লিখেছেন, 'আমি ক্ষমা চাইব না। আমি যা বলেছি, সেকথা অজিত পাওয়ারও (প্রথম উপমুখ্যমন্ত্রী) একনাথ শিল্ডে (দ্বিতীয় উপমখ্যমন্ত্রী) সম্পর্কে বলেছিলেন। আমি ভিড়কে ভয় পাই না এবং খাটের নীচে লুকোব না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় বসে

ভার্মার বদলির প্রতিবাদে কর্মবিরতি

প্রয়াগরাজ, ২৫ মার্চ : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিল্লি হাইকোর্টের যশবন্ত ভামাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি করা হয়েছে। সেই বদলি ঠেকাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন। বিচারপতির বিরোধিতায় আইনজীবী সংগঠনের এই নজিরবিহীন পদক্ষেপে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে নিজেদের অবস্থানে অনড আইনজীবীরা। তাঁদের বক্তব্য, নগদ কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে বিচারপতি ভার্মার। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এমন একজন বিচারপতির এজলাসে সওয়াল

করবেন না আইনজীবীরা। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল তিওয়ারি জানান. আইনজীবীদের পাশাপাশি এলাহাবাদ হাইকোর্টের কর্মীরাও ভামরি নিয়োগের বিচারপতি বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। আইনজীবী ও কর্মীদের ২২টি সংগঠন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে এ ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'শুরু থেকে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ গোটা ভারতে আইনজীবীরা এই লডাইয়ে শামিল হয়েছেন। কোনও সমাধান না মেলা পর্যন্ত আমরা কাজ করব সূত্রের খবর, মঙ্গলবারই এলাহাবাদ হাইকোর্টে কাজে যোগ দেওয়ার কথা বিচারপতি ভামরি। কিন্তু আইনজীবীদের ক্ষোভ তথা বার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মবিরতির কারণে সেই প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

দিনকয়েক আগে বিচারপতি ভার্মার দিল্লির বাসভবন থেকে বিপল পরিমাণ নগদ উদ্ধার হয়। সেই টাকা কোথা থেকে এল, সেই ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেননি বিচারপতি। তাঁর দাবি, ওই টাকা তাঁর নয়। এজন্য পরোক্ষে পূর্ত দপ্তরের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। বিচারপতি ভার্মার যুক্তি, বাড়িতে আগুন লাগার সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। বাসভবনের চাবি ছিল পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে।

এদিকে সপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নির্দেশে বিচারপতিদের তদন্ত কমিটি গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে। বিচারপতি ভার্মার ফোনকলের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে কমিটি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে দিল্লির এক দমকলকতা ৫ পুলিশ আধিকারিকের এবং ভমিকা। ওই আধিকারিকদের সঙ্গে বিচারপতি ভার্মা বা তাঁর কোনও ঘনিষ্ঠের যোগাযোগ ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মদ্যপান নিয়ে স্বাস্থ্যবিমায় হুঁশিয়ারি

থাকব না।'

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে স্বাস্থ্যবিমা সংস্থার কাছে তা গোপন করলে পরে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেউ মদ্যপানজনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে. তাঁর বিমার টাকার আবেদন খারিজ করে দিতে পারে সংস্থা। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মামলাটি প্রথমে উপভোক্ত



বিষয়ক দপ্তর এবং জাতীয় উপভোক্তা কমিশনে বিবেচনাধীন ছিল। সেখানে বিমা সংস্থার বিরুদ্ধেই রায় যায়। ওই সময়ে বিমা সংস্থাকে ৫,২১,৬৫০ টাকা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দারস্ত হয় বিমা সংস্থা। সেই মামলায় উপভোক্তা কমিশনের নির্দেশকে খারিজ করে দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ্ 'মদ্যপানের কথা আড়াল করলে ওই অভ্যাস সংক্রান্ত সমস্যায় চিকিৎসার জন্য বিমার টাকার আবেদন খারিজ করতে পারে সংস্থা।'

শিশমহল খোঁচা রেখার

नशामित्रिः ३৫ प्रार्ठ : मीर्घ প্রায় ২৮ বছর পর দিল্লির মসনদ দখল করেছে বিজেপি। প্রায় তিনদশক পর দিল্লির জন্য বাজেট পেশ করতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দল আপকে দুর্নীতির খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মঙ্গলবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন তিনি। বিরোধী দলকে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের সঙ্গে আমাদের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা সেগুলি পূরণ করব। আপনারা অন্য রাজ্যের সরকারকে গালিগালাজ

দিয়েছিলেন। আমরা অন্য রাজ্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব। আপনারা শিশমহল তৈরি করেছিলেন। আমরা গরিবদের জন্য ঘর তৈরি করব। আপনারা

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সোনার শৌচাগার তৈরি করেছিলেন। আমরা গরিব মানুষদের জন্য শৌচাগার করব।' দিল্লীর জন্য এদিন বাজেটে একাধিক ঘোষণা করেন রেখা গুপ্তা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন. দিল্লির পর্যটনশিল্পের প্রসারের মতে একাধিক ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে রেখার বাজেটে। মখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কোনও সাধারণ বাজেট নয়। দিল্লিকে উন্নত কবাব প্রথম পদক্ষেপ হল এটা। গত ১০ বছর নস্ট হয়েছে। উন্নয়নের সমস্ত ক্ষেত্রে দিল্লি পিছিয়ে গিয়েছে। আগের সরকার দিল্লি শহরের আর্থিক স্বাস্থ্য উইপোকার মতো নম্ট করেছে।'

যমুনা নদী পরিষ্কারের জন্য ১২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৫০ হাজার সিসিটিভি মোতায়েন করার পাশাপাশি সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য কমন পাসের ব্যবস্থাও করা হবে।

যুদ্ধের ছক ফাঁস, অস্বস্তিতে ট্রাম্প

২৫ মার্চ ইয়েমেনে হুথি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ জোরদার করেছে মার্কিন বায়ুসেনা। কিন্তু সেই অভিযান শুরু হওয়ার আগেই হামলার খুঁটিনাটি সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। কারণ খুঁজতে গিয়ে যা জানা গিয়েছে তাতে চরম অস্বস্তিতে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত সেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী ডেমোক্র্যাট শিবির। এ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে খোদ ট্রাম্পকে। তিনি অবশ্য 'আমি কিছ জানি না' বলে গোটা ঘটনার সঙ্গে দরত্ব বজায় রেখেছেন।

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রতিরক্ষা সচিব এবং শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিকদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করা হয়েছিল। সেখানে

ইয়েমেন অভিযান নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়। ভুলবশত ওই গ্রুপে দ্য আটলান্টিক ম্যাগাজিনের



সাংবাদিক জেফ্রি গোল্ডবার্গ

প্রধান সম্পাদককে যুক্ত করা হয়েছিল। ফলে যুদ্ধ পরিকল্পনা যাবতীয় তথা দা

আটলান্টিকের প্রধান সম্পাদক জেফ্রি গোল্ডবার্গের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। সেই খবর পত্রিকায় প্রকাশ করেন তিনি।

জেফ্রি জানিয়েছেন, ১৫ মার্চ ইয়েমেনে হামলা চালায় মার্কিন সেনা। সেই হামলার দু'ঘণ্টা আগে সামরিক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল অস্ত্রের তালিকা, লক্ষ্যবস্তু ও সময় সংক্রান্ত তথ্য। জেফ্রির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '১৫ মার্চ দুপুর ২টোর কিছক্ষণ আগে বিশ্ব জানতে পারে যে আমেরিকা ইয়েমেনে হুথিদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করেছে। কিন্তু প্রথম বোমা ফেলার দু'ঘণ্টা আগেই আমি জানতে পেরৈছিলাম যে আক্রমণ হতে চলেছে। এর কারণ, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ সকাল ১১টা ৪৪ মিনিটে আমাকে

যুদ্ধ পরিকল্পনাটি টেক্সট করেন পবিকল্পনায় অস্ত্রেব প্যাকেজ লক্ষ্যবস্তু এবং সময় সম্পর্কে সুনিৰ্দিষ্ট তথ্য ছিল।'

সাংবাদিকের দাবিতে চাঞ্চল্য ছডায় সরকারের অন্দরে। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই তদন্তেই হোয়াটসঅ্যাপ ভ্রান্তির কথা জানা গিয়েছে। জেফ্রির দাবি ঠিক ছিল বলে মেনে নিয়েছেন ট্রাম্পের প্রতিরক্ষা মুখপাত্র ব্রায়ান ওই হোয়াটসঅ্যাপ হিউজ। গ্রুপে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি বিদেশসচিব মাকো রুবিও, সিআইএ-র ডিরেক্টর জন র্যাটক্লিফ, গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান তুলসী গাবার্ড, ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট, হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি ওয়াইলস এবং জাতীয় নিরাপতা পরিষদের শীর্ষকর্তারা অন্তর্ভুক্ত

মুম্বই, ২৫ মার্চ : জুটি বেঁধে সমাজসৈবায় নামলেন ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার এবং মাইক্রোসফটের প্রাক্তন সিইও বিল গেটস। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার

উন্নয়নে কাজ করতে যাচ্ছেন তাঁরা। সোমবার সন্ধ্যায় শচীন নিজেই সমাজমাধ্যমে এই কথা জানান।

এই নিয়ে সোমবার একটি ভিডিও ভাগ করে নিয়েছেন শচীন। সেখানে স্ত্ৰী অঞ্জলি ও বিল গেটসকে সঙ্গে নিয়ে দুটি টি-শার্টে স্বাক্ষর করতে দেখা যায় তাঁকে। টি-শার্টের একটি ছিল গেটস ফাউন্ডেশনের, অন্যটি তেন্ডুলকার ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়ার। ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে শচীন ও অঞ্জলি বানিয়েছিলেন এই ফাউন্ডেশন।

শেয়ার করা ভিডিওটির ক্যাপশনে শচীন লেখেন, 'খেলা আমাদের টিমওয়ার্ক শেখায়, জীবনেও



স্বাস্থ্য-শিক্ষায় জুটি শচীন-গেটসের

সেটা অত্যন্ত জরুরি।' ভিডিওটি প্রকাশের পর তাতে 'লাইক' দেন মাইক্রোসফটের বর্তমান সিইও সত্য নাদেলাও। অনেকেই ভেবেছিলেন এটি কোনও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্পের অংশ। কিন্তু পরে জানা যায় শচীনদের উদ্যোগ নিছক মানবকল্যাণমূলক।

ভিডিওতে শচীন ও গেটস মজার ছলে একটি নতুন খেলার কথা জানান, যার নাম 'ক্রেনিস'। এই খেলাটি ক্রিকেট ও টেনিসের সংমিশ্রণ। গেটস টেনিস খেলার ভঙ্গিতে ব্যাট ধরার সময় শচীন হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বিল, আমি বলেছিলাম ক্রেনিস—একটু ক্রিকেট, একটু টেনিস!'

অন্যদিকে গেটসও অন্য একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে মম্বইয়ের রাস্তায় বেঞ্চে বসে তাঁকে দেখা যাচ্ছে শচীনের সঙ্গে 'বডা পাও' খেতে। ভিডিওর শেষে লেখা ছিল, 'সার্ভিং সুন।'

श्रिषा (क्रिशासा

উচ্চমাধ্যমিকের পরেই শুরু হয় বিষয় নির্বাচনের

পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনার ওপরেই নির্ভর

করছে ভবিষ্যতের সোপান। গতানগতিক বিষয় তো

রয়েছেই, তার সঙ্গে নতুন বিষয় সম্পর্কেও জেনে

রাখা প্রয়োজন। আজকে আলোচনার

বিষয় জিআইএস।

বহিজতি প্রক্রিয়ায়



সজল মজুমদার, শিক্ষক বালাপুর উচ্চবিদ্যালয় তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

১) পর্যায়ন কাকে বলে? উত্তর : ক্ষয়, পরিবহণ এবং সঞ্চয় কাজের মাধ্যমে অসমতল ও বন্ধুর ভূপ্রকৃতি সমতলভাগে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পর্যায়ন বলে। এক কথায় বলা যায়, অবরোহণ এবং আরোহণের সম্মিলিত ফল হল পর্যায়ন।

২) ড্রামলিন কাকে বলে? উত্তর : হিমবাহ অধ্যুষিত বোল্ডার ক্লে অঞ্চলে হিম্বাহ বাহিত সঞ্চয়ের দ্বারা সৃষ্ট উলটানো নৌকা বা চামচের মতো যেসব ঢিবি পাদদেশে তৈরি হয় তাদের এক কথায় ডামলিন বলে।

৩) নদীর ষষ্ঠঘাতের সূত্র কী? উত্তর : নদীবাহিত ক্ষয়জাত পদার্থের পরিমাণ নদীর গতিবেগের ষষ্ঠঘাতের সমানুপাতিক। নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ হয়ে গেলে তার বহন ক্ষমতা ৬৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। গতিবেগের সঙ্গে নদীর বহন ক্ষমতার এই অনুপাতকে ষষ্ঠঘাতের

৪) লোয়েস সমভূমি কী? উত্তর : বায়ুর পরিবহণ ও অবক্ষেপণের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল লোয়েস সমভূমি। লোয়েস কথাটির অর্থ স্থানচ্যুত বস্তু। ০.০৫ মিমির কম ব্যাসযুক্ত অতি সক্ষ্ম বালুকণা বা মাটির কণা বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী কোনও নীচু স্থানে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গঠন করে তাকে লোয়েস সমভূমি বলে।

৫) গ্রাব রেখা

দশম শ্রেণি

ভুগোল

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন আরম্ভ হতে চলেছে। এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্গত প্রথম অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল।

উত্তর : পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময় ক্ষয় পাওয়া শিলাখণ্ড, নুড়ি, কাঁকর, বালি প্রভৃতি হিমবাহের সঙ্গে বাহিত হয়ে উপত্যকার বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত এসব শিলাস্তৃপকে গ্রাব রেখা বলে।

৬) পুঞ্জিত ক্ষয় বলতে কী

উত্তর : পার্বত্য ঢাল বরাবর অঞ্চলে শিলার মধ্যে বষ্টির জল প্রবিষ্ট হলে মৃত্তিকা ও অন্যান্য শিলাজাত পদার্থ আলগা বা শিথিল হয়ে পড়ে। তখন ওই শিথিল বা আলগা মৃত্তিকা ও শিলাজাত পদার্থ পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পাহাড়-পর্বতের ঢাল বরাবর সমষ্ট্রিগতভাবে নিম্নে পতিত হলে বা ভেঙে পড়লে তাকে পুঞ্জিত ক্ষয়

৭) অবরোহণ প্রক্রিয়া কাকে

উত্তর : যেসব প্রক্রিয়া দ্বারা ভূপুষ্ঠের ক্ষয় ও ক্ষয়জাত পদার্থের অপসারণ দ্বারা ভূমিরূপের উচ্চতার হ্রাস ঘটে সেসব প্রক্রিয়াকে একত্রে অবরোহণ প্রক্রিয়া বলে।

৮) নদী গ্রাস কাকে বলে? উত্তর : কোনও জলবিভাজিকা থেকে নির্গত পরস্পরের বিপরীত দিকে প্রবাহিত দৃটি নদী ক্রমশ উৎসমখী ক্ষয় বা মস্তক ক্ষয় করতে থাকে। কালক্রমে যে নদীটি বেশি শক্তিশালী সেই নদীটি অন্য নদীটির মস্তক দেশের অংশবিশেষ গ্রাস করে। এই ঘটনাকে বলা হয় নদী

৯) জলবিভাজিকা কী? উত্তর : যে উচ্চভূমি পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা ততোধিক নদী অববাহিকাকে বা নদী গোষ্ঠীকে পৃথক করে, তাকে জলবিভাজিকা বলে।

হিমরেখা কী?

উত্তর: অত্যধিক শীতলতার জন্য যে সীমারেখার উপরে সারাবছর বরফ থাকে এবং যে রেখার নীচে বরফ গলে জলে পরিণত হয়, সেই রেখাকে হিমরেখা বলে।

এপ্রিলের শুরুতেই এই বছরের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম

১১) র্যান্ড ক্লাফট কী? উত্তর : মেরু অঞ্চলে সার্কের পিছনের মস্তক প্রাচীর দিনেরবেলা সূর্যের তাপে উষ্ণ হয়ে তাপ বিকিরণ করে এবং সার্কের হিমবাহ বেশ কিছুটা গলে যায়। ফলে হিমবাহ ও প্রাচীর পৃষ্ঠের মধ্যে একটি ফাঁকের সৃষ্টি হয়। এই ফাঁকা

অংশটিকে বলে ব্যান্ড ক্লাফট। ১২) বাৰ্গস্ৰুন্ড কী? উত্তর : পর্বতের খাড়া ঢাল ববাবব তিমবাত নামাব সময় অনেক হিমরাশির টানে পর্বতগাত্র ও হিমবাহের মধ্যে গভীর ও সংকীর্ণ

ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই ফাটলকে বলে বাৰ্গস্ৰুন্ড। ১৩) লেভি কী? উত্তর : নদীতে প্লাবন হওয়ার সময় নদীখাতের ঠিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সবাধিক পরিমাণে পলি জমা হয়। এভাবে একাধিকবার পলি সঞ্চিত হতে হতে নদী এবং প্লাবনভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটু

১৪) বাজাদা কাকে বলে? উত্তর: অবনত ভূমির চারদিকে পর্বতের পাদদেশে সৃষ্ট পলল শঙ্ক বা পলল পাখাগুলি ক্রমশ বিস্তারলাভ করতে করতে পরস্পর

বেশি উচ্চতা সম্পন্ন ভূমির সৃষ্টি হয়।

একে বলে স্বাভাবিক বাঁধ বা লেভি।

সংযুক্ত হয়ে উচ্চভূমি ও প্লায়া হ্রদের মাঝে যে মৃদু ঢালবিশিষ্ট ভূমি গঠন করে, তাকে বাজাদা বলে। ১৫) নিক পয়েন্ট কী? উত্তর : ভূমির পুনর্যোবন লাভের ফলে নদী উপত্যকার

নতুন ঢাল ও পুরোনো ঢালের

সংযোগস্থলে যে খাঁজ তৈরি

হয়, তাকে নিক পয়েন্ট বলে। ১৬) আইস সেলফ বলতে কী

উত্তর : যে পুরু বরফের চাদর বা আস্তরণের একদিক ভূমিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত এবং বাকি অংশ সমুদ্রে ভাসমান থাকে, সেই বরফের আস্তরণকে আইস সেলফ বলে।

১৭) আর্গ কী? উত্তর : বিশালাকার অঞ্চলজুড়ে কেবলমাত্র বালি দ্বারা গঠিত অঞ্চলকে সাহারা মরুভূমিতে 'আর্গ বলে। তুর্কিস্তানে একেই 'কুম' বলে। ১৮) ধ্রিয়ান কাকে বলৈ?

উত্তর: মরু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের গতি পরিবর্তনের ফলে বালি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যায়। এই ধরনের বালিয়াডিকে বলে অস্থায়ী বা চলমান বালিয়াডি। রাজস্থানের থর মরুভূমি অঞ্চলে এই চলমান বালিয়াড়িকেই ধ্রিয়ান বলে। ১৯) কিউসেক ও কিউমেক

উত্তর : নদীর জলপ্রবাহ পরিমাপ করার একক হল কিউসেক ও কিউমেক। নদীর নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যত ঘন ফুট জল পরিবাহিত হয়, তাকে কিউসেক এবং যত ঘন মিটার জল পরিবাহিত হয় তাকে কিউমেক

২০) ঝুলন্ত উপত্যকা কাকে

উত্তর : পার্বত্য অঞ্চলে প্রধান হিমবাহ উপত্যকার ওপর দুই পাশ থেকে এসে পড়া উপহিমবাহৈর উপত্যকাগুলিকে ঝুলন্ত উপত্যকা

উদাহরণ: বদ্রীনাথ-এর কাছে ঋষিগঙ্গা উপত্যকা, এরকম একটি ঝুলন্ত উপত্যকায় জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে।



🗖 নদী সংক্রান্ত আলোচনাকে নদীবিদ্যা বা 'পোটামোলজি'

🗅 ভূমিরূপ বিদ্যায় 'গ্ৰেড' শব্দটি প্ৰথম ব্যবহার করেন ভূ-বিজ্ঞানী গিলবার্ট ।

🗅 পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাতটির নাম ভেনেজুয়েলার অ্যাঞ্জেল

🗖 শিলাময় মরুভূমির নাম হামাদা।

💶 ভারতের মরুভূমি গবেষণাকেন্দ্ৰ রাজস্থানের যোধপুর শহরে রয়েছে।

🗖 ভারতের একটি শীতল মরুভূমির নাম হল লাদাখ।

🗖 তীক্ষ্ণ আকারের ইয়ারদাংকে নিডিল

🗖 পেডিপ্লেন ভূমির নামকরণ করেন এল.

🗅 পৃথিবীর বৃহত্তম ফিওডের নাম

🗖 দুটি কেটলের মধ্যবর্তী অংশ হল নব।

বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত একটি নিমজ্জিত দ্বীপের নাম

W. Hopkins

নদীর চিত্রকৃট জলপ্রপাতকে ভারতের নায়াগ্রা বলে।

বলে।

জলপ্রপাত।

🗖 গ্রেট গ্রিন ওয়ালের সঙ্গে আফ্রিকার ১১টি দেশ জডিত।

বলে।

শি. কিং

গ্রিনল্যান্ডের স্কোরশবি সাউন্ড ফিওর্ড।

🗖 ভারত ও হল নিউমুর।

😐 মুর্শিদাবাদের মতিঝিল বিখ্যাত অশ্বক্ষুরাকৃতি

🗖 ষষ্ঠঘাত সূত্রের প্রবক্তা

🗅 ছত্তিশগড়ের ইন্দ্রাবতী

বিষয় পরিচিতি

জিআইএস

থেকে কোনও অর্থ বহন করে

না। উপাত্তকে কোনও প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে যদি অর্থবহভাবে ব্যাখ্যা

করা যায়, তবেই তা তথ্যে পরিণত

হয়। বিভিন্ন উপাত্ত বা ডেটা থেকে

নিম্নলিখিতি 'তথ্য' (Information)

সহজ কথায়, 'উপাত্ত' (Data)

জিআইএস ক্ষেত্রে 'এস' জটিল

পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বিশ্লেষণ

(Statistical Analysis) করে

থেকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'তথ্য'

'ৎ'–এব অর্থ কী০

(Information) আহরণ করা হয়ে

একটি বিষয় খুবই ঝামেলাদায়ক

প্রতিষ্ঠান এই 'S'-কে বিভিন্নভাবে

সংজ্ঞায়িত করেছেন। বর্তমানে

একটি ব্যাপার। বিভিন্ন গবেষক এবং

বের করতে পারি।



ডঃ তুহিন দে রায় শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ শिनिञ्जिष् प्रदिना प्रशासिप्रानग्र

জিআইএস বর্তমান বিশ্বের অত্যাধুনিক একটি বিষয়। এটি আসলে ভূগোল, মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যা, রিমোট সেন্সিং, ভূগণিত, জরিপকার্য, কম্পিউটার বিজ্ঞান. স্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞানের শাখার বা পাঠ্য বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এক প্রযুক্তি।

ক্রমবর্ধমান বিশ্বে এর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ শিক্ষার পাঠক্রম ছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা

ব্যবস্থায় জিআইএস যক্ত হয়েছে। নিম্নলিখিত লেখা স্কুল এবং কলেজ উভয় শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে লেখা হয়েছে -

জিআইএস কী ?

সবার প্রথমেই আমাদের স্বার প্রথমেহ আমাদের জানতে হবে 'জিআইএস'-এর সংজ্ঞা। 'জিআইএস' হল তিনটি সংজ্ঞা। 'জিআইএস' হল তিনটি অক্ষরের সমন্বয়। 'জি', 'আই', আমরা পর্যায়ক্রমে এই

তিনটি অক্ষরের অর্থ বোঝার

জি'–এর অর্থ কী? জিআইএস-এর জি হল

'জিওগ্রাফিক'। আমরা যদি একট ভেঙে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারব 'জিও' মানে হল 'ভূ' আর 'জিওগ্রাফিক' কথার অর্থ হল 'ভৌগোলিক'।

এখানে উল্লেখ্য একটা বিষয় রয়েছে 'জিওগ্রাফিক' বলতে অনেকে 'জিও স্পেস' বলেও উল্লেখ করেছেন।

কী এই 'জিও স্পেস'?

'জিও স্পেস' বললে শুধুমাত্র পৃথিবীকে বোঝায় অর্থাৎ 'জিওগ্রাফিক' বা 'জিও স্পেস'-এর আওতায় পড়ে শুধুমাত্র পৃথিবীর স্থলভাগ, জলভাগ, এবং বায়ুমগুল।

'Space' বললে 'পৃথিবী' আসতে পারে আবার 'মঙ্গল' গ্রহও আসতে পারে। কিন্তু 'Geo-Space' বললে শুধুমাত্র 'পৃথিবী' বোঝায়। এক কথায় বলা যায়

জিআইএস শুধুমাত্র পৃথিবীর স্থলভাগ, জলভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

'আই'-এর অর্থ কী?

জিআইএস বিষয় এর 'I' হল 'Information'. 'Information'-এর বাংলা হল 'তথ্য'।

কিছ বিষয় এখানে ব্যাখ্যা করা দরকার। যেমন আমাদেরকে বুঝতে হবে 'Data' এবং 'Information'-এর মধ্যকার পার্থক্য।

'Data' মানে হল 'উপাত্ত'। শুধুমাত্র 'উপাত্ত' (Data) নিজে

's'-এব চাবটি অৰ্থ প্ৰচলিত আছে।

System/Service/ Studies | অর্থাৎ 'GIS' হতে পারেঃ

'S' হতে পারে Science/

Geographic Information

Service (GiService) 'Service' হল সেবা। আর 'সেবা' হল অন্যের জন্য সম্পাদিত কোনও কর্ম বা দায়িত্ব। যেমনঃ চিকিৎসা সেবা বা সরকারি চাকরি এইটা আবার বাণিজ্যিক সেবাও হতে পারে। যেমনঃ কোনও

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি বা

ব্যবসা করা। আজকাল অনেকেই বিভিন্ন সফটওয়্যার বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 'GIS' নিয়ে কর্মরত আছেন। আবার সাম্প্রতিক সময়ে নতুন এক ধারণার জন্ম হয়েছে, যাকে বলা হয়ে

পাকে- Crowd-Sourcing বা 'Volunteered Geographic Information (VGI)'। এইগুলো হল স্বেচ্ছাসেবামূলক 'জিআইএস'। এর উদাহরণ হলঃ 'Wikimapia' বা 'OpenStreetMap'

এই ধরনের নানাবিধ 'GIS' ভিত্তিক সেবা-সমূহকেই বিভিন্ন গবেষকরা 'GIService' হিসাবে অভিহিত করে আসছেন।

Geographic Information Studies (GIStudies) 'Study' হল পাঠ বা অধ্যয়ন। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'GIS'-কে ঘিরে অসংখ্য শিক্ষক, ছাত্র এবং গবেষকরা কর্মরত আছেন।

সচরাচর 'GIStudies' বলতে বোঝানো হয়ে থাকে, সমাজের ভৌগোলিক তথ্যের নিয়মাবদ্ধ (Systematic) ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একটি এলাকার কোন কোন ভবনগুলো ভূমিকম্পে অরক্ষিত, তা নানাবিধ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে বের করা।

এই ধরনের বাস্তবধর্মী গবেষণা বা কর্মকাণ্ডকে অনেকেই

'GIStudies' বলতে চাচ্ছেন। Geographic Information Science (GIScience) ভৌত বিশ্বের যা কিছু

পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও



গবেষণা ও সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান(Science)।

Geographic Information System (GISystem) 'System' হল 'ব্যবস্থা' বা 'পদ্ধতি'। 'GISystem' হল

হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, উপাত্ত. জনসাধারণ (People), সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সংবলিত এমন একটি সুবিন্যস্ত-ব্যবস্থা যা পৃথিবীর এলাকা/অঞ্চল-সমূহের তথা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রচার করে থাকে।

এই GISystem-এর চারটি উপাদান বা অংশ রয়েছে

তথ্য আহরণ (Input): উপাত্ত সংগ্রহ করা। যেমনঃ মানচিত্র, পরিক্রমিত মানচিত্র (Scanned Map), আকাশস্থ ছবি (Aerial Photos), উপগ্ৰহ চিত্ৰ (Satellite Images), জরিপ (Survey) ইত্যাদি।

সংরক্ষণ (Storage): ডপাত্ত-ভাণ্ডারে (Database) উপাত্ত সংগ্রহ করে রাখে। দরকার হলে ইহা হালনাগাদ (Update), সম্পাদন (Edit), অনুসন্ধান (Query) এবং পুনরুদ্ধার (Retrieval) করা হয়। বিশ্লেষণ (Analysis):

বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্ত থেকে তথ্য বের করা। যেমনঃ রূপান্তর (Transformation), প্রতিমালেপ (Modelling), Spatial Statistics ইত্যাদি। (চলবে)

প্রশোত্তরে ক্রোমোজোম ও জিনের খুঁটি



সুবীর সরকার, শিক্ষক সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয় জলপাইগুড়ি

১) ক্রোমোজোম কাকে বলে? উ:- কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত জিন বহনকারী, স্বপ্রজননশীল সূত্রাকার অংশ যা গঠনগতভাবে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন এবং কার্যগতভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক, বাহক ও নিয়ামক এবং যা মাতৃকোষে থেকে অপত্যকোষে জননের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় তাকে ক্রোমোজোম বলে।

২) জিন কী? উ:- জিন হল একটি ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত, নির্দিষ্ট নিউক্লিয়টাইড-এর সজ্জারীতি সম্পন্ন, DNA-র কার্যক্ষম অংশ যা নির্দিষ্ট পলিপেপটাইড সংশ্লেষের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

৩) ইউক্রোমাটিন কাকে বলে? উ:- কোষচক্রের ইন্টারফেজ দশায় অপেক্ষাকৃত প্রসারিত, হালকা বর্ণে রঞ্জিত সক্রিয় জিন সমন্বিত ও ক্রসিং ওভারে অংশগ্রহণকারী ক্রোমাটিনকে

ইউক্রোমাটিন বলে। ৪) হেটারোক্রোমাটিন কাকে বলে? উ:-কোষচক্রের ইন্টারফেজ দশায় কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় বর্তমান, গাঢ়

বর্ণ গ্রহণকারী নিষ্ক্রিয় ক্রোমাটিনকে হেটেরোক্রোমাটিন বলে। ক্রোমোজোমের সেন্টোমিয়ার, টেলোমিয়ার, নিউক্লিওলার অগানাইজার অংশে হেটারোক্রোমাটিন দেখা যায়।

৫) অটোজোম কাকে বলে? উ:- যে সমস্ত ক্রোমোজোম জীবের দেহজ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের অটোজোম বলে। মানুষের দেহকোষে 22 জোডা বা 44টি অটোজোম থাকে।

৬) আলোজোম বলতে কী বোঝো? উ:- অটোজোম ব্যতীত যে সমস্ত ক্রোমোজোম উন্নত জীবের লিঙ্গ নিধর্বিক হিসেবে কাজ করে তাদের অ্যালোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম বলে।

মানুষের অ্যালোজোম দুই প্রকারের

হয় যথা Xএবং Y, পুরুষের একজোড়া অ্যালোজোম হল XY এবং মহিলার একজোড়া অ্যালোজোম হল XX। ৭) হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম

কাকে বলে?

উ:- এক বা একাধিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি ক্রোমোজোমের সেটকে হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম বলে। এটিকে n দারা চিহ্নিত করা হয়। হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম যুক্ত কোষকে হ্যাপ্লয়েড কোষ বলে। যেমন মানষের

জনন কোষ হল হ্যাপ্লয়েড প্রকৃতির কোষ,

এর ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৩টি ৮) ডিপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম বলতে কী বোঝো?

উ:-দুটি হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমকে একত্রে ডিপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোম বলে। যেখানে প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্রোমোজোম জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এটিকে 2n দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

ডিপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমযুক্ত কোষকে ডিপ্লয়েড কোষ বলে। যেমন মানুষের দেহকোষ হল ডিপ্লয়েড কোষ. এর ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬টি।

৯) জিনোম কী? উ:- কোন জীবের হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের সমষ্টিকে ওই জীবের জিনোম বলে।

১০) ক্রোমোজোম কীভাবে সৃষ্টি হয়? উ:-কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস থেকে জল বিয়োজিত হওয়ার ফলে নিউক্লিয়প্লাজমের মধ্যে থাকা নিউক্লিয় জালিকা বা ক্রোমাটিন জালিকাগুলি কুণ্ডলীকৃত ও ঘনীভূত হয়ে দৈৰ্ঘ্য-প্ৰস্থে স্থুল হয়ে ক্ৰোমোজোম গঠন করে।

১১) ক্রোমাটিড

উ:-প্রতিটি

কী?

পৃথক করা সম্ভব হয়, তখন তাদের

ক্রোমাটিডদ্বয় পরস্পর সেন্ট্রোমিয়ার অংশে ১২) ক্রোমনিমাটা কী? উ:- প্রতিটি ক্রোমাটিড আবার দুটি করে সৃক্ষ্ম তম্ভ দ্বারা গঠিত এদের

নিয়ে গঠিত, তাদের ক্রোমাটিড বলে।

ক্রোমনিমাটা বলে (এক বচনে ক্রোমনিমা) ১৩) প্যারানেমিক কুণ্ডলী কাকে উ:-ক্রোমাটিডে অবস্থিত ক্রোমনিমা তম্ভদ্বয় যদি পাশাপাশি থেকে কণ্ডলীকত হয় ও তাদের সহজে পরস্পর থেকে

প্যারানেমিক কুণ্ডলী বলে। দশম শ্রোণ \$8) প্লেক্টোনেমিক কণ্ডলী



উ:- ক্রোমাটিডে অবস্থিত ক্রোমাটিন তন্তু দৃটি যদি এমনভাবে পেঁচিয়ে থাকে যার ফলে তাদের সহজে পৃথক করা যায়

না, তখন ওই কুণ্ডলীকে প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলে। ১৫) মুখ্য খাঁজ বা প্রাথমিক খাঁজ

বলতে কী বোঝো? উ:- সাধারণত ক্রোমোজোমের মাঝবরাবর স্থানে সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত, হেটারোক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত অরঞ্জিত স্থানকে মুখ্য খাঁজ বা প্রাথমিক খাঁজ বলে। ১৬) গৌণ খাঁজ বলতে কী বোঝো?

উ:-ক্রোমোজোমে মুখ্য খাঁজ ব্যতীত অপর কোনও খাঁজ থাকলে তাকে গৌণ খাঁজ বলে ১৭) নিউক্লিওলার অর্গানাইজার বা

NOR কাকে বলে? উ.:- কোষ বিভাজনের টেলোফেজ দশায় গৌণ খাঁজ অঞ্চলের DNA নিউক্লিওলাস পুনর্গঠনে সাহায্য করে তাই একে নিউক্লিওলার অর্গানাইজার বা NOR

১৮) স্যাট ক্রোমোজোম কী? উ:- কোন কোন ক্রোমোজোমের টেলোমিয়ার অঞ্চলে গৌণ খাঁজের পরবর্তী অংশ বালবের ন্যায় স্ফীত হয় একে স্যাটেলাইট বলে। স্যাটেলাইটযক্ত ক্রোমোজোমকে স্যাট ক্রোমোজোম বলে। ১৯) টেলোমিয়ার কাকে বলে?

উ:- ক্রোমোজোমের দৃই প্রান্তদেশকে টেলোমিয়ার বলে। এর কাজ দুটি ক্রোমোজোমকে প্রান্ত বরাবর জুড়ে যেতে বাধা দেওয়া। ২০) ক্রোমোজোমের প্রধান

রাসায়নিক উপাদানগুলি কী কী?

উ:- ক্রোমোজোমের প্রধান রাসায়নিক

i) প্রোটিন (ক্ষারীয় হিস্টোন ও আম্লিক নন হিস্টোন প্রোটিন) ii) নিউক্লিক অ্যাসিড (৯০% DNA ও ১০% RNA,) এবং

iii) কিছু ধাতব আয়ন

ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের শ্রেণিবিভাগ উ:-ক্রোমোজোমের সংখ্যার ভিত্তিতে সেন্ট্রোমিয়ার নিম্নলিখিত প্রকারের হয়-

২১) সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যার

i) আসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম- কোনও সেন্ট্রোমিয়ার নেই। ii) মনোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম -সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা একটি

সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা দৃটি iv) ওলিগোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম -সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা ৩-১০টি v) পলিসেন্ট্রিক

ক্রোমোজোম-

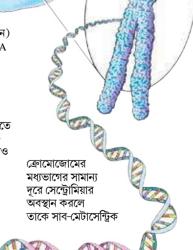
iii) ডাইসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম-

সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা দশের ২২) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ

কতরকম হয়? উ:-সেন্টোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোম নিম্নলিখিত চার

প্রকারের হয় i) মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম-সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান যখন ক্রোমোজোমের মাঝবরাবর হয় তখন তাকে মেটাসেন্টিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'v'

অক্ষরের মতো হয়। ii) সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম-



বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'L' অক্ষরের মতো হয়।

ক্রোমোজোম

iii) আক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম-যখন সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশের কাছাকাছি অবস্থান করে তাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'J' অক্ষরের

iv) টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম-যখন ক্রোমোজোমের সেন্টোমিয়ার ক্রোমোজোমের এক প্রান্তে অবস্থান করে তখন তাকে টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোম দেখতে ইংরেজি 'I' অক্ষরের মতো হয়।

অবৈধ পার্কিংয়ে জেরবার তিলক রোড

২৫ মার্চ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন তিলক রোডে অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে যানজটের সমস্যা আজও মেটেনি। যার ফলে নিত্যদিন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে আমজনতাকে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এই রাস্তা যানজটমুক্ত রাখতে ও অবৈধ পার্কিং বন্ধে খোদ কাউন্সিলার নো পার্কিংয়ের বোর্ডও লাগিয়েছিলেন। নিয়মভঙ্গকারীদের করা হয় জরিমানাও। এতে সাময়িক কাজ হয়েছিল বটে। কিন্তু এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার যে কে সেই।

নিয়ে স্থানীয়দের বিষয়টি পাশাপাশি হতাশ কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ। তিনি বললেন, 'শুধু নো পার্কিংয়ের বোর্ড লাগানোই নয়, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দশদিন জরিমানাও করিয়েছি। কিছদিন পরই দেখছি, আবার আগের পরিস্থিতি। মানুষ সচেতন না হলে এসব সমস্যা মিটবে না।' শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিলক রোড দিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষের যাতায়াত। পাশে বিধান মার্কেট। অভিযোগ, অনেকেই বাইক, স্কুটার রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বিধান মার্কেট অথবা অন্যত্র চলে যান। এর ফলে একদিকে যেমন যানজট হচ্ছে. তেমনই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে পথচারীদেরও। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা এর আগে বিষয়টি কাউন্সিলারকে জানিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক পদক্ষেপ করেছিলেন কাউন্সিলার। এতে ছবিটা কিছুদিনের জন্য বদলেছিল। তবে বর্তমানে আবার পুরোনো ছবি ফিরে এসেছে।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'আমরা রাস্তায় বাইক, স্কুটার রাখতে লোকজনকে বারণ করি। তবে তাতে কেউ কান দিচ্ছেন না।

আরেক বাসিন্দা শুভম পাল বললেন, 'অনেকে তো রাস্তায় বাইক রেখে বাজার করতে চলে যাচ্ছেন। এর জন্য যে সমস্যা হচ্ছে, সেদিকে

কারও কোনও ভ্রাক্ষেপ নেই। এ প্রসঙ্গে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'ওই ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তায় অবৈধ পার্কিয়ের সমস্যা রয়েছে। বিকল্প পার্কিংয়ের বিষয়ে ভাবতে হবে।'



গরম থেকে বাঁচতে 'হাতপাখা' নিয়ে কেনাকাটা। মঙ্গলবার শিলিগুডিতে। ছবি : সত্রধর

শহরে পিস হাভেনের কল্পনা মেয়রের

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : বেশ কিছুদিন আগের কথা। কাজের স্বাদে একমাত্র ছেলে শান্তন দেশের কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির বাইরে বাইরে থাকেন। ফলে শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ায় নিজের বাড়িতে একাই বহু মানুষ রয়েছেন, যাঁদের ছিলেন বৃদ্ধ সুকান্ত চক্রবর্তী। মা মারা বৃদ্ধ বাবা, মা এখানে থাকেন। গিয়েছিলেন অনেক আগেই। তাই তাঁদের বয়সজনিত কারণে বাবাকে দেখাশোনার জন্য পরিচারিকা মৃত্যু হলে ছেলেমেয়েরা খুব রেখেছিলেন শান্তন। বদ্ধ বাবাকে সমস্যায় পড়েন। ছেলেমেয়েরা আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে মর্যাদার সঙ্গে প্রিয়জনের বহুবার অনুরোধ করলেও তিনি রাজি শেষকৃত্যের সুবিধা পেতে হননি। একদিন বাবার ফোন না পেয়ে পারেন, সেই বিষয়টি দেখছি। উদ্বিগ্ন শান্তনু বাধ্য হয়ে প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নিতে বলেন। তখনই গৌতম দেব, মেয়র জানতে পারেন, সেদিনই ভোরে বাবা মারা গিয়েছেন। কিন্তু পিতৃবিয়োগের মমান্তিক খবর জানার পরেও বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পেতাম। শেষবারের মতো দেখতে পাননি

শান্তনুর ঘটনা একটা উদাহরণ তিনি। কারণ শিলিগুড়িতে মরদেহ মাত্র। যাঁরা দরদরান্তে থাকেন, তাঁদের জন্য প্রিয়জনের মৃতদেহ দীর্ঘসময় সংরক্ষণের জন্য সরকারি কোনও 'পিস হাভেন' নেই। ফলে আমেরিকা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এই থেকে শান্তনুর শিলিগুড়ি ফেরার আগে পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মহল থেকেই 'পিস হাভেন'-এর দাবি জানানো তাঁর বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হয় প্রতিবেশীদেরই। শিলিগুড়ি এসে হচ্ছিল। ফলে শিলিগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে এই সমস্যার মখে শান্তনুর আক্ষেপ, 'এখানে যদি একটা পিস হাভেন থাকত, তাহলে বাবাকে পড়তে হয়েছে অনেককেই। তবে

সমস্যাব কথা অন্ধাবন ক্রে এবাব শিলিগুডিতে 'পিস হাভেন' তৈরির পরিকল্পনা নিল পুরনিগম।

ঠিক শিলিগুডির হয়েছে. পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে গ্রাউন্ডে পুরনিগমের পাশেই একটি 'পিস গুদামের হাভেন' তৈরি করা হবে। যেখানে **শবদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে**। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির বাইরে বহু মানুষ রয়েছেন, যাঁদের বৃদ্ধ বাবা, মা এখানে থাকেন। তাঁদের বয়সজনিত কারণে মৃত্যু হলে ছেলেমেয়েরা খুব সমস্যায় প্রড়েন। ছেলেমেয়েরা যাতে মর্যাদার সঙ্গে প্রিয়জনের শেষকত্যের সুবিধা পেতে পারেন, সেই বিষয়টি আমরা দেখছি।'

শিলিগুডি ওয়েলফেয়ার অগানাইজেশনের সভাপতি রূপক দে সরকারের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ির মতো জনবহুল শহরে ভীষণভাবে পিস হাভেনের প্রয়োজন আছে।' সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার সম্পাদক নরেন্দ্র বাররির কথায়, 'পুরনিগমের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

সাইনবোর্ডকে স্বাগত

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : পয়লা বৈশাখ থেকে শহরে সাইনবোর্ডে বাংলা বাধ্যতামলক হচ্ছে। শিলিগুডি পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তে খুশি বিরোধীরাও। ১৮ মার্চ পুরনিগমের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়, পয়লা বৈশাখ থেকে সমস্তরকম সাইনবোর্ড, হোর্ডিংয়ে বাধ্যতামলক। দোকান, কোম্পানি, শপিং মল, অফিস, রেস্তোরাঁ, হোটেল, হাসপাতাল, ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলির সাইনবোর্ডে বাংলা রাখতেই হবে। পুরনিগমের সচিব অনাবিল দত্ত জানিয়েছেন, নির্দেশ করতে বলা হয়েছে। অন্যথায় যথাযথ আইনানুগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া[®] হবে। মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। আশা করছি, এই বিষয়ে মানুষের সহযোগিতা আমরা পাব।' সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরাও। অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্য. 'এ রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা বেশি। তাই অবশ্যই এর গুরুত্ব পাওয়া উচিত।'

দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা পুরনিগমের একমাত্র কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের প্রতিক্রিয়া, 'এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। তবে সময়সীমা কিছুটা বাড়ানো হলে ভালো হত।' বিজেপি নেত্রী মঞ্জন্সী পালের বক্তব্য, 'শহরে বাংলায় সাইনবোর্ড থাকবে সেটা আমরা সবাই চাই। কিন্তু সময়সীমা একটু বাড়ানো প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়।

(স্যাদ্রাশহরে

🔳 উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে দুই সন্ধ্যায় দুটি নাটকের দ্বিতীয় দিন শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে সন্ধ্যা সাডে ছ'টায় অশোকনগর প্রতিবিম্ব প্রযোজনা 'নমস্তস্যৈ'। নির্দেশনা বিন্যাস ও পরিকল্পনায় পার্থসারথি রাহা।

টিতে বিজ্ঞাপন

পুরনিগমের কড়া বার্তায় চিঠি সংস্থার

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : শিলিগুড়ি পুরনিগমকে না জানিয়ে শহরে ২৫০টি খুঁটি বসাতে একটি সংস্থাকে িদিয়েছে মেট্রোপলিটান পুলিশ। সূত্রের খবর, ইসলামপুরের ওই সংস্থা প্রতিটি খুঁটিতে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং লাগাবে। এদিকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, পুর এলাকায় কোথাও কোনওরকম বিজ্ঞাপন দিতে গেলে আগে পরনিগমের অনমতি নিতে হয়। ওই বিজ্ঞাপন বাবদ জমা দিতে হয় নির্দিষ্ট ফি। অথচ এক্ষেত্রে প্রথমে অনুমতি পর্যন্ত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

সপ্তাহখানেক নৰ্থবেঙ্গল অ্যাড এজেন্সি ওনার্স আসোসিযোশনেব প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট দপ্তবের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা-র সঙ্গে দেখা করতে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়। সেসময় রাজেশ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এধরনের বিজ্ঞাপনের অনুমতি তাঁরা দেননি। সঙ্গে সঙ্গে মেয়র গৌতম দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মেয়র ডিসি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকরের সঙ্গে কথা বলেন। এরপরই টনক নড়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার। তড়িঘড়ি পুরনিগমের কাছে অনুমতি চেয়ে একটি চিঠি দেওয়া হয়।

এই ইস্যু নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি পুরনিগম ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয়ের খামতি রয়েছে? মেয়র পারিষদের 'আমরা ওই বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং লাগানোর অনুমতি দিইনি এবং আগামীতেও দৈব না। বাকিটা মেয়র দেখছেন।' গৌতম বললেন, 'আমার সঙ্গে একবার ডিসি ট্রাফিকের কথা হয়েছে। ওরা ২৫০টি পোল বসাতে চেয়েছে।



কী ঘটনা

- ২৫০ পোল বসাতে সংস্থাকে টেন্ডার পুলিশের
- সেখানে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং লাগানো হবে
- অনমতি নেওয়া হয়নি পুরনিগমের কাছ থেকে
- বিষয়টি জানতেই মেয়রের ফোন ডিসি ট্রাফিককে
- এরপর চিঠি দিয়ে অনুমতি চাইল সংস্থা

 মেয়য় পারিষদের বার্তা, বিজ্ঞাপনের অনুমতি আগামীতেও দেওয়া হবে না

আমরা অ্যাডের ম্যাটার এবং সাইজ জানতে চেয়েছি। এখনও পর্যন্ত এটুকু কথা হয়েছে।' শিলিগুড়ির ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বললেন, 'আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা মেরামত, ভাঙা পোল পালটানোর জন্য এজেন্সি নিয়োগ

বিজ্ঞাপন লাগালে পুরনিগমের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে

একাধিক শহরে রাস্তার সম্প্রাসারণ চলছে। কাজ করতে গিয়ে সড়কের ধার থেকে তুলে ফেলতে হয়েছে একাধিক পৌল। এছাডা বিভিন্ন এলাকায় লাগানো পুলিশের সিসিটিভি ক্যামেরা বিকল অবস্থায় পড়ে। তাই সম্প্রতি শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ নতুন পোল বসানো এবং সিসিটিভি ক্যামেরা সারাইয়ের জন্য একটি এজেন্সিকে টেন্ডার দেয়। কাজ শুরুর আগে পুরনিগমের থেকে অনুমতি না নেওঁয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই সংস্থার বিরুদ্ধে।

বছর তিনেক আগেও সিগন্যাল বসানো নিয়ে জড়িয়েছিল শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ। ওইসময় শহরে কয়েকশো পোল বসানো হয়। পোল বসানো এবং তাতে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং नागात्ना निरा विखन जनरपाना হয়। তৎকালীন পুলিশ কমিশনারকে অন্ধকারে রেখে কাজ হয়েছিল বলে অভিযোগ। দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয় তৎকালীন পুলিশ কমিশনার এবং তৎকালীন ডিসিপি ট্রাফিকের মধ্যে। শেষপর্যন্ত করা হয়েছে। ওরা কোনও খুঁটিতে সমস্ত পোল সরিয়ে দিতে হয়েছিল।

ELHI PUBLIC SCHOOL, FULBARI (CBSE Affiliation No. 2430269) ADMISSION MS. MONOWARA **B. AHMED** PRINCIPAL DPS, FULBARI FORMS AVAILABLE AT SCHOOL CAMPUS FOR ADMISSION

IN PRE-NURSERY TO CLASS 9 & 11 FROM 9 A.M. TO 5 P.M.



ARINDAM SENGUPTA





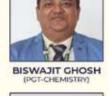
TAPASHREE DUTTA



MRINMOY PAUL



MOUSUMI SARKAR





SHATABDI GHOSH (PGT-PSYCHOLOGY)



PRANISHA GURUNG

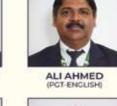


DHRITIMAN BISWAS

ASHOK MALLICK



JAYEETA DAS



ABHIJEET BHATTACHARYA







DEBABRATA HORE





SOUMAJIT SAHA



TRIVENI BAKSHI BISWAKARMA





AVISHEK SARKAR



SHAMBHU KUMAR PANDEY



KOUSHIK SEN

VIVEK KR. BANERJEE

GHOSH TGT-BENGAL





SHUBHAJIT DEB

SAGHAMITRA PAL SUVODEEP BHOWMIK



DRIPTA CHAKRABORTY











ASHIKA THAPA

BISHWAJIT PAUL





KAUSHIK SARDA SATYAKI CHAKRABORTY BISHNA SHARMA

FOR ADMISSION ENQUIRY 869560951

DPS Fulbari, Chhobavita, Canal Road Dist. Jalpaiguri - 734015

info@dpsfulbarisiliguri.com dpsfulbarisiliguri.com

HOSTEL FACILITY



স্বাস্থ্যসাথীর বিল বিকৃতি রোধে উদ্যোগ

কারচাপ ধরবে

জলপাইগুড়ি, ২৫ মার্চ : স্বাস্থ্যসাথীতে পরিষেবা সংক্রান্ত কারচুপিতে নজর রাখছে এআই। রোগীকে চিকিৎসা করার পর বিলে মিথ্যার আশ্রয় নিলেই ধরে ফেলবে এআই। তাই স্বাস্থ্যসাথীর বিলের তথ্য কোনওভাবেই বিকৃত করা যাবে না। এমনকি কেউ যদি ভুল তথ্য একবার দেওয়ার পর তা পরিবর্তন করতে চান সেক্ষেত্রেও কোনও সুযোগ মিলবে না।

মঙ্গলবার জেলা শাসকের দপ্তরে জেলার নার্সিংহোমগুলিকে নিয়ে স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত বৈঠকে কড়া সতর্কবার্তা রাজ্যের অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচিব তৃষার পাঠক। ইতিমধ্যেই জলপাইগুডি জেলার নার্সিংহোমের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথীর বিল সংক্রান্ত কিছ ক্রটি এআই মারফত সবকাবেব নজবে এসেছে। কিছ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, যে চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করেননি তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে বিলে। আবার একই সময় দুটি পৃথক নার্সিংহোমে চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করছেন, এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। এদিন বৈঠক শেষে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচিব বলেন, 'নার্সিংহোমগুলোকে নিয়ে স্বাস্থ্যসাথী বিষয়ক একটি রুটিন মিটিং হয়েছে। সকলেই ভালো কাজ করছে। তাদের বলা হয়েছে নিয়ম মেনে সঠিক তথ্য

নার্সিংহোমগুলোতে যে স্বাস্থ্যসাথীর পরিষেবা মিলছে তা সাধারণ মান্যকে জানাতে বড করে ডিসপ্লে

বোর্ড লাগাতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথীর সরকারি পরিষেবার নিয়মে রয়েছে রোগী যখন সুস্থ হয়ে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরবেন তার আগে একটি ভিডিও ফিডব্যাক রোগী বা তাঁর পরিবারের সদস্যকে দিতে হবে। সেটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পোর্টালে আপলোড করবে। এক্ষেত্রে যদি কোনও নার্সিংহোম কর্তপক্ষের চাপের মুখে পড়ে রোগী বা তাঁর পরিবারকে ভিডিওবার্তায় কিছু বলতে হয় সেটিও এআই ধরে ফেলবৈ বলে এদিন নার্সিংহোমগুলোকে জানিয়ে

দেন সচিব। স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। সব থেকে বেশি অভিযোগ যেটা শোনা যায়, তা হল বেড ফাঁকা নেই। প্রতিটি নার্সিংহোমে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের জন্য কিছ সংখ্যক বেড চিহ্নিত করা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেনেই অভিযোগ আসে বোগীবা নাকি ভর্তির সময় সেই বেড ফাঁকা পান না। নিয়মে রয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের বেড কী অবস্থায় রয়েছে তা নির্দিষ্ট পোর্টালে আপডেট করতে হবে। কিন্ত অভিযোগ নার্সিংহোমঞ্চলোর একাংশ সেই কাজটি যথাসময়ে করছে না।এই প্রসঙ্গটি এদিনের বৈঠকে উঠে আসে। সেখানে সচিবকে তথ্যপ্রমাণ

দিয়ে সরকারের কাছে বিল পাঠাতে। দিয়ে বলতে শোনা গিয়েছে, কোথায় খামতি রয়েছে।

শুধু তাই নয়, কিছু নার্সিংহোম ডায়ালিসিসের ক্ষেত্রে নিয়ম মানছে না। চিকিৎসার নিয়ম অনুযায়ী একজন রোগীকে অন্ততপক্ষে সাডে তিন ঘণ্টা ডায়ালিসিস করা বাধ্যতামূলক। কিছু নার্সিংহোম তিন ঘণ্টারও কম সম্য় ডায়ালিসিস করিয়ে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প থেকে বিল নিয়ে নিচ্ছে। তিন ঘণ্টার কম যদি ডায়ালিসিস দিতে হয় সেক্ষেত্রে নেফ্রোলজিস্টের অনুমতি বাধ্যতামূলক। এদিনের বৈঠকে সচিব জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট অ্যাপে ডায়ালিসিসের রিয়েল টাইম উল্লেখ করতে হবে।

একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও। কয়েকটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সকালে কোনও রোগীর অস্ত্রোপচার হলে সেটি বিকেলে দেখানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অন্যায়ী. স্বাস্থ্যসাথীর দৃটি পৃথক নার্সিংহোমে একই সময়ে হওয়া দুটি অস্ত্রোপচারে একই চিকিৎসকের নাম রয়েছে। কীভাবে এটা সম্ভব তার তদন্ত করতে গিয়ে সরকারের নজরে আসে একটি নার্সিংহোমে ওই চিকিৎসক সকালে অস্নোপচার করেছিলেন। বিলে উল্লেখ করা হয়েছে বিকেলে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এদিন সচিব কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, রোগীর অস্ত্রোপচার শুরু হলেই তার রিয়েল টাইম স্বাস্থ্যসাথীর নির্দিষ্ট পোর্টালে আপডেট করতে হবে।

জঙ্গলপথে মনোময়দের হাতির তাড়া



গায়ক মনোময় ভটাচার্য।

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ জঙ্গল সাফারি করতে গিয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের জঙ্গলে 'অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্যের। অনেকেই জঙ্গলে গিয়েও হাতি দেখার সুযোগ পান না। তবে মনোময় যে কেবল সেই সুযোগ পেয়েছেন, তা নয় রীতিমতো হাতির তাডা খেয়েছেন তবে শেষপর্যন্ত তাঁর কোনও ক্ষতি হয়নি। হস্তীদর্শন সেরে নিরাপদেই কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন গায়ক। সেখান থেকেই ফোনে জানিয়েছেন এই 'থ্রিলিং' অভিজ্ঞতার কথা।

সম্প্রতি একটি কলেজে অনুষ্ঠান করতে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলৈন মনোময়। তাবপুর সোমবার জঙ্গল সাফারি করতে গিয়েছিলেন বক্সা বাঘবনে। জঙ্গলে ঢোকার পর এক জায়গায় গোটা তিনেক হাতির একটি দলের সঙ্গে 'সাক্ষাৎ' হয় মনোময় ও তাঁব সঙ্গীদেব। তখন অবশ্য বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে আরেকটু এগোতেই আবার হাতির পালের মখোমখি হন তাঁরা। সেখানে ৫-৬টি হাতি ছিল। একটি বাচ্চা হাতিও ছিল। প্রথমে মনোময়রা খানিকক্ষণ গাড়ি দাঁড করিয়ে অপেক্ষা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, হাতির পালকে ভালো করে দেখা। সঙ্গী গাইড ভেবেছিলেন, সময় দিলে হাতির পালটি সেখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। পালের একটি হাতি তাঁদের গাড়ির দিকে তেড়ে আসে। হাতিকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে সঙ্গে থাকা গাইড পটকা ফাটান। তাতেও খুব একটা কাজ হয়নি। শেষপর্যন্ত গাঁড়িচালক ও গাইডের তৎপরতায় দ্রুত গাড়ি পিছু হটিয়ে প্রাণে রক্ষা পান শিল্পী। মনোময় বলেন, 'সেই সময় গাড়িতে থাকা প্রত্যেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। দ্রুত বুদ্ধি খাটিয়ে চালক গাডিটি পেছনেব দিকে নিতে থাকেন। প্রায় ৪০ মিটার হাতিটি গাড়িটিকে তাড়া করে শেষপর্যন্ত আমরা নিরাপদেই বেরিয়ে

যুদ্ধে সাময়িক বিরতি

আসতে পেরেছি।'

নিউজ ব্যুরো

২৫ মার্চ : ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যস্ততায় রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি আরেক ধাপ এগোল। হোয়াইট হাউস একটি বিবতি দিয়ে জানিয়েছে, রিয়াধে ইউক্রেন ও রাশিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর কৃষ্ণ সাগরে নিরাপদে নৌ-চলাচল নিশ্চিত করা নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ওই চুক্তিতে কৃষ্ণ সাগরে নিরাপদে নৌ-চলাচল নিশ্চিত করা, বলপ্রয়োগ বন্ধ এবং সামরিক উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক জাহাজের ব্যবহার রোধের মতো বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, চুক্তিটি অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে। তবে. হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে রাশিয়া চুক্তির শতবিলি লঙ্ঘন করলে কোন পদক্ষেপ করা হবে সেটা নির্দিষ্ট করা হয়নি। সেক্ষেত্রে ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও নিষেধাজ্ঞার জন্য সরাসরি ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে আবেদন করবে বলে জেলেনস্কি জানিয়েছেন।

সচেতনতা

ইসলামপুর, ২৫ মার্চ : ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী ইসলামপুর পুরসভা। মঙ্গলবার পথনাটিকার মাধ্যমে সচেতনতামলক বার্তা দেওয়া হল। বাস টার্মিনাস সহ পরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পথনাটিকা পরিবেশন করেন কলকাতার নাট্যশিল্পীরা। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার-প্রিচ্ছন্ রাখা, জল জমতে না দেওয়া ইত্যাদি উপায় অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেন তাঁরা।

কেন্দ্র সাংসদের বক্তব্যকে কোনও বৈঠক ডাকেনি। ফলে পাহাডে গুরুত্বই দিচ্ছে না। এভাবে সাংসদ পাহাড়ের মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন।'

বি রাজুর

লন্ডনে বাণিজ্য সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেকারত্ব ৪৬ শতাংশ

ক্মেছে: মমতা

রাজ্যে আসছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

মমতা বলেন, 'আপনারা বাংলায়

বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন।

ক্ষতির মুখ দেখতে হবে না।

বাংলায় টেনশন নেই. স্টেস নেই।

ভারতে যেখানে জিডিপি বৃদ্ধির হার

৬.৩৭ শতাংশ, বাংলায় তা ৬.৮০

শতাংশ। সর্বত্র যখন বেকারত্ব বাডছে.

তখন বাংলায় তা ৪৬ শতাংশ কমাতে

'আমবা এগিয়ে বয়েছি সামাজিক

প্রকল্পে। আমাদের ৯৪টা সামাজিক

প্রকল্প আছে বাংলায়। আমরা পড়য়া

থেকে কৃষক, মহিলা সকলকেই

সাহায্য করি। এটা মোটেই সহজ নয়

করোনার পর। আমাদের এই প্রকল্প

জানিয়ে মমতা বলেন, 'আমরা ওঁটি

পাহাড় সমস্যা মেটাতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

শীঘ্রই ত্রিপাক্ষিক,

বাংলায় শিল্পপতিদের আহ্বান

সামাজিক প্রকল্প নিয়ে

বাড়্ছে ক্রমাগত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের

দেখিয়ে

বলেন,

এই পরিসংখ্যান

লন্ডন, ২৫ মার্চ : যখন সারা দেশে ৮.৬০ শতাংশ।'

বেকারত্ব বাড়ছে, ঠিক সেই সময়ে

বাংলায় বেকারত্বের হার ৪৬ শতাংশ

কমে গিয়েছে বলে দাবি করলেন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রিটেনে

বণিক মহলে যোগ দিয়ে মমতা বলেন,

'২০১৭-২০১৮ থেকে ২০২৩-

২০২৪ সালের মধ্যে আমরা বাংলার

বেকারত্ব ৪৬ শতাংশে কমিয়ে এনেছি।

এটা কি বড় সাফল্য নয়?' এদিকে,

বাংলায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি স্কুল খুলছে

মঙ্গলবার ব্রিটিশ বণিকসভার

সামনে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবান্ধব

পরিবেশকে তুলে ধরতে গিয়ে

মুখ্যমন্ত্রী বেশকিছু পরিসংখ্যান তুলে

ধরেন। তিনি বলৈন, 'দারিদ্র্যসীমার

নীচে থাকা মানুষদের সকলকে আমরা

খাবার তলে দিয়েছি। ২০১১ সালে

বাংলায় দারিদ্রাসীমার নীচে ৫৭.৬০

শতাংশ মানুষ বসবাস করতেন। এখন

আমাদের রাজ্যে এই শতাংশ হল

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : পাহাড়

নিয়ে শীঘ্রই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

হবে। যে কোনওদিন বৈঠকের

দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে।

মঙ্গলবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠকের পরে

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এ

কথাই জানিয়েছেন। তবে সাংসদের

কথায় আস্থা রাখতে না পেরে

এদিনই পাহাড় ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছেন

দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ইস্যুতে সাংসদকে

বিঁধতে ছাডেনি পাহাডের শাসকদল

ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা

পাহাড় সমস্যা সমাধানে দ্রুত

পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন

নীরজ জিম্বা। বিজিপিএমের মুখপাত্র

শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'সাংসদ

বহুদিন ধরেই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

হচ্ছে, হবে বলে আসছেন। সেটা

গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকে

শুনছি। আমাদের সাংসদ মাঝেমধ্যে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা

(বিজিপিএম)।

বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে রাজু বিস্টের দাবি. 'দিন কয়েকের মধ্যেই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের চিঠি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাবে।' অবশ্য আদতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ঠিক কবে হবে, তা সময়েই বলবে। ২০২২ সালে দিল্লিতে শেষবার

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠক থেকে দার্জিলিংয়ের বলা হয়েছিল, কয়েক মাসের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে মধ্যেই ফের বৈঠক হবে। কিন্তু মাঝে আড়াই বছর কেটে গিয়েছে। তারপর আর কোনও বৈঠক ডাকেনি কেন্দ্র। গত পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটের আগেও রাজু বিস্ট পাহাড় সমস্যা সমাধানে দ্রুত ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে বলে দাবি করেছিলেন। তিনি একাধিকবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কাছে পাহাড়ের দাবি নিয়ে দরবার করেন। বেরিয়ে এসে বৈঠক হচ্ছে করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বলে দাবি করেন। কিন্তু বাস্তবে এখনও পাহাড় নিয়ে কোনও

সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপির কর্মকর্তা ও সাংসদকে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার দিল্লিতে ফের অমিত শা'র সঙ্গে দেখা করেন রাজু। সেখানে তিনি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবি জানিয়েছেন। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগায়ী কয়েকদিনের মধ্যেই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন।'

ইকনমিক করিডর তৈরি করছি।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর হচ্ছে। বিশ্বের

দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা উত্তোলন শিল্প

তৈরি হচ্ছে বীরভূমে। জায়গার নাম

দেউচা পাচামি। এখানেও বিনিয়োগ

করা যেতে পারে। এখানে প্রচুর

'মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান

সব ক্লাব ফুটবল খেলে। আমি গর্বিত

তাদের জন্য।' ব্রিটেনের বণিকসভার

সামনে তিনি বলেন, 'আমাদের

ছাত্ররা এখানে এসে পডাশোনা করতে

ভালোবাসে। আমাদেব বাংলাব রান্ডে

অ্যাম্বাসাডর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

উনি ক্যাপ্টেন থাকার সময় আমর

অনেক কাপ জিতেছি। বাংলার

সকলেই ফুটবল-ক্রিকেট ভালোবাসে

বাংলায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি স্কুল খুলছে

সতাম, ঋষি এবং অন্যান্য সংস্থায়

সঙ্গে মিলে কলকাতায় স্পোর্টস

ফুটবল প্রসঙ্গে মমতা বলেন

কর্মসংস্থান হবে।'

এদিনই দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে পাহাডের দীর্ঘদিনের দাবি কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। মেটাতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবি জানিয়েছেন। কয়েক বছর আগে শিলিগুড়িতে এসে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে 'গোখাদের স্বপ্ন আমার স্বপ্ন' বলেছিলেন।

সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ কবে বিধায়ক লিখেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই পাহাড়ের মানুষ আপনার ওপরে আস্বা বেখে বসে বয়েছেন। এবাব তাঁদের দাবি পূরণে পদক্ষেপ করুন। পাশাপাশি ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবিকেও মান্যতা দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন বিধায়ক।

হাতির তাণ্ডব

কিশনগঞ্জ, ২৫ মার্চ কিশনগঞ্জের ইন্দো-নেপাল সীমান্তের তাড়াতে গ্রামে বিদ্যুতের তার বিছানো ধনটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মলাবাডি পিপলা গ্রামের ভুটাখেতে গত ২২ এক মহিলা। তাঁর নাম বিবি দেলনর মার্চ থেকে ঘাঁটি গেড়েছে একদল হাতি। দলটির এক দাঁতালের তাণ্ডবে বাসিন্দারা আতঙ্কিত। মঙ্গলবার বনকতা অংশুমান চৌধুরী সীমান্তে হাতির তাগুবে ক্ষতিগ্রস্ত

: চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। হাতি হয়েছিল। সেখানে তডিদাহত হন খাতন। বর্তমানে তিনি দিঘলব্যাংক সরকারি হাসপাতালে ভর্তি। ওই হাসপাতালের চিকিৎসক এনামল হক জানান, মহিলার নিমাঙ্গ পুড়ে গিয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় তিনি এলাকা ঘুরে দেখেন। ওই দাঁতাল জমিতে বাঁধা ছাগল আনতে গিয়ে সহ হাতির পালের দাপটে ভূটা জখম হন।

১৪৭ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ২৫ মার্চ : মঙ্গলবার দুপুরে মস্তান চকে কিশনগঞ্জ-বাহাদুরগঞ্জ রাজ্য সড়কে নাকা চেকিংয়ের সময় একটি চারচাকার গাড়ি থেকে ১৪৭ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করল কোচাধামন থানার পুলিশ। যদিও উর্দিধারীদের দাবি, গাঁড়ির চালক আগেই পালিয়ে যায় পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে।

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ পাহাড়ের পানীয় জলসমস্যা এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন নিয়ে গোখাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্টেশনের (জিটিএ) সঙ্গে বৈঠক করলেন পূর্ত এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। মঙ্গলবার জিটিএ-র সদর দপ্তর লালকঠিতে অনষ্ঠিত এই বৈঠকে অনীত থাপা সহ জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তা, দার্জিলিং এবং কালিস্পংয়ের জেলা প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

জিটিএ'র সঙ্গে

কথা মন্ত্রীর

কাজে গতি আনতে বৈঠক

চাকুলিয়া, ২৫ মার্চ : সরকারি প্রকল্পের কাজে গতি আনতে আলোচনায় বসলেন মন্ত্রী ও জেলা শাসক। মঙ্গলবার চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে প্রশাসনিক সভা হয়। সেখানে ছিলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ও জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক কর্তারা। চাকুলিয়ার যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক কাজ থমকে রয়েছে, তা দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাইক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : সাত মাস পর চুরি যাওঁয়া বাইক উদ্ধার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। সোমবার রাতে সলকাভিটা এলাকা থেকে বাইকটি উদ্ধার করে আণ্টি ক্রাইম উইং। ঘটনায় দিবাকর সিংহ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ইঙ্গিত ইউনূসের

একাংশের সঙ্গে সেনাবাহিনীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার ওয়াকার স্পষ্ট করে বলেন 'অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আমরা দেশমাতৃকার কল্যাণে সবসময় পাশে থাকব। জুলাই যোদ্ধাদের মঙ্গলবার সংবর্ধনা জানানো হয়েছে সেনার তরফে। ওই অনুষ্ঠানেই ওয়াকার জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের 'জাতির গর্ব' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, 'এই আন্দোলনে তরুণসমাজ শুধু অংশগ্রহণই করেনি বরং সত্য ও সঠিক পথে দাবি আদায়ের অনপ্রেরণা জগিয়েছে। সেনাবাহিনীর ওই কর্মসূচি ছিল দিনে। আর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দৈশে ভাষণে কার্যত সেনা শাসনের জল্পনা খারিজ করে দেন প্রধান উপদেষ্টা।

ইউনুস বলেন, 'গুজব হল জুলাই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পরাজিত শক্তিব সবথৈকে বড় হাতিয়াব। গুজুব দেখলেই তার সূত্রের সন্ধান করবেন। গুজবকে অবহেলা করবেন না। বহু অভিজ্ঞ সমর বিশারদ এই গুজবের নেপথ্যে দিনরাত কাজ করছেন। এর পিছনে রয়েছে সীমাহীন অর্থ। এর মূল লক্ষ্য হল, জুলাই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করা। আমরা এটা কিছুতেই হতে দেব না।' ইউনুস মনে করিয়ে পর্ব সফল হয়েছে। তার সমাপ্তির মধ্যে দিয়ে অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, স্বাধীনতা দিবসের আগে জামায়াতে ইসলামিকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে তকমা দিয়েছে বিএনপি। দলের মহাসচিব মিজা ফখরুল ইসলাম আলমগির মঙ্গলবার বলেন, পাকিস্তানিদের সহযোগীরা এখন গলা ফলিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে। অনেকে মক্তিযুদ্ধকে ভলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ইতিহাসকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না।'

ঘরছাড়া স্ত্রী

প্রথম পাতার পর

এদিকে, স্ত্রী তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে ফেসবুকে রিল বানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করার পরই সবটা বুঝে যান অচিন্ত্য।

প্রতিবেশীরা অচিন্ড্যের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। এলাকার এক গৃহবধূ লতা সিংহ বলেন, 'এর আগেও ওই মেয়েটি একাধিকবার বাডি থেকে পালিয়েছে। ওর স্বামী ভালো। তাই **उ**क चरत कितिरा निराष्ट्रिलन। এরপর আর সম্ভব নয়। তাই শ্রাদ্ধ করে আজকে লোক খাওয়াচ্ছেন। তাঁর আরও দাবি, 'যেটুকু শুনলাম, ওই মহিলা এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে ঋণ নিয়েছিলেন মোটা অঙ্কের। সেই টাকা নিয়েও চম্পট

স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী বিপ্লব রায়ের বক্তব্য, 'আমরা আবার অচিন্ত্যর বিয়ে দেব। তাই আমরা আগাম ওর প্রাক্তন বৌয়ের শ্রাদ্ধ করে রাখলাম।' অচিন্ত্যর পরিবারের এক সদস্য আশালতা রায়ের কডা বার্তা, 'আমরা অচিন্ড্যের স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। গ্রামে যাতে আর কেউ এমন না করে, তারই বার্তা দিয়েছি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে।পলিশ তদন্তে নেমেছে। পুরো বিষয়টিকে সামাজিক মাধ্যমের কৃফল বলে মনে করছেন স্থানীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক রফিকুল আলম। তাঁর মন্তব্য, 'এই ঘটনা আমি সামাজিক মাধ্যমে মেলামেশার কুফল বলেই মনে করি।'

ালকে অপমান

প্রথম পাতার পর 2025 সালে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য পদ্মশ্রী পান মালদার গাজোলের প্রত্যন্ত কোটালহাটি গ্রামের কমলি সোরেন। কমলিদেবীর বাপের বাড়ি পুরাতন মালদার বাগমারা গ্রামে। কম বয়সে বিয়ে হয়। কন্যাসন্তান হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি চলে আসেন গাজোলের কোটালহাটি গ্রামে। সেখানে রাজেন বাবাজির আশ্রমই এখন কমলি সোরেনের ঠিকানা। এখানে থেকেই গত ৩০ বছর ধরে আদিবাসীদের ঐতিহ্য, তাদের উন্নয়ন હ সাহায্য করার কাজ করে চলেছেন তিনি। যদিও এই নিয়ে কমলির মন্তব্য, 'জীবনভর গরিব-দুঃখীদের সেবা করেছি, বিনিময়ে কিছুই চাইনি। আজ আমি নিজে অসুস্থ। একটু ভালোভাবে থাকার সুযোগও মিলছে না। সেবিকাদের বললেই তাঁরা মুখ

অভিযোগ প্রসঙ্গে বক্তব্য

মৌখিকভাবে শুনেছি। তবে কেউ কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি। তাই কোনওকিছু বলা সম্ভব নয়।'

মেডিকেল মালদা কলেজের প্রিন্সিপাল পার্থপ্রতিম 'হাসপাতালের ওয়ার্ড ও কেবিন সংক্রান্ত কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে কমলি সোরেনের মতো একজন বিশিষ্ট মহিলার চিকিৎসায় যেন কোনওরকম গাফিলতি না হয়, তা আমরা নিশ্চিত করব। চিকিৎসা অভিযোগ সংক্রান্ত তা খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন 'তৃণমূলের চুনোপুঁটি নেতারা মেডিকৈলে চিকিৎসার জন্য গেলেও স্যর স্যর করা হয়। আর রাষ্ট্রপতি পরস্কারপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসা করাতে গিয়ে কটাক্ষের মুখে পড়ছেন। আমার প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী মালদা বড় বড় কথা বলেন। তাহলে কেন মেডিকেলের অধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ এক বেডে তিনজন রোগীকে শুয়ে 'বিষয়টি থাকতে হবে?'

স্বামীর 'দখল' নিয়ে

সেই মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন। তারপর থেকে স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে সেই তরুণের যোগাযোগ নেই বললেই চলে।

নানা সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার আলিপুরদুয়ার শহরে স্বামীর খোঁজে আসেন প্রথম স্ত্রী। শহরের একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করেন সেই স্বামী। দুপুরে সেই দোকানে পৌঁছে যান সেই বধু। দ্বিতীয় স্ত্রী সহ স্বামীর ছবি দেখালে দোকানের লোকজন চিনতে পারেন। সেখান থেকেই তরুণের ভাড়া বাড়ির খোঁজ পান স্ত্রী।

তারপর অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেন। তবে তা সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত সটান স্বামীর নতুন সংসারে গিয়ে হাজির হন। আলিপুরদুয়ার

প্রায় তিন মাস ধরে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের থাকছিলেন ওই তরুণ। চৌপথি অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। এলাকার ভাডাবাডিতে মা ও কোলের সন্তানকে নিয়ে হাজির হন প্রথম স্ত্রী। দই পক্ষ বাকবিতগুয় জড়িয়ে পড়ে। বিবাদ থেকে ধস্তাধস্তি। স্বামী যাতে পালাতে না পারে তার জন্য তার পোশাক ধরে রেখেছিলেন চার মাসের সন্তানকে নিয়ে প্রথম স্ত্রী। এই দশ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর টানাহ্যাঁচডাতে তাদের চার মাসের সন্তান আহত হয়েছে বলে দাবি সেই বধূর। পুলিশ সোমবার রাতেই অভিযক্ত তরুণকে আটক করে এবং প্রথম স্ত্রী ও শিশুটিকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।

আলিপুরদুয়ার দ্বিতীয় স্ত্ৰী শহরের একটি নার্সিংহোমে কর্মরত। তবে মঙ্গলবার তিনি কাজে যাননি। আর গোটা ঘটনা নিয়ে অভিযুক্ত তরুণ ও দ্বিতীয় চৌপথি সংলগ্ন একটি ভাড়াবাড়িতে পক্ষের স্ত্রী কোনও মন্তব্য করেননি।

কুমন্তব্যে শাস্তি

প্রথম পাতার পর

তবে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। চ্যাংরাবান্ধা আন্তজাতিক অভিবাসন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'পুলিশ ওই বাংলাদেশি নাগরিককে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে নিয়ে আসার পর কলকাতা এফআরআরও 'র সঙ্গে কথা বলে তাঁর ভিসা বাতিল করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।'

এদিকে, এদিনের ঘটনার বিষয়ে অনেকেই আজাদরের নিন্দায় সরব হন। গাড়িচালক বাসুদেব সরকারের বক্তব্য, 'ওই ব্যক্তি এদিন আমাদের দেশে পা রেখে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রের কর্মীদের পাশাপাশি গাড়িচালকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। আজেবাজে কথা

বলছিলেন। আমাদের দেশের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করায় খুবই খারাপ লাগছিল।' গাড়িচালক মাহাদুল ইসলাম বললেন, 'ওই ব্যক্তি একটি গাড়িতে উঠে ভারত সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য করেন। শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য তিনি আমার গাড়িতে উঠেছিলেন। কিন্তু ওঁর কীর্তির জন্য আমি ওই ব্যক্তিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিই।' স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের কর্মী মন্না দাস বললেন, 'ওই বাংলাদেশি নাগরিক আমাদের এখানে এসে এদিন যে ঘটনা ঘটালেন তার একটি বিহিত চাই।' ভবিষ্যতে ওই ব্যক্তিকে যাতে আর কোনওদিন ভারতে ঢোকাব অনমতি না দেওয়া হয় সেই দাবিতে উত্তেজিত জনতা এদিন সরব হয়।

স্থাগিতাদেশ

২৫ মার্চ বেআইনিভাবে প্রস্ত পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে দার্জিলিংয়ের খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিলেন। বিচারপতি জানান, ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিক আদালতে মামলা সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট জমা দেবেন। তারপর ওই ব্যক্তির গাড়ি ও পশু ছেড়ে দিতে হবে। আবেদনকারীর আইনজীবীর অভিযোগ, বৈধ নথিপত্র ও স্বীকৃত ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ বেআইনিভাবে ৩ মার্চ তাঁর গাড়ি ও ১৮টি পশু আটক করে।

রঙিন জলে

প্রথম পাতার পর

মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে পাবের সামনে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল, দুই কিশোর-কিশোরী সেখানে ঢুকছে। দাঁড়িয়ে থাকা বাউন্সাররা ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। আসলে, পাব মালিকরা যতই নিয়মকানুন বলুন না কেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পাবের ছবিগুলো ভালো করে দেখলে, এমন উদাহরণ ভরিভরি নজরে পড়বে।

একটি মলের ম্যানেজার একান্ডে স্বীকার করে নিলেন, গোটাটাই টাকার খেলা। টাকা দিলেই খুলে যাচ্ছে পাবের ঢোকার দরজা। তবে শুধ মদ ন্য অন্যবক্ষ নেশাব হাত্ছানিও রয়েছে পাবগুলিতে। কিছুদিন আগেই শহর শিলিগুড়ি থেকে দুই কোকেন কারবারি গ্রেপ্তার হয়েছে। এসটিএফ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, তারা শহরের বিভিন্ন পাবে কোকেন সরবরাহ করত। এমনকি এই সংক্রান্ত একটি তালিকাও করে ফেলেছে এসটিএফ। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তালিকায় রয়েছে সেবক রোডের একাধিক পাবের নাম। যাদের অধিকাংশই নিধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও গভীর

রাত পর্যন্ত খোলা থাকছে। আসলে পরতে পরতে নিয়ম ভাঙার খেলা দেখানোই যেন দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে শিলিগুড়ির অধিকাংশ পাবে। আবগারি দপ্তর ও পুলিশের কথায় যদিও একই সুর, নজরদারি চলছে। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

চলছে গাড়ি

তবে, বিডিওর গাড়িতে নীল বাতি লাগানো নিয়েও বিতর্ক চরমে। এনিয়ে বিডিও খেপে ওঠেন। তিনি বলেন, 'বিডিও গাড়ি পান না। সেটি এগজিকিউটিভ অফিসারের গাড়ি। প্রয়োজনে ভাড়ার গাড়ি থেকে নীল বাতি সরিয়ে দিচ্ছি। আগের গাড়িগুলিরও রেজোলিউশন নেই। এখন তাহলে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে টোটোতে চলাচল করতে হবে। কারণ সরকার তো গাড়ি দেয় না।'

বিডিও এই কীর্তি নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'তৃণমূলের জমানায় নিয়মনীতি বলে আর কিছু নেই। তারা যা করে, তাই নিয়ম। এই ধরনের নেতারা গাড়ি ভাড়া দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা লুটে নিচ্ছে। এরপর সেই মুনাফার টাকা সরকারি আধিকারিকরাও নিচ্ছেন।'

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকা এবং ব্লকগুলিতে কোনও বিল্ডিং চিঠি দিচ্ছে শিলিগুডি ইঞ্জিনিয়ার্স প্ল্যান পাশ করতে হলে আগে এসজেডিএ থেকে এলইউসিসি নিতে হয়। সরকার নিধারিত ফি দিয়ে এই সার্টিফিকেট নিতে হয়। সব মিলিয়ে এলইউসিসি

> লাগার কথা। অভিযোগ, এসজেডিএ-তে প্ল্যানিং বিভাগে মাসের পর মাস আটকে থাকছে এলইউসিসিগুলি। কিন্তু কোনও 'দালাল' মারফত গেলেই অনায়াসে মিলছে এলইউসিসি। অবশ্য তার জন্যে মোটা টাকা দিতে হচ্ছে। নিধারিত ফি-র থেকে বেশি টাকা দালালকে মাসখানেকের মধ্যেই ব্লক অফিস থেকেই দেওয়া হত। উঠতে শুরু করেছে।

এলইউসিসি হাতে চলে আসে বলে অভিযোগ। ওই বিভাগে একজন মহিলা সমেত মোট তিনজন প্ল্যানার (বাস্ত্রকার) রয়েছেন, যাঁরা এলইউসিসি দেওয়ার কাজগুলি দেখাশোনা করেন। এসজেডিএ-তে এই সমস্যার ফলে মাঝে একবার মাটিগাড়া ব্লক সিদ্ধান্ত আসতে সর্বোচ্চ দেড় মাস সময় তারা ব্লক থেকেই এলইউসিসি দেবে। মাটিগাড়ার দেখাদেখি বাকি তিনটি ব্লকও একই সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময় তড়িঘড়ি কলকাতায় পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবের সঙ্গে কথা বলে তৎকালীন বোর্ড ফের পুরোনো প্রথা ফিরিয়ে আনে। আগে রাজগঞ্জ

কিন্তু গত বছরের ৮ জলাই ফের পুর ও নগরোন্নয়ন দম্ভর থেকে নির্দেশিকা জারি করে রাজগঞ্জ থেকে এলইউসিসি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই এলইউসিসি-ও এসজেডিএ থেকে দেওয়া হবে বলে নির্দেশিকা জারি হয়। কিন্তু নির্দেশিকার আগে পর্যন্ত প্রায় ২৫০টি এলইউসিসি-র ফি কেটে কাগজ জমা রয়েছে রাজগঞ্জে। সেগুলির কোনও ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এসজেডিএ দায় চাপাচ্ছে রাজগঞ্জ ব্লকের ঘাড়ে। আবার ব্লক থেকে বলা হচ্ছে, এসজেডিএ থেকেই এলইউসিসি দেওয়া হবে। এই পরিস্থিতিতে ব্লকের এলইউসিসি সেখানকার এসজেডিএ-র ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন

এলইউসিসি পেতে ভরসা দালাল

প্রথম পাতার পর ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিবকে

অণন্দ আর্কিটেক্টস আমসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক দুলালচন্দ্র বক্তব্য, আন্দোলনের পর আগের থেকে পরিস্থিতি কিছুটা বদলালেও এখনও এলইউসিসি পৈতে সমস্যা হচ্ছে। রাজগঞ্জের প্রায় ২৫০ এলইউসিসি এখনও আটকে রয়েছে।'

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুডি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মুখ্য কার্যনিবাহী আধিকারিক অর্চনা ওয়াংখেডের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন কেটে দেওয়ায় বক্তব্য মেলেনি।

নাইটদের আজ জয়ে ফেরার যুদ্ধ

চ্যালেঞ্জ। আর প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে

কয়েক আগে ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে লজ্জার হার দিয়ে অভিযান শুরু করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের সব বিভাগেই উডে গিয়েছিলেন আজিক্ষা রাহানেরা।

বুধবার আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে নাইটদৈর ছন্দে ফেরার যুদ্ধ। 'আমরাও পারি' প্রমাণ করার লড়াই। এভাবেও ফিরে আসা যায়, প্রমাণের মঞ্চ। আর সেই মঞ্চে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট নাইটদের রাজস্থান। সামনে সানৱাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে রাজস্থানও গিয়েছে। কিন্তু পরাগ, সঞ্জ স্যামসনদের হারের ছিল পালটা লডাই। জেতার মরিয়া চেক্টা। ২৮৭ রানের চ্যালেঞ্জ পার করতে না পারলেও ধ্রুব জুরেলরা প্রমাণ ব্যাটিংটা করতে জানেন।

লক্ষ্য যত বড়ই হোক না

শুরুর ম্যাচে দুই হেরো দলের যদ্ধ নিয়ে তেতে রয়েছে গুয়াহাটি। বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে কেকেআর বনাম রাজস্থান ম্যাচের টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। যার মূল কারণ, রাজস্থান অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। অসমের ছেলে পরাগ প্রথমবার আগামীকাল তাঁর ঘরের মাঠে আইপিএলে অধিনায়কত্ব করতে চলেছেন। সঙ্গে রয়েছে রানের হাতছানিও। গুয়াহাটিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজে বড় রানের হাতছানি রয়েছে। অসম ক্রিকেট সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ তরফে দাবি করা হয়েছে, অন্তত ২০০ মার্চ : বিশাল প্রত্যাশা। খেতাব ধরে রাখার রানের উইকেট তৈরি হয়েছে কেকেআর বনাম রাজস্থান ম্যাচের জন্য। প্রশ্ন হল, শাহকথ খানেব দলেব হয়ে বড় বান কববেন কে? ইডেনে আরসিবি ম্যাচের মঞ্চে দেখা

গিয়েছিল, কুইন্টন ডি কক রান না পেলেও হাতে ভরসা দিয়েছিলেন অধিনায়ক রাহানে সুনীল নারায়ণ।

> প্যাভিলিয়ানে কেকেআর ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। নিশ্চিত ২০০ বা তার বেশি বানের পরিস্থিতি থেমে যায় ১৭৪ রানে। ব্যাটিংয়ের মতোই

কিন্তু তাঁরা

তথৈবচ অবস্থা দলের নাইট বোলিংয়েও। চক্রবর্তী ও নারায়ণ, দলের দুই স্পিনারের রহস্য উপর বড্ড বেশি নির্ভরশীল কেকেআর। প্রথম ম্যাচে বরুণরা চেষ্টা করলেও সেরাটা দিতে পারেননি। বাকিরা হতাশ করেছিলেন। নাইটদের বোলিং দৈন্যতাও

এসেছিল সামনে দুনিয়ার। আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচে কী হবে? বিকেলে নাইটদের অনুশীলন

অরুণ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দাবি করেছেন, একটা ম্যাচ দিয়ে দলকে বিচার না করতে। শুধু তাই নয়, ইডেনে আরসিবি ম্যাচে এক ওভারও বোলিং না করা আন্দ্রে রাসেল আগামীকাল বল করতে পারেন। কিন্তু রাসেল বল করলেই কি সমস্যা মিটে যাবে? আপাতত এমন প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নেই। তাছাড়া রাজস্থান ব্যাটিংয়ে যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জ, শিমরন হেটমায়ারদের মতো বড় শট খেলতে পারা ব্যাটারের ছড়াছড়ি। উপরি হিসেবে রাজস্থানের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও কালকের ম্যাচের 'একা' ফ্যাক্টর। হুইলচেয়ারে চড়ে দলকে কোচিং করাচ্ছেন তিনি। দিয়ে চলেছেন সাফল্যের মন্ত্র। প্রাক্তন নাইট নীতীশ রানাও বুধবার রাহানের দলের

'কাঁটা' হিসেবে উদয় হতেই পারেন।

দ্রাবিড়ের সাফল্যের মন্ত্র নাইটদের এগিয়ে চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেবে কিনা, কালই স্পষ্ট হবে। তার আগে আজ সন্ধ্যায় দীর্ঘসময় অনশীলন করল কেকেআর। সেই অনুশীলনে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত যেমন দলের ব্যাটিংকে মজবুত করার জন্য বারবার অধিনায়ক রাহানে, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তেমনই বোলিং কোচ ভরত স্পেনসার জনসন, হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরাদের নিয়ে স্পট বোলিংয়ের ক্লাস করলেন। রাতের দিকের খবর, দলের কর্ণধার খানও রাহানেদের বাত্ৰ পাঠিয়েছেন। তিনি সাম্প্রতিক অতীতের ব্যর্থতা ভুলে রাজস্থানের বিরুদ্ধে নয়া শুরুর ডাক দিয়েছেন।

নাইটদের জয়ে বাজিগরের বার্তা কতটা কাজে দেয়, সেটাই দেখার।

কেকেআর বনাম

শেষ ম্যাচও বৃষ্টিতে

রাজস্থানের

ন্দ্ৰিন্দ ভেন্তে গিয়েছিল।

কেকেআর বনাম রাজস্থান

মোট ম্যাচ 💇 কেকেআর জয়ী >8 রাজস্থান জয়ী >8

দুইটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়।

🕊 রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের

প্রস্তুতিতে রিঙ্কু সিং।



দিল্লি ক্যাপিটালসকে জেতানোর পর আশুতোষ শর্মা। তাঁর এই সেলিব্রেশন সামাজিক মাধ্যমে আপাতত চর্চায়।

সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনা করতে দেখা

যায়। পাশে হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার।

টপ অর্ডার খব ভালো ব্যাট করেছে।

তারপরও স্কোর ঠিকঠাক ছিল। শুরুতে

গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেখান থেকে

ঋযভ পন্থ

66

যেভাবে শুরু হয়েছিল। শেষ ৫ ওভারে

ল্যান্স ক্লুজনার

উসকে দেয় ২০২৪-এর বিতর্কিত ঘটনা।

মাঠের মধ্যেই সেদিন প্রকাশ্যে তৎকালীন

অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের ওপর ক্ষোভ

উগরে দেন লখনউ কর্ণধার। এবার কি

তাহলে ঋষভ পন্থের পালা? লখনউয়ের

অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচে সপার

ফ্লপ ঋষভ। ৬ বলে শূন্য। ম্যাচের শেষ

ওভারে শাহবাজ আহমেদের বলে সহজ

স্টাম্পিং মিস করেন মোহিত শর্মার। নাহলে

ওখানেই ম্যাচ শেষ। হেরে নয়, জিতেই

ক্যামেরা সেদিকে ফোকাস করতেই

ঠিকঠাক ফিনিশ হলে স্কোর আরও

বেশি হত। অন্তত ২০-৩০ রান কম

হয়েছে। নাহলে ম্যাচের ফলাফল

অন্যরকম হত।

ইনিংসের মাঝপথে তাল কাটে।

ওদের কয়েকটা উইকেটও পেয়ে

রাশ আলগা হয়ে যায়।

মেন্টর শিখরকে সাফল্য উৎসর্গ আশুতোষের

দিল্লি ক্যাপিটালস ৬৫/৫ স্কোরে ধুঁকছে।

২১০-এর জয়-লক্ষ্য তখন বহুদুর। জয়ের গন্ধে ঋষভ পন্থের লখনউ সুপার জায়েন্টস ফুরফুরে মেজাজে। মাঠে হাজির ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার চোখেমুখে স্বস্তির ছাপ। উলটো ছবি দিল্লি শিবিরে। যদিও অন্যরকম স্ক্রিপ্ট ভেবে রেখেছিলেন আশুতোষ শর্মা। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে নেমে প্রায় হারা ম্যাচে দিল্লিকে জিতিয়ে ফিরলেন!

৩১ বলে অপরাজিত ৬৬-র লড়াকু ইনিংসে লখনউয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন। ম্যাচের শেষ ওভারের তৃতীয় বল সোজা গ্যালারিতে ফেলে জয় নিশ্চিত করে নেন আশুতোষ। ৫টি ছক্কা. সমসংখ্যক বাউন্ডারিতে সাজানো ইনিংসের সুবাদে ম্যাচের সেরা, যা নিজের মেন্টর শিখর ধাওয়ানকে

আমি নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছিলাম। শুধু মনকে বলছিলাম, মোহিত এক রান নিক। স্ট্রাইক পেলে ছক্কা মেরে ম্যাচে ইতি টেনে দেব। নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। ইনিংসটা উপভোগ করেছি। ভালো লাগড়ে পরিশ্রমের মূল্য পেয়ে। -আশুতোষ শর্মা

উৎসর্গ করলেন। জানান, তাঁর ব্যাটিংয়ে বরাবর বিশ্বাস দেখিয়েছেন শিখরপাজি। যাঁর উৎসাহ তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

গতবার পাঞ্জাব কিংসের জার্সিতেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন। যার সুবাদে ৩.৮ কোটিতে দিল্লি এবার নিলামে তুলে নেয় আশুতোষকে। প্রথম ম্যাচেই যার মর্যাদা রাখলেন। সাজঘরে ফিরে প্রথম ফোনটাই করেন ধাওয়ানকে। ভিডিও কল। শিখরের চোখেমুখে ছাত্রের সাফল্যের খুশি। গুরুদক্ষিণা দিতে পেরে খুশি আশুতোষও কথা হারালেন। বার পাঁচেক শুধ 'স্যার থ্যাংক ইউ'-তেই আটকে থাকলেন। ছাত্র-মেন্টরের যে আবেগঘন ভিডিও কলের ছবি পোস্ট করে দিল্লি ক্যাপিটালস।

ভিডিওতে ম্যাচের নায়ক আরও বলেছেন,

পুরস্কার আমার মেন্টর শিখরপাজিকে উৎসর্গ করতে চাই।' হিসেব কষা ইনিংস। ১৫ ওভারে আশুতোষের স্কোর ছিল ২০ বলে ২০। পরের ১১ বলে ৪৬ রান যোগ করে ম্যাচের রং বদলে দেন প্রবল চাপের মুখে।

ক্রিজে শেষ ব্যাটার মোহিত শর্মা। নন-স্ট্রাইকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আশুতোষের শুধু একটাই প্রার্থনা, স্ট্রাইক যেন পান। বলেছেন, 'আমি নিজেকে স্বাভাবিক রেখেছিলাম। শুধু মনকে বলছিলাম, মোহিত এক রান নিক। স্ট্রাইক পেলে ছক্কা মেরে ম্যাচে ইতি টেনে দেব। নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। ইনিংসটা উপভোগ করেছি। ভালো লাগছে পরিশ্রমের মূল্য পেয়ে।'

প্রাথমিক টার্গেট ছিল দলকে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরানো। ম্যাচ শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া। ম্যাচ

উচ্ছসিত গাভাসকার-সূর্যরাও

জেতানো ইনিংসের রহস্যভেদ করে বলেছেন, 'ক্রিকেট-বেসিকে জোর দিয়েছিলাম। চাইছিলাম শেষপর্যন্ত ম্যাচটা নিয়ে যেতে। ২০ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থেকে স্লগ ওভারে রানের গতি বাড়াব।'

আশুতোষের যে হিসেব কষা ইনিংসে মজে মাইকেল ক্লাৰ্ক বলেছেন, 'চলতি আইপিএলে অবিশ্বাস্য বেশকিছু ইনিংস দেখতে পাব আমরা। তবে এটুকু বলতে পারি, টুর্নামেন্ট শেষে সেরা পাঁচে থাকবে এই ইনিংস্টা।' আম্বাতি রায়াডর মতে, গতবার পাঞ্জাবের হয়েও ঠান্ডা মাথায় চাপ সামলেছিল। এবার প্রথম ম্যাচেই কাজ শুরু।

কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের কথায়, গত আইপিএলের ইনিংসগুলি ওঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ইনিংসের প্রথম বল থেকে যা দেখা যাচ্ছিল। একেবারে ক্লিন হিটিং। প্রবল চাপের মুখে দুরন্ত ইনিংস, যা দীর্ঘদিন ক্রিকেটপ্রেমীরা মুনে রাখবেন। সূর্যকুমার যাদবও তাঁর প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, 'দৃঢ়তা, সংকল্প এবং চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস।

ম্যাচের পর ঋষভ-গোয়েঙ্কা বৈঠক ঘিরে নয়া জল্পনা

পন্থের উলটো সুর লখনউ কোচ ক্লুজনারের

হাঁটা শুরু করেছেন ভালো আছি. আশ্বস্ত করলেন বেঙ্গালুরু ম্যাচের

ব্যর্থতা ঝেড়ে নেটে

বিধ্বংসী মেজাজে

মঙ্গলবার।

INDIAN আইপিএলে PREMIER

কলকাতা নাইট রাইডার্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

তামিম

ঢাকা, ২৫ মার্চ:ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য স্বস্তির খবর। অস্ত্রোপচারের পর তামিম ইকবালের অবস্থা স্থিতিশীল। স্বয়ং তামিমই এই খবর দিয়েছেন। সোমবার মহমেডানের হয়ে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় গাজিপুরের কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখন ভালো আছেন। অস্ত্রোপচারের পর চলাফেরাও শুরু করেছেন তামিম ইকবাল। তবে আরও ২-৩ দিন নজরে রাখা হবে। এই সময়টা গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়কের জন্য। তামিম নিজেও সমাজমাধ্যমে স্বস্তির খবর দিয়েছেন। কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য কতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সোমবার দিন শুরুর সময় জানতাম না, আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। আল্লাহর কৃপায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি।

তামিম ইকবাল

পাশাপাশি তাঁর জন্য প্রার্থনার আবেদন জানিয়েছেন তামিম।

তামিম লিখেছেন, 'সোমবার দিন শুরুর সময় জানতাম না, আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। আল্লাহর কৃপায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। বিপদের সময় অনেক মানুষকে পাশে পেয়েছি। যাঁদের চেষ্টায় সংকট কাটিয়ে উঠতে পারলাম। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মানুষের ভালোবাসা ছাড়া তামিম কিছু নয়।'

অনুশীলনে নুনো

নিজম্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : মোহনবাগান সপার জায়েন্টের অনুশীলনে যোগ দিলেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রেইস। অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের জন্য দীর্ঘদিন বিশ্রামে ছিলেন। মঙ্গলবার তিনি অনুশীলনে আসেন। তবে মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি। মনবীরের সঙ্গে সাইড লাইনে রিহ্যাব করলেন নুনো। এছাড়া জ্বর হওয়ায় এদিন অনুশীলন করেননি আলবাতো রডরিগেজ।

স্থান : গুয়াহাটি সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার ক্রিকেটে ওঠাপড়া থাকবেই: ভরত

ক্রিকেটার বা কোনও দলের প্রতিটা দিনই ভালো যেতে পারে না। শুধু তাই নয়, একটা ম্যাচে কোনও দলের ব্যর্থতা দিয়ে কিছুই বিচার করা যায় না বাস্তবে।

রাসেলের মতো চ্যাম্পিয়নের প্রথম ম্যাচটা একেবারেই ভালো যায়নি। কিন্তু তারপরও সবসময়ই ও নিজেকে প্রমাণের জন্য মুখিয়ে থাকে।

ভরত অরুণ

বক্তার নাম ভরত অরুণ। পরিচয়, কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। ঘরের মাঠে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে জঘন্য ক্রিকেট উপহার দিয়েছিল কেকেআর। আগামীকাল রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচে ছবিটা কি বদলাবে? জবাব সময় দেবে। তার আগে নাইটদের বোলিং কোচ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বিরুদ্ধে ম্যাচে বোলার আন্দ্রে রাসেলকে থাকতেই হবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ: দেখা যেতে পারে। ভরতের কথায়, 'খেলার খেলার মাঠে ওঠাপড়া থাকবেই। কোনও মাঠে ওঠাপড়া থাকবেই। যতই আপনি ব্যর্থ হবেন, ততই সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাবেন।' কেকেআরের বোলিং কোচ ভরতের দার্শনিক কথার মাঝেই এসেছে দ্রে রাস প্রসঙ্গ। ইডেনে আরসিবির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন রাসেল। বল করেননি এক ওভারও। সেই প্রসঙ্গ টেনে ভরত বলছেন, 'রাসেলের মতো চ্যাম্পিয়নের প্রথম ম্যাচ্টা একেবারেই ভালো যায়নি। কিন্তু তারপরও সবসময়ই ও নিজেকে প্রমাণের জন্য মখিয়ে থাকে। আমি নিশ্চিত, আগামীকাল রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকবে রাসেল।'

রাজস্থানও হার দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করেছে। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হেরেছেন রিয়ান পরাগরা। এমন দলের বিরুদ্ধে বুধবার প্রথম জয়ের লক্ষ্যে থাকা কেকেআর বোলিং কোচ সতর্ক। বলছেন, 'আইপিএল এমন একটা প্রতিযোগিতা, যেখানে দলগুলির মধ্যে বিশাল ফারাক থাকে না। সব দলেই প্রচুর ম্যাচ উইনারও রয়েছে। তাই প্রতিপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামীকাল রাজস্থানের যে দলই হোক না কেন, আমাদের সতর্ক

জোড়া ক্ষোভটাই কি ঋষভের ওপর ক্যাপিটালসের গাঁটে ফের আটকে যাওয়া। ঝরে পড়ল? তবে সুত্রের খবর তেমন কিছু টানা ততীয়বার। যদিও আগের দই ম্যাচের তুলনায় গতকালের ছবিটা একেবারে ্ঘটেনি। মূলত ম্যাচের ভুলত্রুটি নিয়েই আলাদা। জেতা ম্যাচ কার্যত প্রতিপক্ষকে আলোচনা হয়। পরে সাজঘরে গিয়ে হতাশ উপহার দেওয়া। হতাশা স্বাভাবিক। ম্যাচ দলকে উৎসাহ দেন সঞ্জীব গোয়েস্কা। ঋষভ বলেছেন, 'টপ অর্ডার খব ভালো শেষ হতে না হতে দলের ডাগআউটে চলে বোঝান, সবে শুরু। হতাশার কিছু নেই। ব্যাট করেছে। ইনিংসের মাঝপথে তাল াসেন লখনড সুপার জায়েন্টসের কর্ণধার থনও অনেক ম্যাচ বাাক। সঞ্জীব গোয়েক্ষা। অধিনায়ক ঋষভ পম্থের ব্যর্থতার কারণ বাছতে গিয়ে অবশ্য

লখনউ সাজঘরেই ভিন্ন ভিন্ন সুর। ঋষভের মতে, স্কোর ঠিকঠাকই ছিল। শেষদিকে বল ঠিক জায়গায় রাখতে না পারাটা বিপক্ষে গিয়েছে। যদিও সহকারী কোচ ল্যান্স ক্লুজনারের মতে যেভাবে শুরু হয়েছিল। শেষ ৫ ওভারে ঠিকঠাক ফিনিশ হলে স্কোর আরও বেশি হত। অন্তত ২০-৩০ রান কম হয়েছে। নাহলে ম্যাচের

ফলাফল অন্যরকম হত। ক্লজনারের যুক্তি ফেলে দেওয়ার নয়।

নিকোলাস পুরান (৭৫), মিচেল মার্শের (৭২) বিস্ফোরক ইনিংসে ২২৫-২৩০ স্কোরের ইঙ্গিত থাকলেও ঋষভ (০), আয়ুষ বাদোনি (৪), শার্দূল ঠাকুররা (০) যার ফায়দা তুলতে পারেননি। যদিও গাটে। তারপরও স্কোর াঠকঠাক ছেল। শুরুতে ওদের কয়েকটা উইকেটও পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেখান থেকে

রাশ আলগা হয়ে যায়।' গুরুত্বপূর্ণ স্টাম্পিং মিসকে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বাডতি গুরুত্ব দিতে নারাজ। ঋষভের কথায়, হারা ম্যাচেও দলের জন্য ইতিবাচক অনেক কিছু রয়েছে। ভাগ্যও সঙ্গে ছিল না। তবে মোহিত শর্মার দেওয়া সুযোগ হাতছাডা ক্রিকেটের অঙ্গ। নেতিবাচক বিষয় মাথায় না রেখে পরের ম্যাচগুলিতে আরও

ভালো ক্রিকেট খেলাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন।



দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে দল হারলেও অধিনায়ক ঋষভ পত্তের সঙ্গে হালকা মেজাজে কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার ও কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

করা হচ্ছে, ২৭ মার্চ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে হয়তো দেখা যাবে আবেশকে। দলের অপর দুই পেসার মায়াঙ্ক যাদব, আকাশ দীপও চোটের তালিকায়। নিবচিন হাতে

ফিট আবেশ

জন্য। মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত

আবেশ খান। হাঁটুর চোটে জানুয়ারির

পর মাঠের ^নবাইরে। রিহ্যাব

করছিলেন বেঙ্গালরুস্থিত বোর্ডের

সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। খবর,

বোর্ডের মেডিকেল টিমের থেকে

ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন

লখনউ শিবিরে যোগ দেবেন। আশা

তারকা পেসার। শাঘ্র

লখনউ. ২৫ মার্চ : দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হারের মাঝে সুখবর লখনউ সুপার জায়েন্টসের

আহমেদাবাদ, ২৫ মার্চ আইপিএল মঞ্চ থেকে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু। জাতীয় দলের নিবাচকদের গুডবুকে ফের ঢুকে পড়ার তাগিদ। তবে দল নিবর্চন নিয়ে ভেবে মাথা খারাপে নারাজ মহম্মদ সিরাজ। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে মঙ্গলবার মাঠে নামার প্রাক্কালে সিরাজের যুক্তি, জাতীয় দলের নিব্যচন তাঁর হাতে নেই। আর যা তাঁর হাতে নেই, তা নিয়ে ভাবতে রাজি নন।

ফোকাস আপাতত প্র্যাকটিস, পরিশ্রম আর সাফল্যে। আর তা যদি পারেন ভারতীয় দলের দরজা ঠিক খুলে যাবে। বিশ্বাস নিজের একশো শতাংশ দিতে পারলে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব। সিরাজ আরও বলেছেন, 'ছন্দটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকঠাক ছন্দ পেয়ে গেলে তার প্রভাব পড়বে বোলিংয়েও। মানসিক প্রস্তুতিতেও জোর দিচ্ছেন। মাঝে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম পেয়েছেন। শারীরিক ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে যা সাহায্য করেছে। এই মুহূর্তে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভালো জায়গায় আছি।[']

नशामिल्लि, २৫ मार्घ : 'আমাকে মাস ছয়েক দিন। অর্জুন তেন্ডুলকারকে বিশ্বসেরা ব্যাটার বানিয়ে দেব।' এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজের। অতীতে সপ্তাহ দুয়েক মতো অর্জুনকে নিয়ে কাজ করেছেন। যোগরাজের দাবি, ওই কয়েকদিনে অনেকটাই বদলে দিয়েছিলেন। শচীন-পুত্রের মধ্যে আবিষ্কার করেন সেরা ব্যাটার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। তার সঙ্গে কাজ করার কয়েকদিনের মধ্যেই গোয়ার হয়ে রনজি ট্রফিতে সেঞ্চুরিও করেন।

মাস ছয়েক পেলে বিশ্বসেরা ব্যাটারদের স্তরে পৌঁছে দেবেন অর্জুনকে। যোগরাজ দাবি করেছেন, 'এখন যদি অর্জুন তেন্ডুলকার

অবাক দাবি যোগরাজের

আমার কাছে আসে, ৬ মাসের মধ্যে ওকে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে তৈরি করে দেব। ওর ব্যাটিং ক্ষমতা সম্পর্কে কেউ ওয়াকিবহাল নয়। আমার কাছে মাত্র

শচীন ও যুবরাজ, দুইজনে মিলে আমাকে অর্জুনকে দেখার কথা বলেছিল। ১০-১২ দিন ছিল আমার সঙ্গে। যতটুকু দেখেছি, তাতে ও দুর্দন্তি ব্যাটার। বোলিংয়ের জন্য অযথা

সময় নষ্ট করছে। যোগরাজ সিং মধ্যেই রনজিতে সেঞ্চুরি করে।' ্রক ইউটিউব[্]চ্যানেলকে দেওয়া

সাক্ষাৎকারে আরও দাবি করেন, 'শচীন ও যুবরাজ, দুইজনে মিলে আমাকে অর্জুনকে দেখার কথা বলেছিল। ১০-১২ দিন ছিল আমার সঙ্গে। যতটুকু দেখেছি, তাতে ও দুর্দান্ত ব্যাটার। বোলিংয়ের জন্য অযথা সময় নষ্ট করছে। আমার মতে বোলার অলরাউভার নয়, ব্যাটিং-অলরাউভার ওর জন্য ঠিকঠাক।

সাদামাটা পারফরমেন্সে মানোলোর দল বাছাইয়ে প্রশ্ন

বাংলাদেশকে হারাতে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ মার্চ : জঙ্গলের প্রবাদ হল, একই এলাকায় দুইটি বাঘ থাকতে

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় টানা একাধিপত্য রাখা ব্লু টাইগার্সদের মহড়া নিতে যে বেঙ্গল টাইগার্সরা তৈরি হয়ে গিয়েছে তা যেন এদিন স্পষ্ট হয়ে গেল। নিজেদের ঘরের মাঠে বাংলাদেশকে হারাতে না পারা ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান দৈন্য দশা যেমন প্রকাশ করেছে তেমনি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রেও চিন্তায় রাখল গোটা দেশকে। শুরু থেকেই এদিন নড়বড়ে লেগেছে ফুটবলারদের তেমনি কোচের দল নিবৰ্চন নিয়েও প্ৰশ্ন উঠবে।

ভারতের আক্রমণে প্রধান সমস্যা সুনীল ছেত্রীকে সাহায্য করার মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার না থাকা। সঙ্গে ফারুখ চৌধুরীকে খেলানো হল অনভ্যস্ত নম্বর ১০ পজিশনে। তাঁর জায়গায় কেন নাওরেম মহেশ সিংকে নামাতে ৬৬ মিনিট লাগল. সেই প্রশ্ন উঠবেই। তিনি নামার পরই সুনীল সেরা সযোগ পান গোল করার। মহেশের দুরন্ত ক্রসে নেওয়া হেড অবশ্য বাইরে যায়। আক্রমণে এদিন বাড়তি সংযোজন করছিলেন লিস্টন কোলাসো। ৩১ মিনিটে তাঁর আর শুভাশিস বসুর বোঝাপড়ায় প্রথমবার সঠিক অর্থে বাংলাদেশের গোলমুখ প্রায় খুলে গিয়েছিল। লিস্টনের ক্রস থেকে উদান্তা সিংয়ের উড়ে এসে করা হেড গোললাইন থেকে ফেরালে, ফিরতি বলে ফারুখের শটে জোর ছিল না। তবু ধরতে গিয়ে ফসকান মিতুল মার্মা। যা অনুসরণ করার জন্য ভারতের কেউ ছিলেন না। মাঝমাঠে সাহাল আবদুল সামাদ এবং লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে-মনবীর সিংদের একসঙ্গে না থাকা ভারতের আক্রমণকে দুর্বল করেছে। তেমনি মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়া



শূন্যে লাফিয়েও গোল করতে ব্যর্থ সুনীল ছেত্রী। মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

প্রবণতা ভারতীয় দলকে আরও দুর্বল করে দেয়। শুভাশিসের একটা শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রম্ভ হয়। ম্যাচের পর কোচ মানোলো দলের পারফরমেন্স প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত বিরক্ত ও অখুশি দলের সবার পারফরমেন্সে। ওদের আক্রমণ থেকে যে গোল খেয়ে যাইনি, এটাই এই ম্যাচের পজেটিভ পয়েন্ট আমার কাছে।'

বিশাল কেইথের এটাই প্রথম সরকারিভাবে আন্তজাতিক ম্যাচ। এদিন স্নায়ুর চাপে ভুগে বারবারই ভুল করলেন। প্রথম মিনিটেই তাঁর মিস ক্লিয়ারেন্স পেয়ে যান মুজিবুর জনি। সৌভাগ্য তাঁর শট গোলে যায়নি। ১২ মিনিটে হামজা চৌধুরীর কর্নার ধরে দ্রুত আক্রমণ শানানোর জন্য শট নিতে গিয়ে বাংলাদেশ ফুটবলারের পায়ে লেগে গোলে চলে যাচ্ছিল বল। যা গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করেন শুভাশিস বিরতিরও পরও একই ভূল করেন তিনি। বলের দখল বেশিরভাগ সময়ে নীল ফুটবলাদের প্রতি বাড়তি ভরসা রাখার জার্সিধারীদের পায়ে থাকলেও গোলরক্ষক

এবং এদিন অধিনায়কের আর্মব্যান্ড হাতে থাকা সন্দেশ ঝিংগানের নেতৃত্বে ডিফেন্সে এত ফাঁকফোকর হচ্চিল যে কাউন্টার অ্যাটাকে বাংলাদেশিরা দ্রুত গোলমুখ খুলে ফেলছিলেন। প্রথমদিকের সেইসব সুযোগ শাহরিয়ার ইমন-জনিরা কাজে লাগাতে পারেননি। হামজাও সেট পিস জায়গায় রাখতে পারছিলেন না সেই সময়। সদ্য দলে যোগ দেওয়া বাংলাদেশি তারকা বিরতির পর কিন্তু দুদন্তি খেললেন নিজের চেনা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড পজিশনে। ৮৯ মিনিটে ফাহিমের শট সম্ভবত হাদস্পন্দন স্তব্ধ করে দেয় গোটা স্টেডিয়ামের। সৌভাগ্য শরীর জমিতে ফেলে গোল আটকান বিশাল।

এদিকে, এদিন গ্রুপ 'সি'-তে সিঙ্গাপুর ও হংকং ম্যাচ গোলশূন্য শেষ হলেও ভারতের পারফরমেন্সে স্বস্তি এল না।

ভারতঃ বিশাল, বরিস, ভেকে, সন্দেশ, শুভাশিস (আশিক), উদান্তা (সুরেশ), আপুইয়া, ফারুখ (ব্রাইসন), লিস্টন, আয়ুষ (মহেশ) ও সুনীল (ইরফান)।

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। মঙ্গলবার আহমেদাবাদে।

পাঞ্জাব কিংস- ২৪৩/৫ গুজরাট টাইটান্স- ২৩২/৫

আহমেদাবাদ, ২৫ মার্চ : নতুন মরশুমে নতুন রূপে পাঞ্জাব কিংস। গুজরাট টাইটান্স যদিও আটকে ব্যর্থতার চেনা গলিতে। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে শ্রেয়স আইয়ার পাঞ্জাবের নেতৃত্বে পথ চলা শুরু করলেন ১১ রানের জয় দিয়ে। তাঁর দলের কাজ অনেকটাই সহজ করে দেয়

জয় দিয়ে পাঞ্জাবে শ্রেয়স জমানা শুরু

লজ্জার রেকর্ড ম্যাক্সওয়েলের

গতবছর থেকে গুজরাট ব্যাটিংয়ের চেনা রোগ পাওয়ার প্লে-তে ওপেনারদের মন্থর ব্যাটিং। এদিন অধিনায়ক শুভমান গিলের (১৪ বলে ৩৩) আগ্রাসনে পাঞ্জাব প্রথম ৬ ওভারে ৬১ রান তুললেও উলটোদিকে অন্য ওপেনার বি সাই সুদর্শন এই সময়টায় ২১ বলে করলেন ২৫ রান। যা ২৪৪ রান তাড়া করতে নামা গুজরাটের আস্কিং রেট শুরুতেই অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। পরে সুদর্শন (৪১ বলে ৭৪) ক্ষতিপুরণের চেষ্টা করলেও কাজে আসেনি। মিডল ওভারে জস বাটলার (৩৩ বলে ৫৪) ও শেরফানে রাদারফোর্ডের (২৮ বলে ৪৬) মধ্যে চেস্টা জারি থাকলেও গুজরাট আটকে যায় ৫ উইকেটে ২৩২ রানে।

উলটোদিকে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিলেন শ্রেয়স (৪২ বলে অপরাজিত ৯৭)। শুরুর দায়িত্বে সফল পাঞ্জাবের ২৪ বছরের ওপেনার প্রিয়াংশ আর্যও (২৩ বলে ৪৭)। তিনি খাতাই খললেন মহম্মদ সিরাজের বলে ওয়ান বাউন্স বাউন্ডারিতে। দ্বিতীয় উইকেটে শ্রেয়স-প্রিয়াংশ স্কোরবোর্ডে ২১ বলে ৫১ রান জুড়েছেন। রশিদ খানের (৪৮/১) গুগলিতে সুদর্শনের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন প্রিয়াংশ। এরপর রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর (৩০/৩) পরপর দুই বলে ফেরান আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (১৬) এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে। খাতা খোলার আগেই আউট হয়ে ম্যাক্সওয়েল গডলেন লজ্জার রেকর্ড। তাঁর দখলে এখন আইপিএলে সর্বাধিক ১৯টি 'ডাক'। পরে



তিন উইকেট নেওয়ার পর অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে গুজরাট টাইটান্সের রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর।

অবশ্য টিভি রিপ্লে-তে হকআই দেখায় বল উইকেটের উপর দিয়ে বেরিয়ে যেত। ছয় নম্বরে নেমে মার্কাস স্টোয়িনিস ২০ রানের ক্যামিওতে সঙ্গ দেন শ্রেয়সকে। তবে শেষদিকে শশাঙ্ক সিংয়ের (১৬ বলে অপরাজিত ৪৪) দাপটেই পাঞ্জাব ২৪৩/৫ স্কোরে পৌঁছায়। যার খেসারতে নন স্ট্রাইকারে থেকে শতরান হাতছাড়া করেন শ্রেয়স। যদিও তাঁর আক্ষেপ ঢেকে গিয়েছে দলের জয়ে।



রাজস্থান রয়্যালসের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের ক্লাসে মনোযোগী ছাত্র কেকেআরের মণীশ পান্ডে, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রিঙ্কু সিংরা।

বাসেল আদালতের রায়ে দুর্নীতিমুক্ত প্লাতিনি-ব্লাটার



স্বস্তি নিয়ে আদালত থেকে বের হচ্ছেন মিশেল প্লাতিনি ও শেপ ব্লাটার। বাসেলে।

বাসেল, ২৫ মার্চ : সমস্ত রকম আর্থিক পেলাম। আজ আমি খব খশি। দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত করা হল ফিফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শেপ ব্লাটার ও বন্ধবান্ধবদের সবচেয়ে গুরুত্বপর্ণ। আমি 'আজকে আমি আমার হারানো সম্মান ফিরে হলেন ব্লাটার ও প্লাতিনি।

২০১১ সালে ব্লাটার ফিফার তহবিল থেকে ২ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ ঘুষ দিয়েছিলেন

ফ্রান্সের প্রাক্তন তারকা ফটবলার মিশেল উয়েফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্লাতিনিকে- এই প্লাতিনিকে। দীর্ঘদিনের আর্থিক দুর্নীতি অভিযোগে ২০১৫ সালে প্রথম মামলা শুরু মামলায় মঙ্গলবার বাসেলের আদালত ব্লাটার হয়। যার জেরে ফিফা প্রেসিডেন্টের পদ ও প্লাতিনির পক্ষে রায় দিয়েছে। আদালত থেকেও ইস্তফা দিতে হয় ব্লাটারকে।প্লাতিনির থেকে বেরিয়ে আসার পর এই প্রসঙ্গে ব্লাটার ফিফা প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্নেও ইতি পড়ে বলেছেন, 'অবশেষে আদালত ন্যায় ঘোষণা যায়। ২০২২ সালে একবার সমস্ত অভিযোগ করল। যা আমার এবং আমার পরিবার, থেকে মুক্ত করা হয়েছিল দুজনকেই। কিন্তু সেই রায়কে সইস ফেডেরাল আদালতের আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। একই প্রতিধ্বনি তরফে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। তবে প্লাতিনির গলায়ও শোনা গিয়েছে। বলেছেন, মঙ্গলবারের পর সব অভিযোগ থেকেই মুক্ত

ভেঙে ফেলা হবে গাব্বা

ব্রিসবেন, ২৫ মার্চ : ২০৩২ সালে অলিম্পিকের আসর বসবে ব্রিসবেনে। তারপরই ভেঙে ফেলা হবে গাব্বা স্টেডিয়াম। অলিম্পিকের কথা মাথায় রেখে গাব্বাকে <u>চেলে</u> সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তবে সংস্কারে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হবে তার থেকে নতন স্টেডিয়াম তৈরি লাভজনক। পাশাপাশি ভবিষ্যতের ভিক্টোরিয়া পার্কে যাট হাজার দর্শকাসনের নয়া স্টেডিয়াম তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্টেলিয়ার প্রশাসন। যার নির্মাণে ৩.৮ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার খরচ হবে বলে জানা গিয়েছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বলেছে, 'কুইন্সল্যান্ড ক্রিকেট, এএফএল, ব্রিসবেন লায়ন্সের সহযোগিতায় ও বোর্ডের উদ্যোগে ভিক্টোরিয়া পার্কে একটি নতুন স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া।'

কেরালার দায়িত্বে ডেভিড কাটালা

কলকাতা, ২৫ মার্চ : কেরালা ব্লাস্টার্সের নতুন কোচ হলেন স্পেনের ডেভিড কাটালা। এর আগে সের্জিও লোবেরা, আন্ডোনিও লোপেজ হাবাসের নাম শোনা গেলেও কাটালাকে দায়িত্ব দিয়েছে কেরালা। সুপার কাপ থেকেই তিনি দায়িত্ব নেবেন।



গোলের জন্য হ্যারি কেনকে অভিনন্দন ডেকলান রাইসের।

লাটভিয়া ম্যাচটা মোটেও সহজ ছিল না। তবে শেষপর্যন্ত ম্যাচটা জিতেছি। আমি ছেলেদের মানসিকতায় মুগ্ধ।

-টমাস টুচেল (ইংল্যান্ডের কোচ)

কলকাতায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ২৭ মার্চ

৭ এপ্রিল মালদায় শুরু রাজ্য গেমস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ২৫ মার্চ : ২৭ মার্চ কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নবম রাজ্য গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। মালদায় গেমস শুরু ৭ এপ্রিল।

এবার স্টেট গেমসের আসর বসছে মালদায়। চলবে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। রোয়িং, রাইফেল শুটিং, ইকুয়েস্ট্রিয়ান, গলফ সহ মোট সাতটি ইভেন্টের পরিকাঠামো না থাকায় সেগুলি কলকাতা, দুর্গাপুর সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি অ্যাথলিট প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। এর আগেও কলকাতার বাইরে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, হাওড়া, উত্তর চবিবশ পর্গনায় রাজ্য গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই ধারা বজায় রেখে খেলাধুলোকে রাজ্যজুড়ে ছুড়িয়ে অলিম্পিক দেওয়াই বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য। পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে গেমসের সম্প্রচার হবে বলেও জানানো হয়েছে। এদিকে দুই বছর আগেই শতবর্ষ

পার করেছে বিওএ। ২৭ মার্চ গেমসের উদ্বোধনের সঙ্গেই ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে শতবর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য অলিম্পিক সংস্থা।

ফাইনালে দাদাভাই

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : অসমের গোয়ালপাড়ায় দারাংগিরি আঞ্চলিক উন্নয়ন সমিতির মহিলাদের টি২০ ক্রিকেটে টানা দুই ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। বুধবার ফাইনাল। মঙ্গলবার দাদাভাই ২৪ রানে হারিয়েছে গুয়াহাটির নিউ স্টার ক্লাবকে। টসে হেরে দাদাভাই ৬ উইকেটে ১১৮ রান করে। স্নেহা সাহা অপরাজিত থাকেন ৩৯ রানে। মুনিয়া চৌহান ১৮ ও অবন্তিকা রাও ১৬ রান করেন। জবাবে নিউ স্টার ১৮ ১ ওভাবে ৯৪ বানে গুটিয়ে যায়। শ্রেয়া সরকার ২০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন মল্লিকা রায় (১২/২) ও মর্জিনা খাতনও (১২/২)।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির

চ্যাম্পিয়ন চয়নপাড়া, সারদামণি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ মার্চ : শিলিগুড়ি মেয়র কাপ আন্তঃ স্কুল ও ক্লাব খো খো-তে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল চয়নপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব। শালুগাড়ার জয় ধর রায় প্রাইমারি স্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা ১২-৪ পয়েন্টে নরসিংহ বিদ্যাপীঠকে হারিয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে নরসিংহ ১৫-৮ পয়েন্টে পিডিএমএসএসপিএ-র বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল চয়নপাড়া ৮- ৫ পয়েন্টে খড়িবাড়ি গ্রামীণ স্পোর্টসকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা ঋজু মণ্ডল। প্রতিযোগিতার সেরা বিজয় মাহাতো। সেরা চেজার মহম্মদ মেহবুব। সেরা রানার সৌরভ রায়। সেরা প্রমিসিং প্লেয়ার রাহুল সিংহ। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে গ্রামীণ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট। মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন সারদামণি বিদ্যাপীঠ। ফাইনালে

তারা ১২-৩ পয়েন্টে নরসিংহর বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথম সেমিফাইনালে নরসিংহ ৯-৬ পয়েন্টে নকশালবাড়ি কলেজকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সারদামণি ১৩-৪ পয়েন্টে সুকান্ত স্থনির্ভর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জয় পায়। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা দিয়া বর্মন। সেরা রানার অর্পিতা দাস। সেরা চেজার অনিন্দিতা বর্মন। সেরা প্রমিসিং প্লেয়ার ধার্মিষ্ঠা রায়। ফেয়ার প্লে পেয়েছে সুকান্ত। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ (ক্রীড়া) দিলীপ বর্মন, মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা প্রমুখ। এদিন জেলার সর্বোচ্চ সম্মান ব্লেজার প্রদান করে।





চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে চয়নপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব (উপরে) ও সারদামণি বিদ্যাপীঠ। জয় ধর রায় প্রাইমারি স্কুলে।

মেয়র গৌতম দেবকে শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থা

সর্বসম্মতিতেই মিটল ২৮ প্রতিনিধি বাছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, মার্চ : ৩১ নয়, ৩০ ক্লাব প্রতিনিধির মধ্যে থেকে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভায় মঙ্গলবার ২৮ জন প্রতিনিধিকে বেছে নেওয়া হল। তাঁরা কার্যনিবাহী সমিতিতে জায়গা পেলেন। এদিন বাদ পড়া নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের অরুণাভ চক্রবর্তী ও নবীন জায়গা করে নিতে সমস্যা হবে না বলে জানা গিয়েছে। সভা শেষে মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'সুদীপ বসু বাকি দুইজনকে কার্যনিবহী সমিতিতে নেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। সৌরভ ভট্টাচার্যের সমর্থনের পর যা হাউজ মেনে নিয়েছে। বিদায়ি সচিব কুন্তল গোস্বামীও তাতে রাজি। কো-অপ্টের মাধ্যমেই তাঁদের ফেরানো হবে।' শনিবার সন্ধে ৭টা থেকে পরিষদ দপ্তরেই রয়েছে কো-অপ্ট নির্বাচন।

এদিনের সভায় সভাপতির দায়িত্বে থাকা অনাবিল দত্তর কাছে

মদনবাবুকেও। তিনি বলেছেন. 'আমার প্যানেল গৃহীত হওয়ায় ভালো লেগেছে ঐকমতেরে ভিত্তিতে প্যানেল পাস হওয়ায়। এজন্য হাউজের সবাইকে আমার অভিনন্দন।' তবে এদিন আসেননি

শাসমল। আগেই অবশ্য তিনি তাঁর অনুপস্থিতির কথা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার নিবাচিত প্রতিনিধি- অলোক সরকার (সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব), অমরদীপ দত্ত (মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব), অনুপ বসু (দেশবন্ধ স্পোর্টিং ইউনিয়ন), অরুণ ছেত্রী (বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব), ভাস্কর দত্তমজুমদার (স্পোর্টিং মদন ভট্টাচার্য ২৮ জনের প্যানেল ইউনিয়ন), বিপ্লব সরকার (ফ্রেন্ডস (বিধান স্পোর্টিং ক্লাব)।

পেশ করেন। যা সর্বসন্মতিতে ইউনিয়ন ক্লাব), বিশ্বজিৎ গুহ গৃহীত হয়েছে। যা সম্ভুষ্ট করেছে (সুর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন), চন্দন মৈত্র (বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলৈটিক ক্লাব), ধর্মেন্দ্র পাঠক (নকশালবাড়ি অবশ্যই আমি খুশি। তবে সবচেয়ে ইউনাইটেড ক্লাব), দীপ্তেন্দু ঘোষ (আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ), জয়ন্ত ভৌমিক (অগ্রগামী সংঘ). জয়ন্ত সাহা (মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব), কালীদাস সরকার (দাদাভাই সংঘের নারায়ণ দাসেরও সেখানে এসএসবি-র প্রতিনিধি অনিন্দ্য স্পোর্টিং ক্লাব), মৈনাক তালুকদার (তরুণ তীর্থ), মানস দে (নবোদয় সংঘ), মনোজ ভার্মা (স্বস্তিকা যুবক সংঘ), প্রবীর মণ্ডল (উল্কা ক্লাব), প্রদ্যুৎ কুণ্ডু (নরেন্দ্রনাথ ক্লাব), রবিন মজুমদার (শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ), রাজেশ দেবনাথ (এনআরআই), রঞ্জন সরকার (ভিবজিয়োর), সজল নন্দী (রবীন্দ্র সংঘ), সঞ্জীব চাকী (রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ), শ্যামল ঘোষ (বান্ধব সংঘ), সৌরভ ভট্টাচার্য (বিবেকানন্দ ক্লাব), সৃদীপ বস (ওয়াইএমএ), সুমন ঘোষ (জিটিএসসি) ও উত্তম চট্টোপাধ্যায়

লন্ডন, ২৫ মার্চ : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে গ্রুপ পর্বের

ফুটবলে তাঁর ৭১তম গোল। ৭৬ মিনিটে লাটভিয়ার কফিনে

মোটেও সহজ ছিল না। তবে শেষপর্যন্ত ম্যাচটা জিতেছি। আমি

ছেলেদের মানসিকতায় মুগ্ধ।'কোচ হিসেবে টুচেল ক্লাব ফুটবলে

প্রায় সব টুফিই জিতেছেন। এবার বিশ্বকাপকে পাখির চোখ

করেছেন তিনি। যদিও আপাতত তাঁর লক্ষ্য আন্তজাতিক ফটবল

কোচিংয়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। এই নিয়ে টুচেল

বলেছেন, 'আমি আন্তজাতিক ফুটবলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে

চাই। ১০-১২টা ক্লাব থেকে ২০ জন খেলোয়াডকে ডেকে মাত্র

তিনদিনের মধ্যে ম্যাচের জন্য তৈরি করা বড় চ্যালেঞ্জ।

ম্যাচের পর কোচ টমাস টুচেল বলেছেন, 'লাটভিয়া ম্যাচটা

শৈষ পেরেকটি পোঁতেন এজে।

দুই ম্যাচে জয় পেলেন কেনরা।

ধারেভারে অনেক পিছিয়ে থাকা লাটভিয়ার বিরুদ্ধে ৩৮ মিনিট পর্যন্ত

কোনও গোল করতে পারেনি ইংল্যান্ড।

অবশেষে ডেডলক ভাঙেন ডিফেন্ডার

জেমস। দর্শনীয় ফ্রি কিক থেকে গোল

করে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন তিনি।

৬৮ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ইংল্যান্ড

অধিনায়ক কেন। এটি আন্তজাতিক

শ্বিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা অমর ভট্টাচার্য -23.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার এর সততা প্রমাণিত। সাপ্তাহিক লটারির 72G 99244 ার্ডিটার তথা সংকর্ষি ওরেনগর্কট থেকে সংগ্রীক

কলকাতা-এর এক বাসিন্দা নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোভাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী **विकि**वेषि जमा निराह्म। विज्ञा বললেন "আমি এখন আমার জীবনে নিজেকে অনেক সফল মনে করছি। আমি যে পরিমাণ অর্থ ডিয়ার লটারির টিকিট কেটে জিতেছি তা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰে বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করব। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার এবং আরও অনেক মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলেছে। আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির কে প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই